NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন
EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

পাশে থাকার অঙ্গীকার...
২০৮বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা – ১২
ফোন : ০৩৩ ২২৪১ ৬২৮১/৮২০৩

৩ মুখ্যমন্ত্রীর জনতার দরবারে বরুণ বিশ্বাসের পরিবার

আদালতের দ্বারস্থ হতে চলেছেন তৃণমূল ভবনের মালিক ৩

কলকাতা ৫ জুলাই ২০২৬ ২১ আষাঢ় ১৪৩৩ রবিবার বিংশ বর্ষ ২৫ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 05.07.2026, Vol. 20 Issue No.25, 8 Pages, Price 3.00

বিশ্বকাপ

আজকের খেলা

ব্রাজিল বনাম নরওয়ে ৬ জুলাই (ভারতীয় সময় রাত ১.৩০)

গতকালের ফলাফল

কলম্বিয়া -১ ঘানা-০

SMJ Surovi Mansion Jewellers
Since - 1983
সুরভি ম্যানসন
A trusted jewellers
গড়িয়াহাট-গড়িয়া-সোনারপুর বাজার
9163683241

বিস্ময়ের কেপ-কথা

১২০ মিনিটের টানটান লড়াইয়ে ৩-২ গোলে আর্জেন্টিনার কাছে হেরে বিশ্বকাপ অভিযান শেষ করল কেপ ভার্দে। তবে অভিষেকেই বীরত্বের যে নজির রেখে গেলেন ভোজিনহারা, তাতে বোধ হয় অভিভূত মেসিও।

সরকারি টিকা ছাড়া অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার নয়

নিজস্ব প্রতিবেদন: অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার প্রকল্পে আবেদনকারীদের জন্য একাধিক বিষয় উল্লেখ করে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। নির্ধারিত যোগ্যতার ভিত্তিতেই এই প্রকল্পের সুবিধা দেওয়া হবে। পাশাপাশি, কারা এই প্রকল্পের আওতায় আসবেন না, তাও উল্লেখ করেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'অভারতীয়রা এই প্রকল্পের সুবিধা কোনওভাবেই পাবেন না। যাঁরা সরকারি ভ্যাকসিন বা টিকা নেননি, তাঁরা পাবেন না। যাঁরা তিনটি বিয়ে করেছেন, তাঁরা পাবেন না। আর যাঁরা সরকারি বিদ্যালয়ে না পড়িয়ে নির্দিষ্ট ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা দেন, তাঁরাও এই সুবিধা পাবেন না।'

ঘোষণা শুভেন্দুর

তিনি আরও জানান, **আগামী দু'মাস অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার প্রকল্পে আবেদন গ্রহণ চলবে। তবে আবেদন করার আগে শর্তগুলি ভালোভাবে দেখে নেওয়ার পরামর্শ দেন তিনি। সরকারি সূত্রের দাবি, মুখ্যমন্ত্রী যে টিকার কথা বলেছেন, তা মূলত শিশুদের জন্য চালু থাকা জাতীয় টিকাকরণ কর্মসূচির (ইউনিভার্সাল ইমিউনাইজেশন প্রোগ্রাম) আওতায় দেওয়া সরকারি টিকা। যেসব পরিবার তাদের সন্তানদের এই বাধ্যতামূলক টিকা দেয়নি বা দিতে অস্বীকার করেছে, তারা অন্নপূর্ণা ভান্ডার প্রকল্পের জন্য অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। আবেদনপত্রেও পরিবারের সন্তানরা সরকারি টিকা নিয়েছে কি না, সেই তথ্য চাওয়া হয়েছে।**

জাতীয় টিকাকরণ কর্মসূচির আওতায় শিশুদের জন্মের পর থেকে নির্দিষ্ট বয়সভিত্তিক সময়সূচি অনুযায়ী বিসিজি, পোলিও, হেপাটাইটিস-বি, পেন্টাভ্যালেন্ট, আইপিভি, রোটাভাইরাস, নিউমোনিয়া প্রতিরোধী পিসিভি, হাম-রুবেলা, ডিপিটি, টিডি-সহ বিভিন্ন টিকা বিনামূল্যে দেওয়া হয়। নির্দিষ্ট এলাকায় জাপানিজ এনসেফালাইটিসের টিকাও দেওয়া হয়। তবে শর্ত কার্যকর হলে অন্নপূর্ণা ভান্ডার প্রকল্পে আবেদনকারীদের সরকারি টিকাকরণ সংক্রান্ত তথ্যও যাচাই করা হবে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে।

পুজোর আগে হকার উচ্ছেদ নয়: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: পুজোর মরশুমে হকারদের জীবিকা যাতে ব্যাহত না হয়, সেই কারণে আগামী অক্টোবর পর্যন্ত রাজ্যে হকার উচ্ছেদে স্থগিতাদেশের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে স্ট্রিট ভেন্ডর্স (জীবিকা সুরক্ষা ও রাস্তা বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৪ কার্যকর করা এবং হকারদের পুনর্বাসন নিয়ে আগামী সপ্তাহে ফের উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হবে। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পর এমনই দাবি করলেন পশ্চিমবঙ্গ হকার্স জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটির সভাপতি অসিত সাহা।

বৈঠকের পরে তিনি জানান, মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই আপাতত উচ্ছেদে স্থগিতাদেশের সিদ্ধান্ত হয়েছে। সামনে দুর্গাপুজো। এই সময়টাই হকারদের বছরের সবচেয়ে বড় ব্যবসার মরসুম। তাই অক্টোবর পর্যন্ত তাঁদের ব্যবসা চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে। অসিত সাহার দাবি, যেসব এলাকায় নিরাপত্তাজনিত সমস্যা রয়েছে বা সৌন্দর্যায়নের স্বার্থে হকারদের সরানো প্রয়োজন, সেখানে কাউকে জীবিকা থেকে বঞ্চিত করা হবে না। কাছাকাছি এলাকায় পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে বলেই আশ্বাস মিলেছে। রেল স্টেশন চত্বরের উচ্ছেদ প্রসঙ্গও বৈঠকে ওঠে।

উদ্ধারকাজে আধুনিক সরঞ্জামে ২০০ কোটি

নিজস্ব প্রতিবেদন: তারাতলায় নির্মীয়মাণ গুদামের দুর্ঘটনায় উদ্ধার অভিযানে অংশ নেওয়া বিভিন্ন বাহিনীর কর্মীদের সম্মান জানাল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। শনিবার আলিপুর বডিগার্ড লাইনে শনিবার আয়োজিত এক বিশেষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী উদ্ধারকারী বাহিনীর সদস্যদের সাহস, পেশাদারিত্ব এবং মানবিকতার ভূয়সী প্রশংসা করেন। একইসঙ্গে ভবিষ্যতে দুর্যোগ মোকাবিলায় আরও দ্রুত ও কার্যকর ব্যবস্থা গড়ে তুলতে উদ্ধারকারী বাহিনীকে আধুনিক প্রযুক্তি ও সরঞ্জামে সজ্জিত করার জন্য ২০০ কোটি টাকার বরাদ্দের ঘোষণাও করেন তিনি।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, তারাতলা দুর্ঘটনার পর সময়ের বিরুদ্ধে লড়াই করে বিভিন্ন সংস্থার সমন্বিত প্রচেষ্টায় ১৭ জন মানুষের প্রাণ রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। এই সাফল্যের নেপথ্যে উদ্ধারকারী বাহিনীর নিষ্ঠা, দক্ষতা এবং আত্মনিবেদনের বড় ভূমিকা রয়েছে।

বিধায়কদের হতে হবে প্রান্তিকের কণ্ঠস্বর: ওম

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিধায়কদের কাজ শুধু আইন প্রণয়ন বা রাজনৈতিক বিতর্কে অংশ নেওয়া নয়, সমাজের প্রান্তিক মানুষের কণ্ঠস্বর হয়ে ওঠাও তাঁদের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। একইসঙ্গে, কোনও বিধায়ক জনস্বার্থে প্রশ্ন তুললে সরকারকে তা ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করা উচিত বলে লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা মনে করেন। তাঁর মতে, সমস্যা চিহ্নিত হলেই তার সমাধানের পথ তৈরি হয়, আর সেই সমাধানই রাজ্যের উন্নয়নের ভিত্তি গড়ে তোলে। ডাপশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার নবনির্বাচিত সদস্যদের ওরিয়েন্টেশন কর্মসূচির সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে লোকসভা অধ্যক্ষ বলেন, জনগণ বিপুল আস্থা ও বিশ্বাস নিয়ে বিধায়কদের নির্বাচিত করেন। তাই সেই বিশ্বাসের মর্যাদা রক্ষা করা জনপ্রতিনিধিদের নৈতিক দায়িত্ব। বিধানসভার ভিতরে আলোচনা, বিতর্ক, আইন প্রণয়ন এবং জনস্বার্থের বিষয়গুলি তথ্য ও যুক্তির ভিত্তিতে তুলে ধরতে হবে। কেবল স্লোগান বা অচলাবস্থা সৃষ্টি করে কখনও প্রকৃত নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা যায় না বলেও মন্তব্য করেন তিনি। রাজ্যপাল সি রবীন্দ্র নারায়ণ রবি নবনির্বাচিত বিধায়কদের সংবিধান, বিধানসভার নিয়ম এবং সংসদীয় নৈতিকতা সম্পর্কে আরও গভীরভাবে জানার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, একজন বিধায়ক শুধু একজন ব্যক্তি নন, তিনি লক্ষ লক্ষ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিনিধি। তাই বিধানসভার মর্যাদা বজায় রেখে জনগণের স্বার্থে কাজ করাই তাঁদের প্রধান কর্তব্য। পাশাপাশি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প এবং সংস্কৃতির উন্নয়নে প্রত্যেক বিধায়ককে নিজ নিজ এলাকায় সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ারও আহ্বান জানান তিনি।

'প্রতীক কেড়ে নিলেও কিছু যায় আসে না'

নিজস্ব প্রতিবেদন: দল ভাঙার চক্রান্তের অভিযোগ তুলে ফের বিজেপি এবং তৃণমূলের বিদ্রোহী শিবিরকে একসঙ্গে নিশানা করলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার ফেসবুক লাইভে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, দলীয় প্রতীক কেড়ে নিলেও তাঁর রাজনৈতিক লড়াই থামবে না। একইসঙ্গে বিদ্রোহী নেতাদের উদ্দেশে কড়া বার্তা দিয়ে তিনি বলেন, 'বিজেপি করবেন আর তৃণমূলের নাম ব্যবহার করবেন, সেটা হতে পারে না। সাহস থাকলে সরাসরি বিজেপিতে যোগ দিন।'

রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের প্রায় দু'মাস পরেও নিজের অবস্থানে অনড় মমতা। ভিডিও বার্তায় তিনি ফের অভিযোগ করেন, ভোট লুট করেই বিজেপি ক্ষমতায় এসেছে। সেই অভিযোগের পাশাপাশি দলের অন্দরের বিদ্রোহ নিয়েও সরব হন তিনি। বিশেষ করে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সন্দীপন সাহাদের নাম উল্লেখ করে প্রশ্ন তোলেন, 'দু'টো মাসও ধৈর্য ধরতে পারলেন না?'

বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর থেকেই তৃণমূল কার্যত দুই শিবিরে বিভক্ত। ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন গোষ্ঠী নিজেদের 'আসল তৃণমূল' বলে দাবি করছে। ইতিমধ্যেই তারা বিধানসভায় বিরোধী দলের স্বীকৃতিও পেয়েছে। রাজনৈতিক মহলের একাংশের ধারণা, নির্বাচন কমিশনের কাছে দলীয় প্রতীক নিয়েও দাবি জানাতে পারে ওই শিবির। এই প্রেক্ষাপটেই দলীয় প্রতীক নিয়ে সম্ভাব্য আইনি বা রাজনৈতিক লড়াইকে কার্যত গুরুত্বহীন বলে উড়িয়ে দেন মমতা। তাঁর কথায়, 'প্রতীক কেড়ে নিতে পারেন, কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। প্রতীক সেটাই, যেটা মানুষ গ্রহণ করে, তৃণমূল কর্মীরা গ্রহণ করে।'

নির্বাচন কমিশনের ভূমিকাও এদিন প্রশ্নের মুখে তোলেন তৃণমূল নেত্রী। তাঁর অভিযোগ, কমিশনকে ব্যবহার করে দল ভাঙার চেষ্টা চলছে। মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, 'আমি জানি ওঁরা প্রতীক পাবে না। কিন্তু যদি আমাদের দল শেষ করার জন্য প্রতীক দিয়েও দেন, তাতেও কিছু যায় আসে না। দরকার হলে আমি গলায় প্রতীক ঝুলিয়ে মানুষের কাছে বেরোব।'

ভিডিও বার্তায় বারবার সংগঠনের মূল শক্তি হিসেবে তৃণমূল কর্মীদের উল্লেখ করেন মমতা। তাঁর দাবি, নেতারা নয়, কর্মীরাই দলের আসল সম্পদ। বর্তমান কঠিন সময়ে যাঁরা দলের পাশে রয়েছেন, তাঁরাই প্রকৃত তৃণমূল। একইসঙ্গে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, রাজনীতি থেকে সরে যাওয়ার কোনও প্রশ্নই নেই। 'আমি কোথাও যাচ্ছি না। আমাকে থামাতে হলে মেরে ফেলতে হবে', বলেন তিনি।

কালীঘাট তৃণমূলে অস্তাচলে চন্দ্রিমাও

নিজস্ব প্রতিবেদন: তৃণমূল কংগ্রেসের সব সাংগঠনিক পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। শনিবার এই সিদ্ধান্তের কথা সামনে আসে। দলীয় সূত্রের খবর, তিনি তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি দিয়ে নিজের সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন। সোমবার নির্বাচন কমিশনে দলের প্রতীক ও সংগঠন নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ শুনানির আগেই তাঁর এই পদক্ষেপ রাজনৈতিক মহলে জল্পনা বাড়িয়েছে।

বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের পরাজয়ের পর দল পুনর্গঠনের সময় চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যকে রাজ্য সভানেত্রীর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। এরপরও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একাধিক কর্মসূচিতে তাঁকে সক্রিয়ভাবে দেখা গিয়েছিল। সম্প্রতি দক্ষিণ কলকাতার কর্মীদের নিয়ে একটি সাংগঠনিক বৈঠকেও নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তিনি। তবে তার কিছুদিনের মধ্যেই সব পদ ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। এদিকে, কয়েক দিন আগে নিউ টাউনের একটি বৈঠকে চন্দ্রিমার ছেলে সৌরভের উপস্থিতি ঘিরে রাজনৈতিক মহলে নানা জল্পনা তৈরি হয়েছিল। যদিও এরপরও চন্দ্রিমাকে কালীঘাটে দলীয় নেতৃত্বের সঙ্গে দেখা গিয়েছিল।

আগামী সোমবার নির্বাচন কমিশনের সামনে তৃণমূলের দুই পক্ষকে নিজেদের দাবি পেশ করতে হবে। সেই প্রক্রিয়ার ঠিক আগে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের ইস্তফা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

এদিকে, শনিবার তৃণমূলের সমস্ত সাংগঠনিক পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার পরই নতুন রাজনৈতিক জল্পনার জন্ম দিলেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। এদিন বিধানসভায় গিয়ে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ নেতাদের সঙ্গে তাঁর বৈঠক ঘিরে রাজনৈতিক মহলে নানা প্রশ্ন উঠেছে। একই সঙ্গে, পদত্যাগের নেপথ্যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর ফোনালাপই প্রধান কারণ বলে দাবি

করেছেন চন্দ্রিমা।

শুক্রবার মেট্রোপলিটনে তৃণমূল ভবনকে কেন্দ্র করে কালীঘাটপন্থী ও ঋতব্রতপন্থী শিবিরের মধ্যে উত্তেজনা তৈরি হয়। অভিযোগ, ঋতব্রত-ঘনিষ্ঠ নেতারা ভবনে প্রবেশ করে দখল নেন এবং পরে মূল ফটকে তালা লাগিয়ে দেন। সেই সময় ভবনের ভিতরেই ছিলেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। তিনি বেরিয়ে যাওয়ার পরই ভবনের নিয়ন্ত্রণ ঋতব্রত শিবিরের হাতে চলে যায় বলে অভিযোগ ওঠে। এই ঘটনাকে ঘিরেই কালীঘাটপন্থী নেতাদের একাংশ প্রশ্ন তুলেছেন, কীভাবে ওই পরিস্থিতি তৈরি হল এবং চন্দ্রিমার ভূমিকা কী ছিল।

এই ঘটনার পরই চন্দ্রিমা জানান, শুক্রবার রাতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে ফোন করে বলেন, 'তুমি ওদের হাতে ভবন তুলে দিলে?' এই মন্তব্যে তিনি গভীরভাবে আঘাত পেয়েছেন বলে জানান। তাঁর কথায়, 'আমার খুব খারাপ লেগেছে। আমি দিদিকে বলেছিলাম, আপনি আমাকে এ কথা বলতে পারলেন? আমি এটা করতে পারি? তখনই আমার মনে হয়েছে, আমার আনুগত্য নিয়েই প্রশ্ন উঠছে। যেখানে আনুগত্য নিয়ে সন্দেহ তৈরি হয়, সেখানে আর দায়িত্বে থাকা উচিত নয়।' এরপরই তিনি দলের সমস্ত সাংগঠনিক পদ ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

তবে কালীঘাটপন্থী শিবিরের দাবি, এই সিদ্ধান্ত শুধুমাত্র ওই ফোনালাপের ফল নয়। তাঁদের বক্তব্য, গত ২২ জুন নিউ টাউনের একটি হোটেলে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকা বৈঠকে চন্দ্রিমার ছেলে সৌরভ বসু উপস্থিত ছিলেন। সেই ঘটনার পর থেকেই চন্দ্রিমার রাজনৈতিক অবস্থান বদলানোর ইঙ্গিত মিলছিল বলে তাঁদের দাবি। অন্যদিকে, তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ চন্দ্রিমার সিদ্ধান্তকে কটাক্ষ করে বলেন, 'তিনি তো মন্ত্রিসভায় দীর্ঘদিন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে ছিলেন। তখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনও মন্তব্যে তাঁর অভিমান হয়নি।'

এদিন পদত্যাগের ঘোষণা করার পর চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য সরাসরি বিধানসভায় যান। সেখানে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, ফিরহাদ হাকিম, দেবাশিস কুমার, চন্দ্রনাথ সিন্‌হাদের সঙ্গে বৈঠকে অংশ নেন। বিধানসভার বাইরে সন্দীপন সাহা বলেন, 'চন্দ্রিমাদির সিদ্ধান্তকে আমরা স্বাগত জানাই। তিনি দলের একজন প্রবীণ নেতা। তাঁকে নিয়ে আসতেই আমরা এসেছি।'

এই বৈঠকের পর থেকেই রাজনৈতিক মহলে জল্পনা শুরু হয়েছে, ভবিষ্যতে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ঋতব্রতপন্থী তৃণমূলের গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক দায়িত্ব পেতে পারেন। যদিও এ বিষয়ে তাঁর পক্ষ থেকে এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হয়নি।

চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য রাজ্য রাজনীতিতে দীর্ঘদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য, অর্থ এবং আইন-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের দায়িত্ব সামলেছেন তিনি। ২০১৭ সালে দক্ষিণ কাঁথি কেন্দ্রের উপনির্বাচনে জয়ী হন। পরে ২০২১ সালে দক্ষিণ দমদম কেন্দ্র থেকে বিধায়ক নির্বাচিত হলেও ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ওই কেন্দ্র থেকে তিনি বিজেপি প্রার্থীর কাছে পরাজিত হন।

কূটনৈতিক সাফল্যেই রক্ষা জ্বালানি সংকটে

জয়পুর, ৪ জুলাই: পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধের আবহে রুদ্ধ ছিল হরমুজ প্রণালী। তার জেরে বিশ্বজুড়ে জ্বালানি সংকট সৃষ্টি হয়েছিল। তার আঁচ এসে পড়ে ভারতেও। কিন্তু হরমুজ বিপর্যয়ে কীভাবে জ্বালানি সংকটের মোকাবিলা করেছিল ভারত, তা ফাঁস করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

শনিবার একাধিক প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে রাজস্থানে গিয়েছিলেন মোদী। বালোত্রা জেলায় একটি অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করতে গিয়ে তিনি বলেন, 'জ্বালানি সংকট শুরুর আগে ভারত প্রায় ২৫ থেকে ২৬টি দেশ থেকে থেকে জ্বালানি আমদানি করত। কিন্তু সংকট শুরুর পর সেই সংখ্যাটি বৃদ্ধি করা হয়। ৪০টিরও বেশি দেশ থেকে ভারত জ্বালানি

দাবি মোদীর

আমদানি করতে শুরু করে। কূটনৈতিক সাফল্যের জন্যই এটি সম্ভব হয়েছে।'

মোদীর কথায়, 'সেই সময় নানা গুজব ছড়ানো হয়েছিল এবং কিছু অসাধু পক্ষ মানুষকে উস্কে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তারা সফল হয়নি। যারা ভারতের ব্যর্থতা দেখতে চেয়েছিল, তারা এখন গভীর হতাশায়।' প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, অপরিশোধিত তেল শোধনের সক্ষমতার দিক থেকে ভারত বিশ্বে চতুর্থ দেশ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। তিনি আরও বলেন, 'ইরান, আমেরিকা, ইজরায়েলের মধ্যে যুদ্ধের কারণে জ্বালানি ছাড়াও সার সরবরাহেও বিঘ্ন ঘটেছিল। কিন্তু ভারতের দীর্ঘমেয়াদী নীতিগুলিই দেশকে বাঁচিয়েছে।'

মোদী আরও বলেন, 'বিশ্ববাজারে মূল্যবৃদ্ধির ফলে এপ্রিল থেকে জুনের মধ্যে তেল সংস্থাগুলির ৭৫ হাজার কোটি টাকারও বেশি ক্ষতি হয়েছিল। কিন্তু সরকার সেই বোঝা নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিল। আমরা প্রতি লিটারে আবগারি শুল্ক ১০ টাকা কমিয়েছিলাম। নিশ্চিত করেছিলাম যাতে নাগরিকদের উপর বোঝা না বাড়ে।' একইসঙ্গে মোদীর মুখে এদিন আত্মনির্ভরতার কথাও শোনা গিয়েছে।

Embrace the Hustle
For a brighter Future
Website : www.swamivivekanandauniversity.ac.in
ADMISSIONS OPEN
FOR THE SESSION 2026-27
SWAMI VIVEKANANDA UNIVERSITY
Excellence | Innovation | Entrepreneurship
UNIVERSITY CAMPUS - Telini Para, Barasat
8961334184/ 9830802507
SWAMI VIVEKANANDA GROUP OF INSTITUTES
Website : www.svist.org
CAMPUS - SONARPUR, BARUIPUR
9831084446 / 7003029267
REGENT EDUCATION & RESEARCH FOUNDATION
Website : www.rerf.in
CAMPUS - BARRACKPORE
9831103784 / 9007231000
APPROVED BY AICTE || NAAC B++ ACCREDITED || AFFILIATED TO MAKAUT AND WBSCTE
MBA | MCA | M.Tech in CSE • EE • ME • CE
B.Tech CSE in Gaming, AI & DS • ECE • EE • EEE • ME • CE
BBA | BCA | • B.Sc. MLT • BSc. MRIT • Physiotherapy
• Data Science • Cyber Security • Psychology • Biotechnology
• Microbiology • Journalism • Digital Marketing • Agriculture
• Hospital Management • Hotel & Hospitality Management
• Animation • Nutrition • Diploma in : Civil • ME • EE • English
• Electronics • Comp.Sc. • Optometry • OTT • LLB
West Bengal Student Credit Card Scheme Available
OUR RECRUITERS
Tractors India, Tech Mahindra, IBM, accenture, HCL, WIPRO, Cognizant, Value Prosoft, genpact, amazon, Infosys, VIDEOCON d2h
and many more...

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

NOTICE

IN THE 2nd COURT OF CIVIL JUDGE (SR. DIV.), MIDNAPORE
M. EX. NO. 4 OF 2024 (ARISING OUT OF M.S. NO. 352/2018)

Sri Pradip Pal ………….Decree Holder
Vs.
Smt. Sucheta Boxi …Judgment Debtor

This is for the information of all concerned that realization of Decreetal amount passed in M.S. 352/2018, Ld. 2nd Court of Civil Judge (Sr. Div.), Midnapore in M. Ex. Case No. 04/2024 has been pleased to attach the property as in Schedule below and has been pleased to fix 17.07.26 for Sale of the said property in public auction. The auction will be held at Dist. Judges' Court, Paschim Medinipur at the office of the Nazir, Midnapore Judges' Court, Paschim Medinipur. **Schedule**: Name of the Decree Holder - Sri Pradip Kumar Pal, Name of the Judgmenet Debtor - Smt. Sucheta Boxi, Property to be sold in public auction- Dist. Paschim Medinipur, P.S. - Kotwali Mouza - Bibigunj, J.L. No. 180 L.R. Khatian No. 2668 R.S. Plot No. 261, L.R. Plot No. 355 measuring 127 sq. ft. 0.0029 Acre (Shoproom) **Butted and Bounded**: To the North- Common passage, To the South- Shop No. 4 of Pulak Mandal, To the East- Shop of Alok Biswas, To the West- Parking zone in Plot No. 261. Reserved price Rs. 4,00,000/- (Rupees Four Lakh only)

By order
Supriya Patra, Sheristadar
2nd Court of Civil Judge (Sr. Div.), Paschim Medinipur, 19.06.26

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **সেখ রাজিব মন্ডল**, পিতা সেখ আনোয়ার আলি মন্ডল, সাকিম সেকেন্দারপুর, পুইনান, দাদপুর, হুগলী-৭১২৩০৫, মহাশয় বিগত ইং ১৫/০২/২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-01657/2024 নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমাকে (**সেখ শরীফ মন্ডল**, পিতা সেখ কুতুবউদ্দিন মন্ডল, সাকিম জগন্নাথপুর, নাগবল, দাদপুর, হুগলী-৭১২৩০৫,) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি বিগত ইং ০৭/০৩/২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত I-02757/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **সেখ রেজাউল মন্ডল**, পিতা সেখ জিয়ারুল মন্ডল, সাকিম মহেশ্বরপুর, পুইনান, দাদপুর, হুগলী-৭১২৩০৫, মহাশয়কে নিম্ন তপশীল ভুক্ত ৪৩ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি। **তপশীল:** জেলা হুগলী, থানা দাদপুর, মৌজা মোগলপুর, ২৭ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ৮১৮ নং খতিয়ান হইতে, আর.এস. ২৬৮ তথা হাল এল.আর. ৮২০ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ৪৩ শতক সম্পত্তি উক্ত বিক্রয় কোবালা দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **সেখ রেজাউল মন্ডল**, পিতা সেখ জিয়ারুল মন্ডল, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পোলবা-দাদপুর ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে। ---**সেখ শরীফ মন্ডল, আমমোক্তার**

CHANGE OF NAME

I, **Dr. Arvind Kumar Anand** do here by declare that my son **Vedant Anand** Male/4 years 7 months, Permanent Residence at House No. 499, Ward No. 18, Near L.M.T.C Office Anand Bhavan, Bajrang Nagar, Chhatarpur, State Madhya Pradesh, Pin. 471001, has changed the above-mentioned name to **Samriddh Singh Anand** vide affidavit number 219/26 of Ld. Judicial magistrate, 1St class, Baruipur, South 24 Parganas dated 02/07/2026, that both are the same and one identical person.

I, Nandini Prasad D/O Pradip Kumar, R/O 41/1 N S Road, PO & PO Rishra Dist- Hooghly Pin – 712248. That my correct name is Nandini Prasad which has been recorded in my birth certificate,Voter ID and all my educational documents but due to some inadvertence my nick name has been recorded as Prachi Prasad in place of Nandini Prasad in my Aadhar card no 444326341358. Vide affidavit no 14115 dated 30/06/2026 in the court of Ld Judicial Magistrate, 1ST Class at Serampore court Hooghly WB, I declare that NANDINI PRASAD and PRACHI PRASAD both are same and one identical person.

সংশোধনী

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে **শ্রীমতী মুকুল হেলা,** স্বামী প্রয়াত পান্নালাল হেলা, ০৩.০৭.২০২৬ তারিখে প্রকাশিত রেজিস্ট্রিকৃত দলিল নং পড়তে হবে **২২১৮/২০০৪**-২২১৮/২০১০ এর পরিবর্তে। অন্যান্য সকল বিষয় বিষয় অপরিবর্তিত থাকবে। অসুবিধার কারণে দুঃখিত।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমরা ১. মিত্রা রায়, স্বামী - প্রণব কুমার রায়, ২. প্রবীর কুমার রায়, পিতা - মৃত ফনিভূষণ রায়, উভয়ের সাং- পেয়াদাপাড়া, পোঃ- ঘূর্ণি, থানা- কোতোয়ালি, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১১০৩, উভয়ের পক্ষে আমমোক্তার গত ইং ০৪.০৬.২০১১/০৬.০৬.২০১১ তাং ৪ নং বহির ১৬৬ নং আমমোক্তার দলিল বলে আমমোক্তারগন ১. বিশ্বনাথ নাথ, পিতা- বলাই চন্দ্র নাথ, সাং- চকেরপাড়া, পোঃ- কৃষ্ণনগর, থানা- কোতোয়ালি, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১১০১, ২. স্বরূপ কুমার ঘোষ, পিতা- মৃত মনমোহন ঘোষ, ৩. পার্থজিৎ রায়, পিতা - মৃত গৌড় চন্দ্র রায়, সাং - মসজিদ লেন, পোঃ- ঘূর্ণি, থানা- কোতোয়ালী, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১১০৩, উক্ত আমমোক্তারগন হইতে গত ইং 22 Jun 2026 তাং I-5784/2026 নং দলীল বলে ৯৭ নং সোন্দা মৌজার খাতিয়ান নং- আর.এস. ২০২, এল.আর.- ৩৯০২, ও দাগ নং- আর.এস. ও এল.আর. ৫৪৮৮ এর মোট ০৩.০৫ শতক সম্পত্তি ক্রয় করেন লক্ষণ ঘোষ, পিতা- মৃত আনন্দ ঘোষ, সাং- প্রাচীন মায়াপুর, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১৩০২, উক্ত বিষয়ে কারো কোন অভিযোগ থাকলে, বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে কৃষ্ণনগর-১ B.L.&.L.R.O অফিসে যোগাযোগ করবেন।

AFFIDAVIT

I, **BABY BIBI** D/O Sk. Akbar W/O Sk. Sikander residing at Mohanpur, P.O. - Sewli Telinipara, P.S. - Mohanpur under Dist. - North 24 Parganas, Kolkata - 700121 do hereby declare vide affidavit in the Court of Learned Judicial Magistrate, 1st Class at Barrackpore dated 03.07.2026 that my father's actual and correct name is SK. AKBAR which has been recorded in my Aadhaar Card but my father's name has been recorded as SK AKBER ALI in my all educational papers and documents of Madhyamik Examination vide Roll 0811 No, 0116 and my father's name has been recorded as AKBAR SEKH in my PAN Card inadvertently.SK AKBAR, SK AKBER ALI and AKBAR SEKH i.e. my father is the same and one identical person.

বিজ্ঞপ্তি

আমরা ১) অসীম মজুমদার, ২) অজয় মজুমদার-উভয়ের পিতা অমল মজুমদার এ.ডি.এস.আর. চন্দননগর নথিভুক্ত I-১৪১৯/১১, তাং. ০১.৭২০১১ বিক্রয় কোবলা দলিল মূলে ১) শ্রীমতী চিত্রলেখা ভট্টাচার্য, স্বামী- শ্রী দিলীপ ভট্টাচার্য, ২) শ্রী বিশাল ভট্টাচার্য, পিতা- শ্রী দিলীপ ভট্টাচার্য মহাশয়া ও মহাশয় হইতে জেলা হুগলী, থানা ভদ্রেশ্বর অধীন এডিএসআর চন্দননগর, মৌজা নবগ্রাম, জেএল নং ৩, দাগ নং. ৯৭৪, ৮০৭ খতিয়ানে ২ কাঠা ১৫ ছটাক ১০ ব.ফু. বাগান সম্পত্তি ও জেলা হুগলী, থানা ভদ্রেশ্বর অধীন এডিএসআর চন্দননগর, মৌজা নবগ্রাম, জেএল নং ৩, দাগ নং. ৯৮১, ৩৯২ খতিয়ানে ৩ কাঠা ৮ ছটাক ২০ ব.ফু. বাগান সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছি করিয়াছি। এক্ষনে উক্ত সম্পত্তি আমাদের নাম বরাবর নথিভুক্ত করানোর জন্য আমরা MN/2026/0619/2507 ও MN/2026/0619/2505 বলে চন্দননগর খলিসানী অফিসে (মানকুন্ডু) আবেদন করিয়াছি। উক্ত সম্পত্তির বিষয়ে যদি কাহারো কোন আইনানুগ আপত্তি থাকে তাহা হইলে সত্বর ৩০ দিনের মধ্যে চন্দননগর খলিসানী অফিসে (মানকুন্ডু) যোগাযোগ করুন।

NOTICE

"Notice is given to all that Sri Tapabrata Basu and Smt. Mita Basu, owner of ALL THAT Flat on the Second Floor, at the South/East/North portion, measuring 870 sq. ft. SBA in the building known as "Amrapali Apartment" together with proportionate share of land measuring 4 Cottahs 5 Chittacks 5 sq. ft. in Mouza Behala, J.L. No. 2, Khatian No. 66, under Dag No. 208, P.S. Behala, Premises No. 178/8, Parnasree Pally, Road No. I (Scheme Plot no. 479), Ward no. 131, within KMC, District South 24 Parganas. The Deed being No.5740 for the year 1993, is lost / misplaced from owner, General Diary was lodged with Ballygunge GRPS, vide G.D.E. No.876 dated 19-06-2026. Any person having any objection/claim in the above property please contacts the undersigned within 10 days strictly as advised. Sandip Sarkar Chamber cum Residence : 7/19, G B. Road, DumDum, Kolkata-700028 Contact-9830194343.E-mail:adv.sandipsarkar@yahoo.com

আমার মক্কেলদ্বয় ১) জুনেদ লস্কর ডানকুনি,হুগলী নিবাসী, ১৮/০৬/২০২৬ তারিখে জনাই,হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ৫৫৯০ নং দলিলমূলে জ্যোতি পাল দীগরের সাং-নৈটী, চন্ডীতলা, হুগলী নিবাসী এর পক্ষে নিযুক্ত [illegible]

Sd/-
Mousumi Mukherjee (Mustaphi), Advocate
Serampore & Chinsurah Court

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমরা ১. সুধীর দেবনাথ, পিতা- মৃত রাধাকান্ত দেবনাথ ২. মায়ারাণী সর্দার, স্বামী- মৃত কমলকৃষ্ণ সর্দার, ৩. কান্তিলাল দেবনাথ, পিতা- মৃত কমলাকান্ত দেবনাথ, ৪. দুলাল চন্দ্র দেবনাথ, পিতা- মৃত কমলাকান্ত দেবনাথ, ৫. সন্তোষ দেবনাথ, পিতা- মৃত কমলাকান্ত দেবনাথ, ৬. শেফালী নাথ, পিতা - মৃত কমলাকান্ত দেবনাথ, ৭. মায়া দেবনাথ, পিতা- মৃত কমলাকান্ত দেবনাথ, ৮. জ্যোৎস্না দেবনাথ, স্বামী - মৃত নারায়ন দেবনাথ, ৯. প্রশান্ত দেবনাথ, পিতা- মৃত নারায়ন দেবনাথ, ১০. প্রদীপ কুমার মজুমদার, পিতা- মৃত পতিত পাবন মজুমদার, ১১. অসীমা নাথ, স্বামী- মৃত পতিত পাবন মজুমদার, ১২. সীমা নাথ, পিতা- মৃত পতিত পাবন মজুমদার, সকলের পক্ষে আমমোক্তার গত ইং [illegible]

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত 02/07/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, ব্যারাকপুর, উঃ ২৪পরগণা, কোর্টে 186 নং এফিডেভিড বলে আমি, Sanjoy Biswas, S/o. Lt. Pranbasi Biswas, R/o. 161, K.G.R. Path, Kanchrapara (M), Kanchrapara, Bizpur, North 24 Parganas-743145, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার মাধ্যমিক নথিপত্রে (W.B.B.S.E.) আমার পিতার সঠিক নাম Pranbasi Biswas-এর পরিবর্তে Pran Banshi Biswas লিপিবদ্ধ আছে, যাহা এই এফিডেভিট বলে পরিবর্তন করিতে চাই। আমার পিতা Pranbasi Biswas ও Pran Banshi Biswas সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত।

গত 03/07/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 16258 নং এফিডেভিড বলে আমি, Bitu Pandey S/o. Late Ram Paresh Pandey, সাং শিবপুর বাই লেন, এল.বি.এস. মার্গ, ওয়ার্ড নং ১১, বাঁশবেড়িয়া, মগড়া, হুগলী-৭১২৫০২, পঃবঃ, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার আধার কার্ডে, প্যান কার্ডে, রেশন কার্ডে ও আমার স্কুল নথিপত্রে আমার পিতার সঠিক নাম Ram Perwesh Pandey (যাহা আমার পিতার মৃত্যু শংসাপত্রে ও 2002 সালের ভোটার লিস্টে, 187 Bansberia Assembly, Part No. 132, Sl. No. 640, Hooghly-তে উল্লেখ আছে)-এর পরিবর্তে Ram Paresh Pandey লিপিবদ্ধ আছে, যাহা এই এফিডেভিট বলে পরিবর্তন করিতে চাই। আমার পিতা Ram Perwesh Pandey ও Ram Paresh Pandey সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত ।

গত 25/06/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 15460 নং এফিডেভিড বলে আমি Sanat Pramanik S/o. Muchiram Pramanik ও Sanat Paramanik S/o. M. R. Paramanik সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 25/06/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 10711 নং এফিডেভিট বলে আমি Abdul Karim Halder ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Nurul Hoda Haldar ও Nurul Hoda Hal H Halder সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

গত 02/07/2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 15987 নং এফিডেভিড বলে আমি, Debika Pal Mukherjee, W/o. Tarit Kumar Pal, R/o. 371, Bunokalitala, Engineer Bagan, Chinsurah, Hooghly-712101, presently R/o. C/o. Dolly Ghosh, 14-580, Hospital Road, Chinsurah, Hooghly-712149, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার তামলিপাড়া পোষ্ট অফিসের সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট A/C No. XXXXX4851) আমার সঠিক নাম Debika Pal Mukherjee-এর পরিবর্তে Anu Mukherjee (Nick Name) লিপিবদ্ধ আছে এবং এই এফিডেভিট বলে আমার সঠিক নাম Debika Pal Mukherjee লিপিবদ্ধ করিতে চাই। আমি Debika Pal Mukherjee ও Anu Mukherjee (Nick Name) W/o. Tarit Kumar Pal, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 04/07/2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 16284 নং এফিডেভিট বলে আমি Arif Hassain S/o. Mosaddek Hassain (old name), R/o. Deluagachhi, Rosna, Pandua, Hooghly-712149, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Arif Hassain S/o. Mosaddek Hassain নাম পরিবর্তন করিয়া Arif Hossain S/o. Md Mosaddek Hossain (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Arif Hossain S/o. Md Mosaddek Hossain & Arif Hassain S/o. Mosaddek Hassain, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

এতদ্বারা জনসাধারনের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল অর্পিতা মুখার্জী স্বামী ইন্দ্ররূপ মুখার্জী সাং পেরুয়া পোষ্ট পেরুয়া গোপালপুর, থানা খয়রাশোল, জেলা বীরভূম দুবরাজপুর A.D.S.R. অফিসের গত ইংরেজি ২৬/০৫/২০২৫ তারিখে ৩৪৪৩ নং রেজিস্ট্রীকৃত কোবলা দলিল মূলে বিক্রেতা এর পক্ষে [illegible]

Avijit Ghosh, Advocate, Dubrajpur Court, Dubrajpur, Birbhum.

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

[illegible]

Basiruddin Sk, Advocate
District Judge's Court, Krishnanagar, Nadia, W.B., Enrolment No. F/2352/2573 of 2018

বিজ্ঞপ্তি

[illegible]

২০২৩ নং দলিল মূলে খরিদ করিয়া ভোগ দখলে রহিয়াছি।
উক্ত জমি নিজ নামে মিউটেশন করাইবার জন্য বি.এল.আর ও বিষ্ণুপুর ২ নং অফিসে আবেদন করা হইয়াছে। উক্ত বিষয়ে সকলকে অবগত করা হইল।

স্বাক্ষর/-
আরাফাত বিন মুসতফা, (আইনজীবী)
এন রোল নং - ৫১৩/২০২১
শিয়ালদহ কোর্ট, কোলকাতা - ৭০০০১৪

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, ১) **শ্রী কনকেশ মজুমদার** [illegible]

ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু),** চন্দননগর আদালত, হুগলী

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

[illegible]

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৫ই জুলাই, ২০শে আষাঢ়, রবি বার, পঞ্চমী তিথি। জন্মে কুম্ভ রাশি, অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তোরী রাহুর মহাদশা কাল, মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : মধ্যম মানের দিন। দিনটা বুদ্ধিমত্তা ও সতর্কতার সঙ্গে চলতে হবে। প্রতিবেশীর সঙ্গে বিবাদ বিতর্ক হলেও সন্ধ্যার পর শুভ। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য অশুভ বিবাহের কথা পাকা হওয়ার সম্ভাবনা, প্রবীণ নাগরিকের সম্মান প্রাপ্তি। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়।

বৃষ রাশি : শুভাশুভ মিশ্র অনুভূতি দিন। ভাবনা চিন্তা না করে, এক নারীর বুদ্ধিতে, আজকের দিনটি কাটাতে হবে, পিতা-মাতা বড় ভাই বোন, পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ নাগরিকদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে কাজ করতে হবে। মায়েদের নিম্নতল পেটের সমস্যা, গলব্লাডার সমস্য হবে, প্রস্টেড গ্ল্যান্ড নিয়ে যারা সমস্যায় রয়েছেন তাদের সুচিকিৎসার সম্ভাবনা। মন্ত্র দুর্গা মন্ত্র।

মিথুন রাশি : দিনটি বিজয় সূচক। আজ ডিস্ট্রীবিউটার বা এজেন্ট বাজারে যারা খুচরো ব্যবসায়ী তাদের লাভ প্রাপ্তি। যে কাজটা হওয়ার কথা ছিল, যদি তাড়াহুড়ো না করেন তাহলে তা হয়ে পড়বে। পরিবারে গৃহশত্রু থেকে সতর্কতা। আজকের মন্ত্র গঙ্গা মন্ত্র।

কর্কট রাশি : শুভাশুভ মিশ্র দিন। লেখক শিল্পী সাংবাদিক তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। গুপ্ত কথা কেন প্রকাশ্যে আলোচনা করছেন? ভাইদের মধ্যে, কনিষ্ঠ যে তার দ্বারা কিছু সমস্যার তৈরি হবে। সতর্ক থাকা ভালো। জল ও তরল পদার্থ ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটাতে পারেন। প্রতিবেশীর দ্বারা গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র। মন্ত্র ওম নমো শিবায়।

সিংহ রাশি : সতর্ক থাকতে হবে ভাই বন্ধু স্বজন থেকে কিছু দুশ্চিন্তা থাকবে। পরিবারে দাম্পত্য প্রেম-ভালোবাসায় তৃতীয় ব্যক্তির নাক গলানোর জন্য সমস্যা তৈরি হবে। সন্ধ্যার পর পুরাতন বান্ধব দ্বারা সমস্যা মুক্তি। মন্ত্র গণেশ দেব ভগবান।

কন্যা রাশি : যে ছলনা করছে তাকে আজ চিনতে পারবেন। পরিবারে বিবাদ বিতর্ক, বৃদ্ধি হবে। যাকে বিশ্বাস করে এগিয়েছেন তার ওপর ভরসা রাখুন, নিশ্চয়ই শুভ ফল পাবেন, প্রবীন নাগরিকদের পেট লিভার স্টমাক পীড়া দেখা দেবে। মন্ত্র মহাকালী মন্ত্র।

তুলা রাশি : পরিবারের ছোট ভ্রমণ হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। আজ যে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাচ্ছেন। সেখানে বিরূপ সমালোচনা হবে। ধৈর্য রাখবেন জয় আপনার নিশ্চিত। ঋণ বিষয় চিন্তা আজ দুশ্চিন্তায় পরিণত হবে। মন্ত্র গনেশ মন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : প্রভাব শালী মানুষ আপনাকে স্বাগতম জানাবে। প্রেম শুভ পরিবারে বয়স্ক সদস্যের কারণে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে। ব্যবসায় অস্থিরতা থাকবে। বিদ্যার্থীদের ধৈর্য ধরা উচিত প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ হবে। মন্ত্র শনি মন্ত্র।

ধনু রাশি : সতর্কতার সঙ্গে আজকের দিনটি, বুদ্ধির দ্বারা ও এক মহিলার সহযোগিতায় শুভ হবে। ব্যাংকে গচ্ছিত সম্পদ থেকে আয় বৃদ্ধি। যারা বিদেশে কর্মরত তাদের শুভ সৌভাগ্য। কর্মের জন্য যারা চেষ্টা করছেন তাদের জন্য শুভ। মন্ত্র কালী মন্ত্র।

মকর রাশি : আজ বুদ্ধি প্রয়োগ করতে হবে। সিদ্ধান্ত নিতে হবে। নারীর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। যে প্রতিবেশীকে খুব ভালো ভেবে কিছু গুপ্ত কথা বলেছিলেন, আজ তার স্বরূপ ধরতে পারবেন। ছলনাময়ী নারী পুরুষ থেকে দুরে থাকুন। মন্ত্র শনিমন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : কেন আপনার বিরুদ্ধাচারণ করবে তা ভাবা উচিত। তার থেকে সতর্ক থাকা ভালো। সংকল্প গোপন করুন। ন বিষয়ে দুশ্চিন্তা। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন। কর্ম প্রার্থীর সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি হবে। মন্ত্র। শনি মন্ত্র।

মীন রাশি : বিবাদ তর্ক আজ মিটে যাবে পরিবারে খুশির বাতা বরণ। যে বন্ধুর অপেক্ষায় ছিলেন আজ তার দ্বারা কোন উপকার সাধিত হবে। তবে ন বিষয়ে দুশ্চিন্তা। যারা কর্মের আবেদন করছেন তাদের জন্য আজ অত্যন্ত শুভ।

(বিপ্লবী নায়ক বারীন্দ্রকুমার ঘোষের জন্মদিবস। শ্রী শ্রী মনসাদেবীর পূজা।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোটের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

আগামী কয়েকমাসের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা হয়ে উঠবে 'পেপারলেস'

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা আগামী ১০০ দিনের মধ্যেই সম্পূর্ণ কাগজবিহীন বা 'পেপারলেস' হয়ে উঠবে বলে অধ্যক্ষ রথীন্দ্র বসু জানিয়েছে। নিউটাউন বিধায়কদের দু'দিনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচির দ্বিতীয় দিনে তিনি একথা জানান। অধ্যক্ষ বলেন, কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজুর উদ্যোগে ইতিমধ্যেই সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার প্রয়োজনীয় অর্থও মঞ্জুর করেছে। সব কিছু পরিকল্পনা অনুযায়ী এগোলে আগামী ১০০ দিনের মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা সম্পূর্ণ কাগজবিহীন হয়ে যাবে। সমস্ত নথিপত্র, কার্যসূচি এবং অন্যান্য কাজ ডিজিটাল মাধ্যমে সম্পন্ন হবে। বিধানসভার মর্যাদা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং আইন প্রণয়নের প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিধায়কদের আরও দক্ষ করে তুলতে প্রশিক্ষণের প্রক্রিয়া ধারাবাহিকভাবে চলবে। ভবিষ্যতেও ছোট ছোট পরিসরে এই ধরনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে বলে অধ্যক্ষ জানিয়েছেন। প্রয়োজনে দেশের বিভিন্ন রাজ্যের অধ্যক্ষ বা বিশেষজ্ঞদের আমন্ত্রণ জানানো হবে। দ্বিতীয় দিনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

সম্পর্কে তিনি বলেন, উত্তরপ্রদেশ বিধানসভার অধ্যক্ষ সতীশ মহনার বক্তব্য বিধায়কদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ৪০ বছরের বিধায়ক জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি বিধানসভার ভূমিকা, গণতন্ত্রে জনপ্রতিনিধিদের দায়িত্ব, বিশেষাধিকার এবং মানুষের সঙ্গে বিধায়কদের সম্পর্কের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছেন। রথীন্দ্রবাবুর কথায়, বর্তমান বিধানসভার ২৯২ জন সদস্যের মধ্যে ১৮১ জনই প্রথমবার নির্বাচিত হয়েছেন। ফলে তাঁদের জন্য এই ধরনের প্রশিক্ষণ অত্যন্ত জরুরি।

তিনি বলেন, শুধু নতুন বিধায়ক নন, দীর্ঘদিনের সদস্যদের অনেকের কাছেও এই বিষয়গুলি নতুন। পুরনো বিধায়কদের সঙ্গেও তাঁর কথা হয়েছে। তাঁরাও স্বীকার করেছেন, অতীতে এ ধরনের প্রশিক্ষণের সুযোগ পাননি। বিধায়কেরা যত বেশি শিখবেন, ততই গণতন্ত্র শক্তিশালী হবে এবং মানুষের অংশগ্রহণও বাড়বে।

প্রশিক্ষণ কর্মসূচি এখানেই শেষ হচ্ছে না বলেও স্পষ্ট করেছেন অধ্যক্ষ। তাঁর কথায়, এটি একটি 'কন্টিনিউয়িং প্রসেস'। বিধানসভার অশান্ত পরিবেশ নিয়েও প্রশ্নের মুখে পড়েন অধ্যক্ষ। প্রশিক্ষণের পরে সরকার ও বিরোধী সদস্যদের আচরণে পরিবর্তন আসবে কি না, জানতে চাইলে তিনি বলেন, গণতন্ত্রে মতভেদ থাকবেই। একই পরিবারের দুই ভাইয়ের মধ্যেও মতের অমিল থাকে। কিন্তু সেই মতভেদ কখনও বিশৃঙ্খলায় পরিণত হওয়া উচিত নয়। বিধানসভার মর্যাদা ও সংসদীয় শিষ্টাচার বজায় রেখেই মতপার্থক্য প্রকাশ করতে হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

নিম্নচাপের জেরে সোমবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা দক্ষিণবঙ্গে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ক্রমেই শক্তি বাড়ছে উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরের নিম্নচাপ, পূর্বাভাস আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের। উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করছে এই নিম্নচাপ। এরপর এটি শক্তি বাড়িয়ে সুস্পষ্ট নিম্নচাপে পরিণত হবে। পশ্চিম ও উত্তর পশ্চিম দিকে এগোবে এই নিম্নচাপ। যার জেরে সোমবার পর্যন্ত কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের। বিশেষত রবিবার কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া-সহ একাধিক জেলায় ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে। এরই সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ এবং ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়াও বইতে পারে।

আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের স্পেশ্যাল বুলেটিন অনুযায়ী, শনিবার সকাল সাড়ে ৮টা পর্যন্ত উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর এবং সংলগ্ন উত্তর ওড়িশা-পশ্চিমবঙ্গ উপকূলের উপরে একটি নিম্নচাপ অবস্থান করছিল। সেটি আরও শক্তি সঞ্চয় করে সুস্পষ্ট নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে ঘূর্ণাবর্ত। আপাতত একটি সার্কুলেশন সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৯.৪ কিলোমিটার উচ্চতা পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। আগামী তিনদিনে এটি পশ্চিম-উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে উত্তর ওড়িশা এবং উত্তর ছত্তিশগড়ের দিকে এগোতে পারে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস।

এর প্রভাবে ৪ জুলাই থেকে ৫ জুলাই পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলায় ৭ থেকে ২০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টি থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। পাশাপাশি রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ এবং দমকা হাওয়ার পরিস্থিতিও বজায় থাকবে। এরফলে রবিবার (৫ জুলাই) কলকাতায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ এবং ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে।

আর্থিক প্রতারণা-সহ একাধিক অভিযোগে ধৃত পানশালার মালিক

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: আর্থিক প্রতারণা, হুমকি-সহ একাধিক অভিযোগে ধৃত পানিহাটির প্রাক্তন বিধায়ক নির্মল ঘোষ ঘনিষ্ঠ পানশালার মালিক সুশান্ত সরকার। অভিযোগের ভিত্তিতে শুক্রবার রাতে খড়দা থানার পুলিশ পানিহাটির সুকচর এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করেছে। জানা গিয়েছে, পানশালার মালিক সুশান্ত সরকারের গাড়ির চালক ডিয়ার লটারির প্রথম পুরস্কার পেয়েছিলেন। সুশান্ত সরকার সেটা জানতে পেরে তাঁর গাড়ির চালককে প্রাক্তন বিধায়ক নির্মল ঘোষের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলেন ধৃত পানশালার মালিক।

অভিযোগ, প্রাক্তন বিধায়ক এবং তাঁর পুত্রের উপস্থিতিতে ওই ব্যক্তির কাছ থেকে বলপূর্বক প্রাইজ হওয়া সেই লটারির টিকিট ছিনিয়ে নিয়েছিলেন পানশালার মালিক। পরবর্তীতে ওই ব্যক্তি তাঁর মালিকের বিরুদ্ধে খড়দা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে পুলিশ পানশালার মালিক সুশান্ত সরকারকে গ্রেপ্তার করেছে।

নির্বাচনের সময় অপসারিত দুই ওসিকে থানায় নিয়োগে ক্ষুব্ধ পুলিশের একাংশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটের সময় তৃণমূলের হয়ে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগে অপসারিত দুই ওসিকে ফের কলকাতার দু'টি গুরুত্বপূর্ণ থানার ওসি হিসাবে নিয়োগ কলকাতার পুলিশ কমিশনার (সিপি) অজয় নন্দার। আর সিপির এমন সিদ্ধান্তে ব্যাপক ক্ষোভ তৈরি হয়েছে মূলত ২০০৪, ২০০৮ ব্যাচের কলকাতা পুলিশের অফিসার মহলে। ক্ষুব্ধ অফিসারদের অভিযোগ, পক্ষপাতিত্বের অভিযোগে নির্বাচন কমিশনের হাতে অপসারিত দুই ওসির একজন জমি দখলের মামলায় ইডির হাতে ধৃত শান্তনু সিনহা বিশ্বাসের ঘনিষ্ঠ। অপরজন বেহালার 'কুখ্যাত' প্রোমোটার জয় কামদারের ঘনিষ্ঠ। অভিযোগ, এঁর ঘনিষ্ঠতা কাজে লাগিয়ে তৃণমূল আমলে একজন বেহালা, বেলেঘাটা, আমহার্স্ট স্ট্রিট থানায় ওসি হিসাবে কাজ করেছেন। অন্যজন টালা, বেনিয়াপুকুর, গার্ডেনরিচ, নিউ আলিপুর, ফুলবাগানের মতো একাধিক থানায় কাজ করেছেন। একইসঙ্গে ক্ষুব্ধ অফিসারদের পক্ষ থেকে প্রশ্ন তোলা হয়েছে, তৃণমূল আমলে যাঁরা ওয়েলফেয়ারের নেতা শান্তনু সিনহা বিশ্বাস ও তাঁর ঘনিষ্ঠদের পক্ষপাতিত্বের শিকার হয়েছেন, তাঁদের এখন কেন ওসি হতে দেওয়া হচ্ছে না সিপি? নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের একটি সূত্র জানাচ্ছে, সুনামের সঙ্গে সারাজীবন থানায় কাজ করার পরও ১৯৯৬, ২০০০ ব্যাচের বেশ কয়েকজন অফিসারকে কোনো এক রহস্যজনক কারণে একবারও থানার ওসি করা হয়নি। অথচ, এই 'অপসারিত'রা এক-একজন পাঁচ-ছ'টি করে থানার ওসি হচ্ছেন। আর এখানেই বৈষম্যের অভিযোগ উঠেছে বাহিনীতে। ক্ষুব্ধ অফিসারদের ঘনিষ্ঠ মহলে বলছেন, মুখ্যমন্ত্রী পুলিশের কাজের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা দিয়েছেন। যার অপব্যবহার হচ্ছে কলকাতা পুলিশে। অতীতে কলকাতা পুলিশে স্বল্পকাল অফিসের অভিজ্ঞতা রয়েছে বর্তমান সিপি অজয় নন্দার। ফলে তিনি অফিসারদের তেমন চেনেন না।

তৃণমূল ভবনের তালা খুলল বাড়ির মালিকপক্ষ, দুই শিবিরের টানাপোড়েন আরও প্রকাশ্যে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতার মেট্রোপলিটন এলাকায় তৃণমূল ভবনকে ঘিরে দলের অন্দরের বিরোধ আরও প্রকাশ্যে এল। শুক্রবার সন্ধ্যায় ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূলের বিধায়করা যে তালা লাগিয়ে দিয়েছিলেন, শনিবার সকালে তা খুলে দেন বাড়ির মালিকপক্ষের প্রতিনিধিরা। এরপর ভবনের ভিতরে প্রবেশ করেন তাঁরা। সূত্রের খবর, ঋতব্রত শিবিরের কাছ থেকে চাবি নিয়ে তালা খোলা হয়। ভবনের তৃতীয় ও চতুর্থ তলায় সংস্কারের প্রয়োজন জানিয়ে মালিকপক্ষ প্রয়োজনীয় নথি দেখিয়ে ভিতরে প্রবেশ করেন।

এদিন ঋতব্রত শিবিরের বিধায়ক আখরুজ্জামান বলেন, বাড়ির মালিকদের সঙ্গে দলের যে চুক্তি হয়েছিল, তাতে দলের পক্ষ থেকে সই করেছিলেন ফিরহাদ হাকিম। তিনি আমাদের সঙ্গেই রয়েছেন। তাই এই বিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হওয়া উচিত। তিনি আরও বলেন, আমরা মালিকপক্ষের সঙ্গে নতুন করে কথা বলেছি। তিনতলা ও চারতলায় তালা লাগানো ছিল। তা খুলে দেওয়ার অনুরোধ করেছি। ওই তলাগুলিতে আমাদের দলের সদস্যরা কাজ করবেন। এদিকে সকাল থেকেই ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, ফিরহাদ হাকিম, সন্দীপন সাহা, আখরুজ্জামান ও জাভেদ খান-সহ একাধিক নেতা ওই কার্যালয়ে বৈঠক করেন। বৈঠক শেষে তাঁরা অফিসে তালা লাগিয়ে চলে যান। পরে সেখানে পৌঁছে কালীঘাটপন্থী শিবিরের নেতা কুণাল ঘোষ অভিযোগ করেন, দলীয় কার্যালয় দখলের চেষ্টা হয়েছে। তাঁর দাবি, এই ঘটনার পিছনে রাজ্য সরকার ও পুলিশেরও মদত রয়েছে।

অপরদিকে, কার্যালয়ের বাইরে ঝোলানো নতুন প্ল্যাকার্ডেও দুই শিবিরের অবস্থান স্পষ্ট হয়েছে। শিবিরের টাঙানো প্ল্যাকার্ডে দলীয় চেয়ারপার্সন হিসেবে অরূপ রায়ের নাম রয়েছে, তবে কোনও ছবি ব্যবহার করা হয়নি। অন্যদিকে, কালীঘাটপন্থী শিবিরের প্ল্যাকার্ডে রয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি। যদিও ভবনের ভিতরে থাকা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবিগুলিতে কোনও পরিবর্তন করা হয়নি। ঋতব্রত শিবিরের দাবি, তাঁরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দলের পরামর্শদাতা হিসেবেই দেখতে চান।

একদিন
আমার শহর

কলকাতা, ৫ জুলাই ২০২৬, ২১ আষাঢ় ১৪৩৩, রবিবার

শনিবার কলকাতা পুলিশের দুর্গা বাহিনীর উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হল। এদিন উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পল, মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়াল। নারী নিরাপত্তা, সুরক্ষা ও দ্রুত সহায়তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় বলে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করলেন পুরমন্ত্রী।

১৪ বছর পরও মেলেনি বিচার, মুখ্যমন্ত্রীর জনতার দরবারে বরুণ বিশ্বাসের পরিবার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার গাইঘাটা ব্লকের অন্তর্গত সুটিয়া অঞ্চলের অন্তর্গত পাঁচপোতার বাসিন্দা শিক্ষক বরুণ বিশ্বাস হত্যাকাণ্ডের ১৪ বছর পরও বিচার না মেলায় নতুন করে তদন্তের দাবিতে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর দ্বারস্থ হলেন তাঁর পরিবারের সদস্যরা। শনিবার সল্টলেকে বিজেপির রাজ্য দপ্তরে অনুষ্ঠিত 'জনতার দরবার'-এ উপস্থিত হয়ে বরুণ বিশ্বাসের দাদা অসিত বিশ্বাস এবং দিদি প্রমিলা রায় বিশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তাঁদের দীর্ঘদিনের অভিযোগ তুলে ধরেন।

পরিবারের দাবি, মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের বক্তব্য মনোযোগ দিয়ে শোনেন এবং ঘটনাটি নতুন করে খ তিয়ে দেখতে একটি বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গঠনের আশ্বাস দেন। অসিত বিশ্বাস বলেন, মুখ্যমন্ত্রী আমাদের সব কথা শুনেছেন। তিনি নতুন করে সিট গঠন করে তদন্তের আশ্বাস দিয়েছেন। এতদিন পর অন্তত একটা আশা দেখতে পাচ্ছি।

২০১২ সালের ৫ জুলাই গোবরডাঙা স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় দুষ্কৃতীদের গুলিতে নিহত হন সমাজবিরোধীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার শিক্ষক বরুণ বিশ্বাস। পরিবারের অভিযোগ, ঘটনার তদন্ত হলেও প্রকৃত অপরাধীদের অনেকেই এখ নও আইনের আওতার বাইরে রয়ে গিয়েছে। তাঁদের দাবি, মামলায় ৯ জন গ্রেপ্তার হলেও মূল ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

অসিত বিশ্বাসের অভিযোগ, গত ১৪ বছরে ভবানী ভবন থেকে শুরু করে মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর, সব জায়গায় গিয়েছি। কিন্তু বিচার পাইনি। উল্টে বারবার হুমকি, ভয় দেখানো এবং নানা ধরনের চাপের মুখে পড়তে হয়েছে। তিনি আরও দাবি করেন, আমাদের আইনজীবীকেও এমনভাবে চাপে রাখা হয়েছিল যে তিনি ঠিকমতো মামলাটি লড়তে পারেননি।

ভাইয়ের মৃত্যুর স্মৃতি তুলে ধরে আবেগপ্রবণ হয়ে অসিত বিশ্বাস বলেন, শেষ মুহূর্তে আমার ভাই এক গ্লাস জল চেয়েছিল। সেই জলটুকুও তাকে দেওয়া হয়নি। ঘটনাটি অত্যন্ত নির্মম ছিল। পরিবারের অভিযোগ, বরুণ বিশ্বাস খুনের ঘটনায় তৎকালীন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের নাম উঠে এসেছিল। তাঁদের দাবি, তাঁর নেতৃত্বেই ১০০ থেকে ১৫০ জনের একটি দল হামলা চালিয়ে বরুণ বিশ্বাসকে খুন করে। যদিও ঘটনায় ৯ জন গ্রেপ্তার হয়েছিল, পরিবারের অভিযোগ, প্রকৃত দোষীদের অনেকেই আইনের আওতার বাইরে থেকে গিয়েছে। তাই এতদিনের তদন্তকে তাঁরা 'প্রহসন' বলেই মনে করেন। বরুণ বিশ্বাস হত্যাকাণ্ডে গ্রেপ্তার হওয়া অভিযুক্তদের মধ্যে একজনের জেল হেপাজতেই মৃত্যু হয়েছে। বাকিরা বর্তমানে জামিনে মুক্ত। দীর্ঘদিন ধরে মামলাটি আদালতে বিচারাধীন।

বরুণ বিশ্বাসের মৃত্যুর বার্ষিকীর আগের দিন মুখ্যমন্ত্রীর জনতার দরবারে পরিবারের এই আবেদনকে ঘিরে নতুন করে আলোচনার সৃষ্টি হয়েছে। পরিবারের আশা, নতুন তদন্ত হলে ঘটনার প্রকৃত সত্য সামনে আসবে এবং দোষীরা আইনের মুখোমুখি হবে।

আদালতের দ্বারস্থ হতে চলেছেন তৃণমূল ভবনের মালিক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এবার আদালতের দ্বারস্থ হতে চলেছেন তৃণমূল ভবনের মালিক মন্টু সাহা ওরফে মনোতোষ সাহা। দুই তৃণমূলের মধ্যে টানাটানির জেরে নিজের সম্পত্তি হারাতে পারেন এমনটা আশঙ্কা প্রকাশ করে মন্টু সাহার এমনই পদক্ষেপ বলে জানা গেছে। সূত্রে এও জানা গেছে, শুক্রবার সকাল থেকে তৃণমূল ভবনের অধিকার নিয়ে টানাপোড়েনের পর রাতে প্রগতি ময়দান থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন মন্টু সাহার ছেলে অমিত সাহা।

সূত্রে এও খবর, এই বাড়ি নেওয়ার সময় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ছেড়ে দেওয়ার কথা ছিল চুক্তিতে। কালীঘাটপন্থী তৃণমূল জুলাই মাসে মেট্রোপলিটনের বাড়ি খালি করে দেবে বলেছিল। তবে সেই চুক্তির বয়ান অনুযায়ী কাজ করছে না তৃণমূল। তাঁর অভিযোগ দুই তৃণমূলের বিরুদ্ধেই। এই ভবনের বাড়ি দেওয়ার সময় যে চুক্তি হয়েছিল, তাতে সই করেছিলেন তৎকালীন মেয়র তথা কলকাতা বন্দরের বিধায়ক ফিরহাদ হাকিম। এদিকে এবার ঋতব্রতপন্থী তৃণমূল নতুন করে মেট্রোপলিটনের পাশে ওই তৃণমূল ভবন দখল নেওয়ার চেষ্টা করছে। চুক্তি খেলাপি করা হচ্ছে তৃণমূলের তরফে এই মর্মে অভিযোগ দায়ের করে রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালের দ্বারস্থও হতে চলেছেন তাঁরা।

এদিকে বাইপাসের ধারে মেট্রোপলিটনে বিশাল বাড়ি। পেল্লায় গেট, পাঁচিল ঘেরা, কাচের জানালা দেওয়া সাজানো ফ্লোর। সম্পত্তির মূল্য যে অনেকটাই, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। এই বাড়িটিকে নিয়ে বিয়েবাড়ি ভাড়া দেওয়া বা অন্য কাজে ভাড়া দেওয়ার চিন্তা করে রেখে ছেন মন্টু সাহা। সেটা নতুন করে দখ ল এবং পুনর্দখলের রাজনীতি শুরু হওয়ায় চিন্তিত বাড়ির মালিক।

প্রসঙ্গত, শুক্রবার আচমকাই মেট্রোপলিটনে তৃণমূলের কার্যালয়ে পৌঁছে যান ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়রা। সঙ্গে ছিলেন ফিরহাদ হাকিম, জাভেদ খান। তাঁদের দাবি, তাঁরাই আসল তৃণমূল। তাই অফিসও তাঁদের। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবির পাশে চেয়ারম্যান হিসেবে অরূপ রায়ের ছবি দেওয়ার ব্যানারও লাগিয়ে দেওয়া হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে পৌঁছয় পুলিশ। সন্ধ্যা ৭টার পর ধীরে ধীরে ঋতব্রতপন্থীরা কার্যালয় ছাড়েন। গেটে তালা লাগিয়ে দিয়ে যান। ঠিক পাঁচ মিনিটের মধ্যে মেট্রোপলিটনে পৌঁছয় কালীঘাট তৃণমূল। তালা খুলে দখলমুক্ত করতে যান কুণাল ঘোষরা। পরে ঋতব্রতদের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেন কুণাল ঘোষরা।

শওকত মোল্লার বিরুদ্ধে এবার ধর্ষণের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: 'নটোরিয়াস ক্রিমিন্যাল' শওকত মোল্লা জেলে। এদিকে তাঁর জামিন খ ারিজ করেছে আদালত। তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা এক গুচ্ছ অভিযোগের মধ্যেও মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে ধর্ষণের অভিযোগও। কেবল একটা কেস নয়, শওকতের বিরুদ্ধে উঠেছে নারী নির্যাতনের একাধিক অভিযোগ। জীবনতলা-ক্যানিং এলাকায় ঠিক কীভাবে মহিলারা তাঁর লালসার শিকার হয়েছেন, সাংবাদিকদের সামনে সেই অভিযোগ সামনে আনলেন আইনজীবী। মুখ খুললেন দুই নির্যাতিতাও। এক নির্যাতিতার জানান, তাঁর সন্তানকে অপহরণ করে এক বছর ধরে আটকে রাখা হয়েছিল। আর সন্তানের টোপ দিয়েই এক বছর ধরে সেই নির্যাতিতাকে ধর্ষণ করেছেন শওকতরা। শওকতের সঙ্গে আরও অভিযুক্ত আরও বেশ কয়েকজন। এর পাশাপাশি নির্যাতিতা এও জানান, '২০১৯ সালের মার্চ মাসের ঘটনা। আমার ছেলেকে অপহরণ করেছিল শওকত মোল্লারা। তারপর আমাকে ধর্ষণ করে। এক বছর ধরে আটকে রাখা হয়েছিল আমার ছেলেকে। আর এক বছর ধরেই লাগাতর চলে আমার ওপর নির্যাতন। আমি কেবল আমার ছেলের জন্য যেতাম। যখন যার ইচ্ছা হত, গাড়ি পাঠিয়ে দিত। আমাকে যেতে হত।' সে সময়ে প্রশাসনেরও দ্বারস্থ হয়েছিলেন নির্যাতিতা। তবে লাগাতার তাঁকে ধর্ষণ করা হত। আর প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছিল, আপনাকে মেরে ফেলা হবে। আপনি চলে যান। থানায় গেলে ভিডিও কল করে আবার ওদেরকেই দেখিতে দিত। নির্যাতিতার অভিযোগ, তাঁর ওপর এখনও নজর রাখা হচ্ছে। শওকতের টিমের অনেকেই এখন বাইরে। তাঁরা এখনও লাগাতর তাঁকে প্রাণনাশের হুমকি দিচ্ছেন বলে অভিযোগ। নির্যাতিতা বলেন, এখনও আমাদের ওপর নজর রয়েছে। বাইরে বের হতে পারি না। এখনও শওকতের পরিবার থেকে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দিচ্ছে। এই প্রসঙ্গে নির্যাতিতা এই মহিলা বিজেপি কর্মী জানান, '৭ নভেম্বর ২০১৫ সাল। সেদিন দ্রৌপদীর মতো বস্ত্রহরণ আমারও হয়েছিল। আমার ওপর যেভাবে পাশবিক অত্যাচার চালিয়েছে, বলার মতো নয়। আমি সে সময়ে বিজেপির সেক্রেটারি ছিলাম। একটা ছোট স্কুল চালাতাম। বাচ্চা মেয়েগুলোর সম্ভ্রম রক্ষা করতাম। সেটাই ছিল আমার অপরাধ।' এই প্রসঙ্গে নির্যাতিতাদের আইনজীবী এও জানান, '২০১৯ সালের অভিযোগ আজকে কেন? কারণ ওই সময়ে শওকত মোল্লাদের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ জীবনতলা-ক্যানিং এলাকায় করা যেত না। অপকর্ম মেনে নিতে হত। ওরা লিস্ট করে রাখত. কোন দিনে কোন মহিলার প্রয়োজন আছে। নির্দিষ্ট দিনে সেখানে গাড়ি পাঠিয়ে দিত ওরা। তাঁদের যেতে হত। স্কুল শিক্ষিকারাও বাদ যেতেন না।'

রাজ্য বিজেপির সভাপতি হিসেবে এক বছর

কর্মীদের ধন্যবাদ জানিয়ে বার্তা শমীক ভট্টাচার্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্য বিজেপির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার এক বছর পূর্তি উপলক্ষে দলের কর্মী-সমর্থক এবং রাজ্যের মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। শনিবার নিজের সোশ্যাল মিডিয়ার পেজে এক বার্তায় তিনি বলেন, গত এক বছর ধরে সকলের সহযোগিতা ও বিশ্বাসই তাঁকে এগিয়ে চলার শক্তি জুগিয়েছে।

শমীক ভট্টাচার্য বলেন, রাজ্য বিজেপির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার এক বছর পূর্ণ হল। এই সময়ে দলের প্রতিটি কর্মী, সমর্থক, শুভানুধ্যায়ী এবং পশ্চিমবঙ্গের অসংখ্য মানুষের যে ভালোবাসা, আশীর্বাদ ও সহযোগিতা পেয়েছি, তার জন্য আমি সকলের কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। তিনি জানান, গত এক বছরে বাংলার স্বার্থ রক্ষা, গণতন্ত্রের পক্ষে লড়াই এবং মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষে কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন। আপনাদের আস্থা, ভালোবাসা ও বিশ্বাস প্রতিটি পদক্ষেপে আমাকে নতুন করে সাহস এবং অনুপ্রেরণা দিয়েছে, বলেন তিনি।

এদিন রাজ্যের ভবিষ্যৎ নিয়েও আশাবাদী শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর কথায়, আমি বিশ্বাস করি, পশ্চিমবঙ্গে উন্নয়ন, সুশাসন এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য আমরা অবশ্যই সফলভাবে পূরণ করতে পারব। মানুষের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করার এই লড়াইয়ে আপনাদের সমর্থনই আমাদের সবচেয়ে বড় শক্তি।

তিনি আরও বলেন, আমাদের লক্ষ্য এমন একটি পশ্চিমবঙ্গ গড়ে তোলা, যেখানে শান্তি, নিরাপত্তা ও উন্নয়নের পরিবেশ থাকবে এবং প্রত্যেক মানুষ নিজের স্বপ্ন ও সম্ভাবনাকে মর্যাদার সঙ্গে বাস্তবায়িত করার সুযোগ পাবেন। পোস্টের শেষে শমীক ভট্টাচার্য লেখেন, আপনাদের ভালোবাসা ও আশীর্বাদই আমার পথচলার প্রেরণা। আগামী দিনেও আপনাদের পাশে থেকে মানুষের সেবা এবং পশ্চিমবঙ্গ ও দেশের কল্যাণে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে যাব। সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ। জয় হিন্দ। বন্দে মাতরম।

৬ জুলাই কলকাতায় অমিত শাহ, শ্যামাপ্রসাদের ১২৫তম জন্মবার্ষিকীতে একাধিক কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আগামী সোমবার (৬ জুলাই) একদিনের সফরে কলকাতায় আসছেন। জনসংঘের প্রতিষ্ঠাতা ড.শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত একাধিক সরকারি ও সাংগঠনিক কর্মসূচিতে যোগ দেবেন তিনি। দলীয় সূত্রের খবর, সফরের অন্যতম আকর্ষণ হবে নিউটাউনের ইকো পার্কে ড.শ্যামাপ্রসাদ মুখে াপাধ্যায়ের ১২৫ ফুট উচ্চতার প্রস্তাবিত মূর্তির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন। পরে নিউটাউনের কনভেনশন সেন্টারে আয়োজিত মূল স্মরণসভায় অংশ নিয়ে বক্তব্য রাখারও কথা রয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর।

ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই একাধিক পদক্ষেপের ঘোষণা করেছে। বাজেটে জানানো হয়েছে, হুগলির বলাগড়ের জিরাটে তাঁর পৈতৃক ভিটের উন্নয়ন, পুরনো বাড়ির সংস্কার, স্মারক ও গ্রন্থাগার নির্মাণ-সহ আশপাশের এলাকার পরিকাঠামো উন্নয়নে ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হবে। একইসঙ্গে ৬ জুলাই রাজ্যে সরকারি ছুটিও ঘোষণা করা হয়েছে। যদিও ছুটির দিন বলে নয়, ওই দিন পালন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে রাজ্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সফরকে সামনে রেখে সম্প্রতি সল্টলেকে বিজেপির রাজ্য দপ্তরে প্রস্তুতি বৈঠক হয়েছে। সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য, কেন্দ্রীয় নেতা সুনীল বনশল, মঙ্গল পাণ্ডে এবং অমিত মালব্য-সহ দলের শীর্ষ নেতৃত্ব।

কালীঘাট মন্দিরে পুজো দিলেন লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা। মা কালীর কাছে দেশবাসীর সুখ ও সমৃদ্ধি চেয়ে প্রার্থনা করেন তিনি। চিরাচরিত ধর্মীয় মর্যাদায় মা কালীর পুজো দেন তিনি। আরতিও করেন লোকসভার অধ্যক্ষ।

তদন্তকারীদের তলব 'দেব অনুগামী' একাধিক প্রাক্তন কাউন্সিলরকে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: তৃণমূল দলের অন্দরে সমান্তরাল ক্ষমতার কেন্দ্র গড়ে তুলেছিলেন দেবরাজ এবং তার সঙ্গীরা। তাঁরা পরিচিত ছিলেন 'দেব-অনুগামী' হিসাবেই। এই তালিকায় ছিলেন বিধাননগর পুর নিগমের অন্তত এক ডজন কাউন্সিলর, পার্শ্ববর্তী দক্ষিণ দমদম পুরসভার বেশ কয়েকজন কাউন্সিলর, নিউটাউন লাগোয়া তিনটি পঞ্চায়েতের অধিকাংশ সদস্য এবং এক বিধায়কও ছিলেন। দেবরাজের কাছে কার্যত 'আত্মসমর্পণ' করে নিজের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ বাঁচিয়েছিলেন ওই প্রাক্তন বিধায়ক, এমনটাই তৃণমূলের অন্দরে গুঞ্জন। আর এই অনুগামীদের নিয়ে তৈরি হয়েছিল দেবরাজের তোলাবাজ সিন্ডিকেট, এমনটাই দাবি প্রাক্তন তৃণমূল কর্মী বিশ্বজিৎ বিশ্বাসের। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয় এই তৃণমূল কর্মী এখন নাম লিখিয়েছেন বিজেপি শিবিরে।

নির্বাচনের ফলপ্রকাশের পর গ্রেপ্তার হন বিধাননগর পুরনিগমের কাউন্সিলর সুশোভন মণ্ডল ওরফে মাইকেল। যিনি 'দেব-অনুগামী' তালিকায় প্রথম সারির। ঠিক সেরকমই দেবরাজের দুর্নীতির শিকড় খুঁজতে গিয়ে উঠে এসেছে বিধাননগর পুরনিগমের ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলর মণীশ মুখোপাধ্যায়ের নাম।

বিভিন্ন ওয়ার্ডে অনুগামী কাউন্সিলরদের দিয়ে প্রোমোটারদের কাজ আটকে হুমকি দিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা দাবি করত এই সিন্ডিকেট। টাকা দিয়েও রেহাই মিলত না। রাজারহাট বাগুইআটি এলাকায় একাধিক বড় আবাসন তৈরির সঙ্গে যুক্ত এক নির্মাণ ব্যবসায়ী বলেন, 'আগেও সিন্ডিকেট ছিল। কিন্তু দেবরাজের মতো ভয়ঙ্কর ছিল না। দেবরাজ সিন্ডিকেটকে এককালীন টাকাও দিতে হত। পাশাপাশি, সমস্ত মালপত্রের বরাত দিতে হত দেবরাজের ঠিক করা সংস্থাকে। দেড়গুণ বেশি দামে কিনতে হত মালমশলা।' অন্যদিকে বাগুইআটি অর্জুনপুরের এক পুরনো প্রোমোটার জানান, 'তোলাবাজি শুরু হয়ে যেত জমি হস্তান্তর থেকে। যে কিনছে এবং যে বিক্রি করছে, দু'পক্ষের কাছ থেকেই তোলা নিত সিন্ডিকেট। বিক্রয়যোগ্য জমির খবর পেলে দেবরাজের সিন্ডিকেটই কম পয়সায় মালিকের কাছ থেকে জমি দখল করে নিত। অভিযোগ, গায়ের জোরে ঠিক করত জমির দাম। দেবরাজের বিরুদ্ধে বেআইনিভাবে জমি দখল করার সংগঠিত সিন্ডিকেট চালানোর অভিযোগও দায়ের হয়েছে। দেবরাজের এই তোলা সিন্ডিকেটের গোড়ায় পৌঁছোতে

তদন্তকারীরা তাই জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য তলব করেছেন সেই 'দেব অনুগামী' একাধিক প্রাক্তন কাউন্সিলরকে। তার মধ্যে রয়েছেন, মণীশ মুখোপাধ্যায়, গোপাল বাগুই, মাইকেল, বিনু মণ্ডল। তালিকায় রয়েছেন রতন মৃধার মতো দেবরাজের ঘনিষ্ঠও, যিনি দেবরাজের অজ্ঞাতবাসের সময় সঙ্গী ছিলেন বলে পুলিশের সন্দেহ।

এর পাশাপাশি দেবরাজের দুর্নীতির তদন্তে নেমে বার বার উঠে আসছে ডিসি গ্লোবাল নামে একটি সংস্থার নাম। খাতায়কলমে সাদা এবং বিদেশি মার্বেলের সাপ্লায়ার। জিএসটি খাতা ছাড়া যে সংস্থার অস্তিত্ব একমাত্র মেলে দেবরাজের একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে। একটি বেসরকারি ব্যাংকের বাগুইআটি শাখায় রয়েছে ডিসি গ্লোবালের অ্যাকাউন্ট। টাকা রয়েছে আড়াই লাখেরও কম। কোম্পানির ঠিকানা হিসাবে উল্লেখ দেবরাজের তেঘড়িয়ার বাড়ির। আর বাগুইআটি থেকে এয়ারপোর্ট বা দক্ষিণ দমদমের অনেক ব্যবসায়ীর সঙ্গে কথা বলে পুলিশ জানতে পেরেছে, ডিসি গ্লোবালের মাধ্যমে লেনদেন হয়েছে কোটি কোটি টাকা। ফলে তদন্তকারীদের ধারণা, ডিসি গ্লোবালের আড়ালেই টাকা পাচার হয়েছে। আর এই সংস্থার কোনও ব্যবসার অস্তিত্ব না থাকলেও, সংস্থার নামে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় এবং ভিন্ রাজ্যেও সম্পত্তি কেনা হয়েছে।

এখানেই শেষ নয়, দেবরাজের তোলা সিন্ডিকেটের বিপুল অর্থের হদিশ পেতে গোয়েন্দাদের নজরে কেষ্টপুর শুলংগুড়ির ঠিকানায় নথিভুক্ত একটি অর্থলগ্নি সংস্থা। একইসঙ্গে নজর দেওয়া হচ্ছে ছত্তিসগঢ়ের একটি সংস্থার ওপরেও। যারা দেশের বিভিন্ন জায়গায় মাইনিং থেকে শুরু করে, রাস্তা, বা পরিকাঠামো উন্নয়নের বিভিন্ন কাজ করে থাকে। জলজীবন মিশনের কাজের সঙ্গেও যুক্ত এই সংস্থা। কারণ, এই দুই সংস্থার সঙ্গেই দেবরাজের আর্থিক লেনদেনের হদিশ মিলেছে। বিপুল অঙ্কের এই লেনদেনের নেপথ্যে রয়েছে কী রহস্য, জানতে চান গোয়েন্দারা। তদন্তকারীরা ইতিমধ্যেই তল্লাশি চালিয়ে দেবরাজের একাধিক ব্যাংক অ্যাকাউন্টের হদিশ পেয়েছেন। এপ্রিল-মে মাসে বিপুল টাকা তোলা হয়েছে বলেও জানতে পেরেছেন গোয়েন্দারা।

এর পাশাপাশি দেবরাজের স্ত্রী, প্রাক্তন বিধায়ক অদিতি মুন্সি ২০২২ সালে একটি সংস্থা খোলেন। রেজিস্টার অফ কোম্পানির দেওয়া তথ্য অনুসারে, সংস্থার মূল ব্যবসা মেলা, খেলা থেকে শুরু করে বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা। এই সংস্থার সঙ্গে লটারি ব্যবসার সঙ্গেও যুক্ত। অদিতির শ্যামনগর উদ্বাস্তু কলোনির ঠিকানায় নথিভুক্ত এই সংস্থার আসল ব্যবসা কী, তা স্পষ্ট নয়। ওই সংস্থার আড়লেও সিন্ডিকেটের টাকা লগ্নি বা পাচার হয়ে থাকতে পারে বলে সন্দেহ গোয়েন্দাদের।

'তৃণমূল কোনও রাজনৈতিক দল নয়, লুঠেরাদের জোট', কড়া আক্রমণে শমীক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যে সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব নেওয়ার এক বছর পূর্ণ হওয়ার দিনে নিজের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করে বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য শনিবার বলেন, পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির সরকার গঠন দলের দীর্ঘদিনের সংগ্রামের ফল। তাঁর দাবি, এই সাফল্যের পিছনে বহু প্রবীণ নেতা-কর্মীর পরিশ্রম রয়েছে। তিনি বলেন, আমার আগে অনেক অভিজ্ঞ সাংসদ, নেতা এবং সংগঠক এই দলকে শক্তিশালী করার জন্য কাজ করেছেন। তাঁদের অবদান ছাড়া আজকের এই সাফল্য সম্ভব হত না।

ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আদর্শের কথা তুলে ধরে শমীক বলেন, যে বাংলার মাটিতে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম, সেই রাজ্যে বিজেপির সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়া আমাদের কাছে ঐতিহাসিক ঘটনা। ৬ জুলাই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সফরও সেই কারণেই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

তৃণমূলের অন্দরের বর্তমান দ্বন্দ্ব নিয়ে প্রশ্ন করা হলে বিজেপি রাজ্য সভাপতি স্পষ্ট জানান, এতে সাধারণ মানুষের কোনও আগ্রহ নেই। তাঁর কথায়, কে তৃণমূলে থাকলেন, কে অন্য শিবিরে গেলেন, তা নিয়ে মানুষের কোনও উৎসাহ নেই। কারণ মানুষ জানে, তৃণমূল মানেই তৃণমূল।

তৃণমূলকে তীব্র আক্রমণ করে তিনি বলেন, এটি কোনও রাজনৈতিক দল নয়, লুঠেরাদের একটি গোষ্ঠী। তারা যে শিবিরেই যাক, তাদের চরিত্র বদলাবে না। দুর্নীতি আর তৃণমূলকে আলাদা করে দেখা যায় না। এখন তাদের নিজেদের মধ্যেই সম্পদের ভাগাভাগি নিয়ে লড়াই চলছে।

রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা ও দুর্নীতির প্রসঙ্গ টেনে শমীকের অভিযোগ, সরকারি জমি, দেবোত্তর সম্পত্তি, ব্যবসায়ীদের জায়গা, সাধারণ মানুষের বাড়ি, সব ক্ষেত্রেই দখলদারি এবং দুর্নীতির সংস্কৃতি চালু হয়েছিল। গত ১৫ বছরে বাংলার মানুষ তারই শিকার হয়েছেন। শিল্পায়ন নিয়েও রাজ্য সরকারের অবস্থান স্পষ্ট করেন তিনি। শমীক বলেন, শুধু শিল্পের কথা বললেই হবে না, তার জন্য সুস্পষ্ট শিল্পনীতি প্রয়োজন। আমাদের সরকার সেই লক্ষ্যেই কাজ করছে। দীর্ঘদিন ধরে বাংলার বাইরে কাজ করা শিল্পপতি ও বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে। নতুন করে বাংলায় বিনিয়োগ আনার চেষ্টা চলছে। শেষে তিনি মাহেশতলা-সহ কয়েকটি এলাকায় রাস্তা অবরোধের প্রসঙ্গ তুলে বলেন, প্রশাসন প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া শুরু করেছে। জনজীবন স্বাভাবিক রাখতে যা করার, সরকার তা করবে।

সম্পাদকীয়

হাইওয়েতে দুর্ঘটনা কমাতে বারাসত-মধ্যমগ্রাম পথ দেখাচ্ছে, বাকিরা কবে হাঁটবে সেই পথে?

রাজ্য ও জাতীয় সড়কে ব্যস্ত রাস্তায় টোটোর দৌরাত্ম্যে বিরক্ত আমজনতা। সেই কথা মাথায় রেখেই এবার বারাসত ও মধ্যমগ্রাম পুলিশের তরফে বড় পদক্ষেপ। টোটো চলাচল পুরোপুরি ভাবে বন্ধ হতে চলেছে বারাসত ও মধ্যমগ্রামের রাজ্য ও জাতীয় সড়কে। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যেই রাজ্যের এই দুই জেলা শহরের ব্যস্ত জাতীয় ও রাজ্য হাইওয়েতে আর দেখা যাবে না টোটো। বারাসত পুলিশ জেলা কর্তৃপক্ষ ও ট্রাফিকের কর্মকর্তারা বৈঠক করে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই নির্দেশ টোটো চালকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য ট্রাফিক পুলিশের তরফে আগামী কয়েকদিন প্রচার চালানো হবে। পূর্বতন সরকারের আমলে জাতীয় রাজ্য সড়কে টোটো চলাচল বন্ধ করার জন্য একাধিক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। হাইকোর্টও নির্দেশ দিয়েছিল জাতীয় ও রাজ্য সড়কে টোটো চলাচল বন্ধ করতে হবে। তবে অভিযোগ, এতদিন তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের হস্তক্ষেপে ব্যবস্থা নিতে পারেনি পুলিশ। রাজ্যে নতুন সরকার গঠন হতেই রাজ্য ও জাতীয় সড়কে টোটো সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করতে উদ্যোগী হল বারাসত ট্রাফিক পুলিশ। বারাসতের ওপর দিয়েই ১১২ নং জাতীয় সড়ক চলে গিয়েছে। এছাড়াও যশোহর ও টাকি রোড যথেষ্ট ব্যস্ত রাস্তা। কিন্তু এই রাস্তাগুলিতে টোটোর দাপটে নাজেহাল আম জনতা। মধ্যমগ্রামের যশোহর রোডেও একই অবস্থা। তথ্য বলছে, প্রায় ১০ হাজারের মতো টোটো চলে গোটা বারাসত জুড়ে। কিন্তু এর মধ্যে মাত্র সাড়ে তিন হাজার টোটোর লাইসেন্স রয়েছে, বাকি সব বেআইনি। এভাবেই চলছে।এই সমস্যা সমাধানে জেলাশাসকের দপ্তরে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে এসডিও, অতিরিক্ত জেলাশাসক, এসপি ও ডিএসপি, সহ ট্রাফিকের কর্তারা বসে এই সিদ্ধান্ত নেন। ফলে আগামী সপ্তাহ থেকে বারাসত ও মধ্যমগ্রাম শহরের কোনও জাতীয় ও রাজ্য সড়কে টোটো চলাচল করবে না। প্রশাসনের এই সিদ্ধান্তে খুশি সাধারণ মানুষ। এখন দেখার বাকি জেলা শহরগুলি এই পথে কবে হাঁটে?

শব্দছক ২০৯

রবি দাস

১	২		৩	■	৪		৫
৬		■	৭	৮		■	
	■	৯				১০	
১১	১২		■		■		■
■		■	১৩	■	১৪		১৫
১৬		১৭		১৮		■	
	■	১৯			■	২০	
২১			■	২২			

পাশাপাশি: ১. পণ্ডিত ৪. ভালোবাসার পুরুষজন ৬. পদ্মের ডাঁটি ৭. জিহ্বা ৯. রামায়ণের ওপর রচিত পালা ১১. কণা-র কাব্যরূপ ১৪. মুখমণ্ডল ১৬. নয়নকে মুগ্ধ করে যা ১৯. ক্রিকেট খেলার এক ট্রফি ২০. বহনকারী ২১. বৈষম্য ২১. তরোয়াল

ওপর-নিচ: ১. দেবতা গণেশ ২. শীতের নক্সা করা চাদর ৩. বাঁশের চৈচারি দিয়ে তৈরি গৃহাচ্ছদন ৪. বিভিন্ন ৫. দাঁত ৮. শোওয়া ৯. প্রতিপদযুক্ত পূর্ণিমা তিথি ১০. শিবস্তুতির গান ১২. দয়াহীন ১৩. স্ত্রী-বাছুর ১৪. গ্রীষ্মের সুমিষ্ট ফল ১৫. বিষ্ণুর এক অবতার ১৬. নবাবসুলভ ১৭. ঝগড়া বাধানোর দেবতা ১৮. শোভিত ২০. পিতা

সমাধান ২০৮ — পাশাপাশি: ১. অধম ৩. আপামর ৫. ললনা ৬. জমা ৭. জনগণ ৯. রাসভ ১০. প্রতাপ ১২. অন্ধকার ১৪. পতি ১৫. বিরহ ১৭. লবেজান ১৮. রাঘব

ওপর-নিচ: ১. অরি ২. মলমাস ৩. আনাজ ৪. রজন ৬. জরাসন্ধ ৮. গণপতি ১১. তাপহরা ১২. সকাল ১৩. রবিন ১৬. স্তব

আজকের দিন

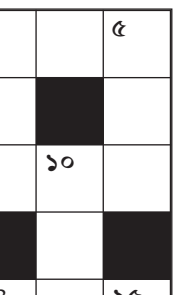

■ **১৮১১** — দক্ষিণ আমেরিকায় স্পেনের প্রথম উপনিবেশ ভেনেজুয়েলা স্বাধীনতা ঘোষণা করে।

■ **১৯৪৬** — লুই রেয়ার্ড প্যারিসের একটি ফ্যাশন শোতে খোলামেলা দুই-টুকরো সাঁতারের পোশাক বিকিনির উন্মোচন করেন।

■ **১৯৯৬** — স্কটল্যান্ডের রসলিন ইনস্টিটিউটে প্রথম সফলভাবে ক্লোন করা স্তন্যপায়ী প্রাণী, ডলি নামের ভেড়াটির জন্ম হয়।

জন্মদিন

১৯৪৬ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ রামবিলাস পাসোয়ানের জন্মদিন।*

১৯৬০ *বিশিষ্ট বিনিয়োগকারী রাকেশ ঝুনঝুনওয়ালার জন্মদিন।*

১৯৯০ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা সূরজ পাঞ্চোলির জন্মদিন।*

রামবিলাস পাসোয়ান

যদি আমাদের জীবনও ‘ট্রুম্যান শো’ হয়!

পর্দার ওপারের অদৃশ্য দর্শক, ভার্চুয়াল অস্তিত্ব এবং বাস্তবতার অন্তিম প্রশ্ন

শতাব্দী মালিতা

মানুষ বহু শতাব্দী ধরে একটি প্রশ্নের উত্তর খুঁজে চলেছে;আমি যা দেখছি, তা কি সত্যিই বাস্তব? নাকি এই দৃশ্যপটের অন্তরালে লুকিয়ে আছে অন্য কোনো নির্মাতা, অন্য কোনো দর্শক, অন্য কোনো অদৃশ্য মঞ্চ? এই প্রশ্ন একদিন দর্শনের অলিন্দে উচ্চারিত হয়েছিল, পরে সাহিত্য তাকে আশ্রয় দিয়েছে, আর আধুনিক কালে সিনেমা তাকে দৃশ্যমান করেছে। ১৯৯৮ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত হলিউড চলচ্চিত্র ‘দ্য ট্রুম্যান শো’ সেই প্রশ্নকেই নতুন ভাষায় উচ্চারণ করেছিল। আজ, প্রায় তিন দশক পরে দাঁড়িয়ে বিস্ময় জাগে;চলচ্চিত্রটি কি কেবল কল্পনা ছিল, নাকি আমাদের বর্তমান সভ্যতারই পূর্বাভাস?

আজকের পৃথিবীতে আমরা প্রত্যেকে যেন অদৃশ্য কোনো মঞ্চের চরিত্র। পার্থক্য শুধু এই যে, ট্রুম্যান জানতেন না তিনি অভিনয় করছেন; অথচ আমরা জানি, তবু অভিনয় থামাতে পারি না।

গ্রিক দার্শনিক ‘প্লেটো’ তাঁর বিখ্যাত গুহার উপমাদ-য় বলেছিলেন, মানুষ অনেক সময় ছায়াকেই বাস্তব বলে বিশ্বাস করে। গুহার দেয়ালে প্রতিফলিত ছায়াকে সত্য মনে করে সে জীবন কাটিয়ে দেয়, অথচ প্রকৃত আলো ও সত্য তার অজানাই থেকে যায়। আশ্চর্যের বিষয়, ডিজিটাল যুগে এসে এই উপমা যেন আরও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। এখন আমাদের গুহার নাম;মোবাইলের পর্দা। আমাদের ছায়ার নাম;সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের প্রোফাইল।

ফরাসি দার্শনিক তঁজ বোদ্রিয়ারদ তাঁর ‘সিম্যুলাক্রা অ্যান্ড সিম্যুলেশন’ গ্রন্থে লিখেছিলেন, এক সময় মানুষ এমন এক জগতে প্রবেশ করবে, যেখানে প্রতিরূপই বাস্তবকে গ্রাস করবে। সেখানে অনুকরণ এত নিখুঁত হবে যে মানুষ আর আসল ও নকলের পার্থক্য করতে পারবে না। আজ আমরা যে ভার্চুয়াল পরিচয় নির্মাণ করি;পরিমার্জিত ছবি, বাছাই করা মুহূর্ত, সাজানো হাসি, সম্পাদিত জীবন;তা কি ঠিক সেই সিম্যুলেশন নয়?

স্মার্টফোন আজ আর কেবল একটি যন্ত্র নয়; এটি মানুষের দ্বিতীয় চেতনা। ঘুম ভাঙার পর প্রথম স্পর্শটি অনেকের কাছে পরিবারের নয়, মোবাইলের। দিনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নোটিফিকেশন, রিল, ক্ষণস্থায়ী ভিডিও, অবিরাম স্ক্রল;সব মিলিয়ে আমাদের মনোযোগকে টুকরো টুকরো করে দিচ্ছে। মানুষ এখন সময় কাটায় না; বরং সময় তাকে ব্যবহার করে।

মনোবিজ্ঞানীরা দীর্ঘদিন ধরেই সতর্ক করছেন যে অতিরিক্ত পর্দানির্ভরতা মনোযোগের স্থায়িত্ব কমিয়ে দেয়, উদ্বেগ বাড়ায় এবং বাস্তব সামাজিক সম্পর্ককে দুর্বল করে। ডিজিটাল স্বীকৃতির ক্ষণিক আনন্দ ধীরে ধীরে মানুষের আত্মপরিচয়কে বাইরের প্রতিক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল করে তোলে। ফলে মানুষ নিজের চোখে নয়, অন্যের চোখে নিজেকে দেখতে শেখে।

‘দ্য ট্রুম্যান শো’-এর ট্রুম্যানের চারপাশের মানুষরা ছিল অভিনেতা। আজ আমাদের চারপাশের মানুষ বাস্তব হলেও, তাদের ডিজিটাল সংস্করণ অনেক সময় অভিনীত। কেউ দুঃখ লুকিয়ে হাসি প্রকাশ করে, কেউ সুখকে অতিরঞ্জিত করে, কেউ আবার জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে দর্শকের জন্য সাজিয়ে তোলে। বাস্তব জীবন ক্রমশ পরিণত হচ্ছে প্রদর্শনীতে।

এই প্রসঙ্গে ব্রিটিশ লেখক তর্জ অরওয়েলদ-এর তনাইনটিন এইটি-ফোরদ উপন্যাসের কথা মনে পড়ে। সেখানে সর্বক্ষণ নজরদারির ধারণা ছিল রাষ্ট্রকেন্দ্রিক। আজ সেই নজরদারি আরও সূক্ষ্ম। আমরা নিজেরাই স্বেচ্ছায় নিজেদের তথ্য, অবস্থান, ছবি, অভ্যাস এবং পছন্দ প্রতিনিয়ত প্রকাশ করছি। আমাদের ওপর নজর রাখার জন্য আজ আর কোনো সর্বশক্তিমান পর্দার প্রয়োজন নেই; আমরা নিজেরাই নিজেদের দৃশ্যমান করে তুলেছি।

হলিউড বহুবার এই বাস্তবতা ও সিম্যুলেশনের সীমারেখা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। ‘দ্য ম্যাট্রিক্স’ দেখিয়েছে এমন এক পৃথিবী, যেখানে মানুষ একটি কৃত্রিম বাস্তবতার মধ্যে বন্দি। ‘ইনসেপশন’ প্রশ্ন তুলেছে;স্বপ্ন ও বাস্তবের সীমা কোথায়? ‘এক্স মাকিনা’ মানুষ ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সম্পর্ককে নতুন আলোয় দেখিয়েছে। ‘হার’ দেখিয়েছে মানুষ কীভাবে প্রযুক্তির সঙ্গে আবেগগত সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে। ‘ব্ল্যাক মিরর’ ধারাবাহিকের প্রতিটি পর্ব যেন আমাদের প্রযুক্তিনির্ভর ভবিষ্যতের অস্বস্তিকর আয়না। ‘রেডি প্লেয়ার ওয়ান’ ভার্চুয়াল জগতের আকর্ষণকে যেমন তুলে ধরে, তেমনই বাস্তব থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার বিপদও দেখায়।

এই চলচ্চিত্রগুলির মধ্যে একটি মৌলিক সাদৃশ্য রয়েছে; সবকটিই মানুষকে একটি প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করায় আমরা প্রযুক্তিকে ব্যবহার করছি, নাকি প্রযুক্তিই আমাদের ব্যবহার করছে?

জার্মান দার্শনিক আর্টিন হাইডেগারদ প্রযুক্তিকে কেবল যন্ত্র হিসেবে দেখেননি; তিনি মনে করতেন প্রযুক্তি মানুষের বিশ্বকে দেখার পদ্ধতিকেই পরিবর্তন করে দেয়। আজ সেই কথার সত্যতা স্পষ্ট। আমরা প্রকৃতিকে চোখে দেখার আগেই ক্যামেরায় বন্দি করি। সূর্যাস্ত উপভোগ করার আগেই ছবি তুলি। খাবারের স্বাদ গ্রহণের আগে তার ছবি প্রকাশ করি। অভিজ্ঞতা যেন আর অভিজ্ঞতা নয়; তা হয়ে উঠেছে প্রদর্শনের উপকরণ।

অন্যদিকে ‘শেরি টার্কল’ তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন, প্রযুক্তি মানুষকে সংযুক্ত করলেও এক ধরনের নিঃসঙ্গতার জন্ম দেয়। হাজার মানুষের সঙ্গে অনলাইনে যুক্ত থেকেও ব্যক্তি গভীর একাকিত্বে ভোগে। কথোপকথনের জায়গা দখল করে নিচ্ছে বার্তা, উপস্থিতির জায়গা নিচ্ছে অনলাইন উপস্থিতি।

বর্তমান প্রজন্মের সবচেয়ে বড় সংকট সম্ভবত মনোযোগের সংকট। কয়েক সেকেন্ডের ভিডিও দেখার অভ্যাস দীর্ঘ লেখার প্রতি অনীহা সৃষ্টি করছে। দ্রুত উত্তেজনা মস্তিষ্ককে ধৈর্যহীন করে তুলছে। ফলত সাহিত্য, দর্শন, গভীর চিন্তা কিংবা দীর্ঘ আলোচনার প্রতি আকর্ষণ কমে যাচ্ছে। সভ্যতা যত তথ্যসমৃদ্ধ হচ্ছে, মনন তত খণ্ডিত হওয়ার আশঙ্কা বাড়ছে।

তবুও প্রযুক্তি শত্রু নয়। শত্রু হলো নিয়ন্ত্রণহীন ব্যবহার। আগুন যেমন রান্নাও করে, আবার দহনও ঘটায়; প্রযুক্তিও তেমনি সৃষ্টির এবং ধ্বংসের;উভয় সম্ভাবনা বহন করে। প্রশ্ন প্রযুক্তির নয়, প্রশ্ন ব্যবহারকারীর প্রজ্ঞার।

‘দ্য ট্রুম্যান শো’-এর শেষ দৃশ্যে ট্রুম্যান যখন কৃত্রিম আকাশের দরজায় হাত রাখেন, তখন তিনি কেবল একটি স্টুডিও ছেড়ে বেরিয়ে যান না; তিনি মায়ার বিরুদ্ধে মানুষের চিরন্তন স্বাধীনতার ঘোষণা করেন। সেই দরজা আজ আমাদের সামনেও রয়েছে। সেটি কোনো কাঠের দরজা নয়; সেটি সচেতনতার দরজা। আজ যদি আমরা এক ঘণ্টা মোবাইল বন্ধ রাখতে না পারি, যদি বাস্তব মানুষের সঙ্গে কথোপকথনের চেয়ে ভার্চুয়াল প্রতিক্রিয়াকে বেশি মূল্য দিই, যদি নিজের সুখের চেয়ে তার প্রদর্শনকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করি, তবে আমাদের জীবন ও ট্রুম্যানের জীবনের পার্থক্য কোথায়? সম্ভবত আমরা সবাই কোনো না কোনোভাবে দর্শকও, আবার চরিত্রও। আমরা অন্যের জীবন দেখি, আবার অন্যরা আমাদের জীবন দেখে। এই অবিরাম দেখাদেখির মধ্যেই ধীরে ধীরে হারিয়ে যায় ব্যক্তিগত নীরবতা, অন্তর্জগতের স্বাধীনতা এবং একান্ত মানবিকতা।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রখ্যাত ফরাসি দার্শনিক রেনে দেকার্ত যখন তাঁর যুগান্তকারী উক্তি তআমি চিন্তা করি, তাই আমি আছিদ (Cogito–ergo sum) উচ্চারণ করেছিলেন, তখন তিনি মূলত মানুষের অস্তিত্বের সবচেয়ে মৌলিক প্রমাণ হিসেবে তার স্বাধীন চিন্তাশক্তিকেই দ্ব্যর্থহীনভাবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। কিন্তু আধুনিক একুশ শতকের এই চরম উৎকর্ষিত ডিজিটাল যুগে দাঁড়িয়ে দেকার্তের সেই চিরায়ত দর্শন যেন এক নতুন মাত্রায়, সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে উচ্চারণের জোরালো দাবি রাখে;আর তা হলো, তআমি সচেতন, তাই আমি স্বাধীন।দ বর্তমান সময়ে আমাদের দৈনন্দিন চিন্তাভাবনা, ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের জটিল প্রক্রিয়াগুলো ক্রমশই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং ডেটা-চালিত প্রযুক্তির অদৃশ্য হাতে চলে যাচ্ছে, যেখানে আমাদের অবচেতন মনকে প্রতিনিয়ত নিয়ন্ত্রণ করছে সার্ভারে বসে থাকা অসংখ্য অ্যালগরিদম। এই একচেটিয়া প্রযুক্তিগত আধিপত্যের প্রেক্ষাপটে কেবল সাধারণ অর্থে ‘চিন্তা করা’ আর অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য যথেষ্ট নয়; বরং আমরা ঠিক কী চিন্তা করছি, কার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে চিন্তা করছি এবং আমাদের সেই চিন্তার উৎস কোথায়, সে সম্পর্কে তীক্ষ্ণ ও নিরন্তর ‘সচেতনতা’ থাকলেই একমাত্র আমরা আধুনিক যুগের এই শৃঙ্খল ভেঙে প্রকৃত স্বাধীনতার স্বাদ পেতে পারি। কারণ, মানব ইতিহাসের সবচেয়ে বড় সত্য হলো, যে মানুষ নিজের পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং নিজের অস্তিত্বের বাস্তবতা সম্পর্কে নির্ভয়ে প্রশ্ন করতে পারে, সে কখনো সম্পূর্ণভাবে কোনো কৃত্রিম সিম্যুলেশন বা ডিজিটাল মায়াজালের আজীবন বন্দি হতে পারে না। দার্শনিক ও সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে গভীরভাবে বিচার করলে, আমাদের এই যাপিত জীবন হয়তো আক্ষরিক অর্থে হলিউডের বিখ্যাত চলচিত্র ‘দ্য ট্রুম্যান শো’-এর মতো কোনো কাঁচঘেরা সাজানো স্টুডিও নয়, যেখানে কোনো পরিচালক আমাদের প্রতিটি মুহূর্ত ক্যামেরাবন্দি করে বিশ্ববাসীর কাছে বিনোদন হিসেবে তুলে ধরছে। কিন্তু একটু স্থির হয়ে চারপাশটা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করলে আমরা এক ভয়ঙ্কর ও রূঢ় বাস্তবতার মুখোমুখি হই। যদি কোনো দিন, কোনো এক নিস্তব্ধ মুহূর্তে আমরা সত্যিই আমাদের অন্তরের গভীরে উপলব্ধি করতে পারি যে, আমরা আমাদের নিজেদের সম্পূর্ণ অজান্তেই প্রতিনিয়ত সোশ্যাল মিডিয়ার অ্যালগরিদম, স্মার্টফোনের নীল আলোর আসক্তিকর পর্দা, লাইক-কমেন্ট-শেয়ারের মাধ্যমে পাওয়া ক্ষণস্থায়ী ভার্চুয়াল স্বীকৃতি এবং প্রতিদিনের পুনরাবৃত্তিমূলক ডিজিটাল অভ্যাসের এক সুনিপুণ, অদৃশ্য চিত্রনাট্যে কেবল সুতোয় বাঁধা পুতুলের মতো অভিনয় করে চলেছি;তবে সেই যন্ত্রণাদায়ক অথচ নির্ভেজাল সত্য উপলব্ধিই হবে আমাদের বৃহত্তর মনস্তাত্ত্বিক মুক্তির প্রথম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। আমরা প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে ওঠা মাত্রই স্ক্রিন স্ক্রল করা থেকে শুরু করে রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত যে জীবনযাপন করি, তার ঠিক কতটা আমাদের নিজস্ব স্বাধীন ইচ্ছার প্রতিফলন আর কতটা কর্পোরেট প্রযুক্তির দ্বারা প্রভাবিত, সেই সূক্ষ্ম সীমারেখা আজ বড্ড অস্পষ্ট হয়ে গেছে। আমরা আমাদের জীবনের অমূল্য আনন্দ, গভীর দুঃখ, নৈসর্গিক ভ্রমণ বা পারিবারিক উদযাপনের মুহূর্তগুলোকে নিজের আত্মায় ধারণ করে উপভোগ করার চেয়ে সেগুলোকে নিখুঁতভাবে ফ্রেমবন্দি করে ডিজিটাল দুনিয়ার অচেনা মানুষদের দেখানোর এক অসুস্থ প্রতিযোগিতায় বেশি মত্ত হয়ে পড়েছি। অন্যের ভার্চুয়াল চোখে নিজেকে প্রতিনিয়ত সুখী ও নিখুঁত প্রমাণের এই নিরন্তর, ক্লান্তিকর লড়াই আমাদের ক্রমশ আমাদের অন্তরের স্বাভাবিক, মানবিক সত্তা থেকে বহু দূরে এক যান্ত্রিক বিচ্ছিন্নতায় সরিয়ে দিচ্ছে। তাই, দিনের শেষে মহাকালের সামনে দাঁড়িয়ে এই চূড়ান্ত এবং সবচেয়ে জরুরি প্রশ্নটি কোনো আধুনিক প্রযুক্তি, স্মার্টফোন, অ্যাপ বা ইন্টারনেটকে করার কোনো সুযোগ নেই; এই অমোঘ প্রশ্নটি আমাদের নিজেদেরই নিজেদের বিবেকের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে করতে হবে। আত্মানুসন্ধানের সেই চিরন্তন প্রশ্নটি হলো; আমরা কি সত্যিই এই পৃথিবীতে একটি অর্থবহ, স্বাধীন ও আত্মিক জীবন যাপন করছি, প্রতিটি জীবন্ত মুহূর্তের প্রকৃত স্বাদ গ্রহণ করছি, নাকি কেবল অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য, কিছু ভার্চুয়াল হাততালির আশায় আমাদের নিজেদের অমূল্য জীবনকে সোশ্যাল মিডিয়ার নিউজফিডে প্রতিনিয়ত এক সস্তা ধারাবাহিক নাটকের মতো সম্প্রচার করে চলেছি? এই প্রশ্নের সৎ, সাহসী ও বস্তুনিষ্ঠ উত্তরের মাঝেই লুকিয়ে আছে আগামী দিনের মানবসভ্যতার স্বাধীন অস্তিত্বের মূল চাবিকাঠি, যা আমাদের বারবার স্মরণ করিয়ে দেয় যে, প্রযুক্তিকে আমাদের ব্যবহার করা উচিত জীবনকে সহজ ও সমৃদ্ধ করার এক হাতিয়ার হিসেবে, কোনোভাবেই আমাদের মহামূল্যবান জীবন, আবেগ ও স্বাধীন সত্তাকে প্রযুক্তির পায়ে নিঃশর্তভাবে সমর্পণ করার জন্য নয়।

‘শেরি টার্কল’ তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন, প্রযুক্তি মানুষকে সংযুক্ত করলেও এক ধরনের নিঃসঙ্গতার জন্ম দেয়। হাজার মানুষের সঙ্গে অনলাইনে যুক্ত থেকেও ব্যক্তি গভীর একাকিত্বে ভোগে। কথোপকথনের জায়গা দখল করে নিচ্ছে বার্তা, উপস্থিতির জায়গা নিচ্ছে অনলাইন উপস্থিতি। বর্তমান প্রজন্মের সবচেয়ে বড় সংকট সম্ভবত মনোযোগের সংকট। কয়েক সেকেন্ডের ভিডিও দেখার অভ্যাস দীর্ঘ লেখার প্রতি অনীহা সৃষ্টি করছে। দ্রুত উত্তেজনা মস্তিষ্ককে ধৈর্যহীন করে তুলছে। ফলত সাহিত্য, দর্শন, গভীর চিন্তা কিংবা দীর্ঘ আলোচনার প্রতি আকর্ষণ কমে যাচ্ছে। সভ্যতা যত তথ্যসমৃদ্ধ হচ্ছে, মনন তত খণ্ডিত হওয়ার আশঙ্কা বাড়ছে। তবুও প্রযুক্তি শত্রু নয়। শত্রু হলো নিয়ন্ত্রণহীন ব্যবহার। আগুন যেমন রান্নাও করে, আবার দহনও ঘটায়; প্রযুক্তিও তেমনি সৃষ্টির এবং ধ্বংসের;উভয় সম্ভাবনা বহন করে। প্রশ্ন প্রযুক্তির নয়, প্রশ্ন ব্যবহারকারীর প্রজ্ঞার। ‘দ্য ট্রুম্যান শো’-এর শেষ দৃশ্যে ট্রুম্যান যখন কৃত্রিম আকাশের দরজায় হাত রাখেন, তখন তিনি কেবল একটি স্টুডিও ছেড়ে বেরিয়ে যান না; তিনি মায়ার বিরুদ্ধে মানুষের চিরন্তন স্বাধীনতার ঘোষণা করেন। সেই দরজা আজ আমাদের সামনেও রয়েছে। সেটি কোনো কাঠের দরজা নয়; সেটি সচেতনতার দরজা। আজ যদি আমরা এক ঘণ্টা মোবাইল বন্ধ রাখতে না পারি, যদি বাস্তব মানুষের সঙ্গে কথোপকথনের চেয়ে ভার্চুয়াল প্রতিক্রিয়াকে বেশি মূল্য দিই, যদি নিজের সুখের চেয়ে তার প্রদর্শনকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করি, তবে আমাদের জীবন ও ট্রুম্যানের জীবনের পার্থক্য কোথায়? সম্ভবত আমরা সবাই কোনো না কোনোভাবে দর্শকও, আবার চরিত্রও। আমরা অন্যের জীবন দেখি, আবার অন্যরা আমাদের জীবন দেখে। এই অবিরাম দেখাদেখির মধ্যেই ধীরে ধীরে হারিয়ে যায় ব্যক্তিগত নীরবতা, অন্তর্জগতের স্বাধীনতা এবং একান্ত মানবিকতা।

কৌট-আলকৌট

ট্রেড মিলে বাজেট তৈরি করি বলেছিলেন মমতা! আলোচনাই করতেন না আমার সঙ্গে।

চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই **Unicode**-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

চা চক্রে জনসংযোগ, মানুষের দুয়ারে বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: জনপ্রতিনিধির মূল দায়িত্ব শুধু বিধানসভায় জনগণের হয়ে কথা বলা নয়, বরং এলাকার মানুষের সুখ-দুঃখ, সমস্যা-অভিযোগ ও চাহিদার পাশে দাঁড়ানো। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে চলেছেন খানাকুল বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ। টানা দু'বার বিধানসভা নির্বাচনে জয়লাভের পরও মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ বজায় রাখাকে তিনি নিজের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব বলে মনে করেন। জনসংযোগ কর্মসূচিকে আরও মজবুত করতে নিয়মিতভাবে বিভিন্ন গ্রামে ক্ষুদ্র চা চক্রের মত সমিল হচ্ছেন বিধায়ক। এই কর্মসূচির মাধ্যমে এলাকার সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি বসে তাঁদের অভাব-অভিযোগ, উন্নয়নের দাবি এবং দৈনন্দিন সমস্যার কথা শোনেন তিনি। পাশাপাশি, প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে বিষয়গুলি তুলে ধরে দ্রুত সমাধানের আশ্বাসও দেন।

সম্প্রতি খানাকুলের জগৎপুর অঞ্চলের জগদীশতলা এলাকায় এমনই এক চা চক্রে অংশ নেন বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ। সেখানে উপস্থিত ছিলেন এলাকার বহু বাসিন্দা। কেউ রাস্তার বেহাল দশার কথা তুলে ধরেন, কেউ পানীয় জল, নিকাশি ব্যবস্থা, কৃষি সংক্রান্ত সমস্যা কিংবা সরকারি পরিষেবা নিয়ে নিজেদের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেন। প্রত্যেকের বক্তব্য মনোযোগ দিয়ে শোনেন বিধায়ক এবং সমস্যাগুলি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের নজরে আনার আশ্বাস দেন।

বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ বলেন, 'আমি বিশ্বাস করি জনপ্রতিনিধির আসল কাজ মানুষের পাশে থাকা। নির্বাচন শেষ হয়ে গেলেই মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক শেষ হয়ে যায় না। তাই নিয়মিত চা চক্রের মাধ্যমে প্রত্যন্ত এলাকার মানুষের কাছে পৌঁছে তাঁদের সমস্যার কথা শুনছি। যেসব সমস্যা প্রশাসনিকভাবে সমাধান করা সম্ভব, সেগুলি দ্রুত সমাধানের চেষ্টা করছি। মানুষের আস্থা ও ভালোবাসাই আমার সবচেয়ে বড় শক্তি। আগামী দিনেও এই জনসংযোগ কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে।'

চা চক্রে উপস্থিত স্থানীয় বাসিন্দা রাম মোহন দোলুই বলেন, 'বিধায়ক আমাদের এলাকায় এসে সরাসরি আমাদের কথা শুনছেন। আগে অনেক সমস্যা জানানোর জন্য হলেও সেভাবে আলোচনা করার সুযোগ হয়নি। আজ আমরা খোলাখুলি সব কথা বলতে পেরেছি। আশা করছি তিনি বিষয়গুলো গুরুত্ব দিয়ে দেখবেন এবং এলাকার উন্নয়নে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেবেন।'

সরকারের নির্দেশ ও প্রশাসনের সিদ্ধান্তে টোটোচালকদের ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসত: সরকারের নির্দেশে প্রশাসনের সিদ্ধান্তে টোটো চালকেরা বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন বারাসতে। আর এই বিক্ষোভে ফলেই বিজেপি সরকারের প্রশাসন ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস) এর আদর্শভিত্তিক শ্রমিক শাখা এবং সঙ্ঘ পরিবারের অন্যতম প্রধান সংগঠন ভারতীয় মজদুর সংঘ তথা বিএমএস মধ্যে দ্বন্দ্ব বেঁধে গেল শনিবার।

এদিন টোটো চালকদের নিয়ে বারাসাত রবীন্দ্রভবনে প্রশাসনের তরফে বৈঠক করা হয়। সেখানে টোটোচালকদের ডেকে প্রশাসনের তরফে নির্দেশ দেওয়া হয় এখন থেকে কোন অবস্থাতেই যশোর রোড এবং ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কে (বর্তমানে এনএইচ ১২) উঠতে পারবে না। উঠলে ফাইন হবে অথবা টোটো আটক করা হবে। শুধু তাই নয়, তারা রাজপথ ছেড়ে ভেতরের রাস্তায় যাতায়াত করতে হবে।

শুধুমাত্র টোটোই নয়, যে সমস্ত অটোর বৈধ পারমিট নেই, সেগুলিকেও রাজপথ উঠতে দেওয়া হবে না বলে স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে প্রশাসন। পাশাপাশি টোটো ছেড়ে ই-রিকশা করতে হবে। এবং রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। প্রশাসনের এই স্বীদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করছে বিএমএস। তারা টোটো চালকদের পাশে দাঁড়িয়েছে। শুধু তাই নয় তাদের সংগঠনের এক সদস্য প্রশাসনের সামনে বক্তব্য রাখতে গেলে তার মাইক বন্ধ করে দেওয়ারও অভিযোগ করা হয়েছে।

বিএমএসের দাবি, 'আমরা সরকারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে নই। কিন্তু প্রশাসনের হটকারিতার বিরুদ্ধে। এভাবে এত অল্প সময়ের মধ্যে গরিব টোটোচালকদের চাপ দেওয়া যাবে না। রাস্তা থেকে টোটো ধরছে পুলিশ ও আরটিও অফিস, এবং মোটা টাকা নিয়ে ছাড়ছে। কখনও ব্যাটারি খুলে গাড়ি বাজেয়াপ্ত করে দিচ্ছে। এই অত্যাচার অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে।' না হলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলন নামবেন বলে হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন ভারতীয় মজদুর সংঘের নেতা কর্মীরা। ফলে আগামী দিনে সরকারের নির্দেশ লাগু করাতে প্রশাসন কতটা সফল হবে তা নিয়ে এখনই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

টোটোচালকদের অভিযোগ, তৃণমূল সরকার থাকাকালীন আরটিও থেকে ৪০ হাজার ৩৮ হাজার টাকা দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করানোর পর কেন মেনরোডে উঠতে দেবে না। এই নিয়ে তাদের ক্ষোভ। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি টোটো মেনরোডে ওঠার কারণে আটক করেছে পুলিশ। যদি এই ভাবে চলতে থাকে আগামীতে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন তারা হুঁশিয়ারি টোটো চালকদের। পাশাপাশি পারমিট নেই এমন অটো মেইন রোডে উঠতে দেওয়া হবে না বলে জানিয়ে দিয়েছেন প্রশাসনের তরফে।

প্রশাসনের এই সিদ্ধান্তর বিরুদ্ধে বিএমএস আগামী দিনে আন্দোলন করবে বলে জানিয়েছেন নেতৃত্ব। প্রশাসনের এই সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করেছে শ্রমিক সংগঠন বিএমএস। সংগঠনের নেতৃত্বের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, প্রশাসনের এই একতরফা সিদ্ধান্ত হাজার হাজার টোটো চালকের জীবন ও জীবিকাকে বিপন্ন করে তুলছে। টোটোচালকদের এই লড়াইয়ে পাশে থেকে আগামী দিনে তারা বড়সড় আন্দোলনে নামবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে বিএমএস নেতৃত্ব। এই ঘটনার জেরে বারাসত ও সংলগ্ন এলাকায় টোটো চলাচল এবং যান চলাচল ব্যবস্থা নিয়ে এক বড়সড় অচলাবস্থার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। এদিকে প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, যান চলাচলের নিরাপত্তা এবং শৃঙ্খলা বজায় রাখতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বারাসত রবীন্দ্রভবনে টোটো চালকদের নিয়ে বৈঠকে প্রশাসনের পক্ষে ছিলেন, বারাসাতের এসডিও, আরটিও, এআরটিও, ডিএসপি ট্রাফিক, এবং চাঁপাডালি ও কলোনি মোড়ের দুই ট্রাফিক ওসি।

ঋণের চাপে আত্মঘাতী ইসিএল কর্মী!

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: পশ্চিম বর্ধমানের দুর্গাপুর-ফরিদপুর ব্লকের সর্পি জঙ্গল থেকে এক ইসিএল কর্মীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। মৃতের নাম বিশ্বদেব বাউরি (৫৭)। তিনি ঝাঁঝরা কোলিয়ারির কর্মী ছিলেন। প্রাথমিক ভাবে অনুমান করা হচ্ছে, দীর্ঘদিনের ঋণের চাপ ও মানসিক অবসাদের জেরেই তিনি এই চরম সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। যদিও ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে তদন্ত শুরু করেছে লাউদোহা থানার পুলিশ।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার সকাল থেকেই নিখোঁজ ছিলেন বিশ্বদেববাবু। সারাদিন বাড়ি না ফেরায় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন পরিবারের সদস্যরা। অনেক খোঁজাখুঁজির পর শনিবার সকালে সরপি জঙ্গলের একটি নির্জন এলাকা থেকে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়।

মৃতের ভাইপো বিক্রম বাউরি জানান, তিনি কর্মস্থলে থাকাকালীন পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে কাকার নিখোঁজ হওয়ার খবর পান। এরপর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ শুরু করেন। তিনি বলেন, 'এই এলাকায় আগেও আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে, তাই আমরা এই দিকেই খুঁজছিলাম। পরে জঙ্গলের মধ্যে কাকাকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পাই। উনি ইসিএলে চাকরি করতেন। ওঁর দুই মেয়ে ও এক ছেলে রয়েছে। শুনেছি, আগের দিন কিছু লোন রিকভারি বিভাগের লোক এসেছিল এবং তাঁকে হুমকিও দিয়েছিল। হয়তো সেই মানসিক চাপই উনি নিতে পারেননি। তবে বিষয়টি তদন্ত করে দেখা উচিত। আমি নিশ্চিত ভাবে কিছু বলতে পারছি না।'

অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে ব্যাঙ্কের ঋণের বোঝায় জর্জরিত ছিলেন তিনি। পাশাপাশি ঋণ আদায়কারী সংস্থার প্রতিনিধিদের মানসিক চাপ ও হুমকির মুখেও পড়তে হয়েছিল বলে পরিবারের দাবি। তবে এই অভিযোগের সত্যতা এখনও নিশ্চিত নয়। পুলিশ জানিয়েছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এবং তদন্তের ভিত্তিতেই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে। ঋণের চাপ, নাকি এর পেছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে, সব দিকই খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

অবৈধ দখল উচ্ছেদে ব্যবসায়ী-টোটোচালকদের কড়া বার্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেমারি: মেমারির বামুনপাড়া মোড় থেকে চকদিঘি মোড় পর্যন্ত ব্যস্ততম সড়কে ফুটপাথ ও ড্রেন দখল করে ব্যবসা এবং নিয়ম বহির্ভূত ভাবে টোটো দাঁড় করানোর বিরুদ্ধে কড়া অবস্থান নিল প্রশাসন।

শনিবার এলাকায় পরিদর্শনে এসে ব্যবসায়ী ও টোটোচালকদের সতর্ক করেন প্রশাসনের আধিকারিকরা। উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগেই টানা দুই থেকে তিন ঘণ্টার বৃষ্টিতে এই গুরুত্বপূর্ণ সড়ক জলমগ্ন হয়ে পড়েছিল। ফলে ব্যবসায়ী,পথচারী ও সাধারণ মানুষের চরম ভোগান্তি হয়। সেই সমস্যার বিষয়টি প্রশাসনের নজরে তুলে ধরে সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিরা। সেইমতো

শনিবার এলাকায় পরিদর্শনে আসেন মেমারি থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক প্রীতম বিশ্বাস, বিধায়ক মানব গুহ এবং তাঁদের প্রতিনিধি দল। পরিদর্শনের সময় দেখা যায়, বহু ব্যবসায়ী ড্রেনের ওপর সামগ্রী রেখে ব্যবসা করছেন এবং একাধিক টোটোচালক রাস্তার ধারে নিয়ম না-মেনে যানবাহন দাঁড় করিয়ে রাখছেন। তাঁদের সবাইকে সতর্ক করে জানানো হয়, জনস্বার্থে ও যানজট কমানোর উদ্দেশ্যে এসব অনিয়ম আর বরদাস্ত করা হবে না।প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, খুব শীঘ্রই ড্রেন পরিষ্কারের কাজ শুরু হবে, যাতে বর্ষাকালে জল জমার সমস্যা কমে এবং সাধারণ মানুষের চলাচল আরও স্বাভাবিক হয়। পাশাপাশি স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, এই রাস্তার মাঝখানে কোনো টোটো ঘোরানো যাবে না এবং যেখানে-সেখানে টোটো দাঁড় করানোও চলবে না। প্রশাসনের এই উদ্যোগে এলাকায় যানজট কমবে, নিকাশি ব্যবস্থার উন্নতি হবে এবং পথচারীদের চলাচল আরও নিরাপদ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

হারানো ও চুরির ৩২০টি ফোন ফেরত পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ৩২০টি হারিয়ে যাওয়া ও চুরি হয়ে যাওয়া ফোন ফেরত পেলেন প্রকৃত ফোনের মালিকরা। শনিবার বাঁকুড়ার পুলিশ লাইনে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে মোবাইল তুলে দেওয়া হয় ফোনের মালিকদের হাতে।

উপস্থিত ছিলেন জেলার পুলিশ সুপার পিভিজি সতীশ, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সহ জেলা পুলিশের অন্যান্য আধিকারিকরা। উপযুক্ত নথিপত্র দেখে প্রকৃত মালিকের হাতে তুলে দেওয়া হয় তার প্রিয় মোবাইলটি। ফোন হাতে পেয়ে স্বভাবতই খুশি ফোনের মালিকরা। কারওর ফোন পড়ে গিয়েছিল বাস থেকে নামতে গিয়ে, কারওর আবার বাজারে গিয়ে চুরি হয়ে গিয়েছিল ফোন। কেউ থানায় অভিযোগ করেছিলেন, কেউ আবার জেলা পুলিশের বিশেষ পোটালে।

গভীর রাতে অগ্নিকাণ্ড সালানপুরে, অগ্নিদগ্ধ একই পরিবারের তিন জন

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: গভীর রাতে অগ্নিকাণ্ড, আগুনের কবলে একটি তিন তলা বাড়ি ও কাপড়ের দোকান। ঘটনায় একই পরিবারের তিন জন গুরুতর অগ্নিদগ্ধ হয়েছেন। শুক্রবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে সালানপুর ব্লকের রূপনারায়ণপুর সংলগ্ন আছড়া গ্রামে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সামডি রোডের বাসিন্দা তথা ব্যবসায়ী উদয় ঘোষের বাড়ির নীচতলায় একটি পোশাকের দোকান আছে। আসন্ন পুজোর উপলক্ষ্যে দোকানে প্রচুর নতুন জামাকাপড় মজুত ছিল। রাত দেড়টা নাগাদ হঠাৎই সেখানে আগুন লাগে। ঘুমের ঘোরে টের পেয়ে উদয়বাবু দরজা খুলতেই আগুনের কবলে পড়েন উদয়বাবু, তাঁর স্ত্রী পম্পা ঘোষ এবং তাঁদের ১২ বছরের ছেলে।

ঘটনার খবর পেয়ে রূপনারায়ণপুর ফাঁড়ির পুলিশ ও স্থানীয়রা দ্রুত পৌঁছে বাড়ির ছাদ থেকে পরিবারের সকলকে উদ্ধার করে। জখম তিন জনকে প্রথমে পিঠাকিয়ারি গ্রামীণ হাসপাতালে ও পরে আসানসোলের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পুলিশ দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখছে। এলাকাবাসীদের দীর্ঘদিনের দাবি, এই অঞ্চলে একটি দমকল বিভাগ করার। এই ঘটনার পর এলাকাবাসীদের দাবি পুনরায় জোরালো হল।

ভুয়ো আইনজীবীর হদিশ! তদন্তে বার অ্যাসোসিয়েশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: রাজ্যে ভুয়ো ডাক্তার, ভুয়ো পুলিশ কিংবা ভুয়ো সাংবাদিকের রমরমা খবরের শিরোনামে এসেছে বারবার। কিন্তু এবার খোদ আদালত চত্বরেই থাবা বসাল 'ভুয়ো'র কারবার। বর্ধমান জেলা আদালত চত্বরে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে 'ভুয়ো আইনজীবী'র অভিযোগ তুলে পোস্টার পড়াকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। অভিযুক্তের নাম নিলয় চোঙদার।

দীর্ঘদিন ধরে তিনি বর্ধমান আদালতে আইনজীবী হিসেবে পরিচিত হলেও, এবার তার যোগ্যতা ও সদস্যপদ নিয়েই উঠে গেল বিরাট প্রশ্নচিহ্ন।শনিবার সকালে বর্ধমান কোর্ট চত্বরের গাড়ি এবং সাইকেল স্ট্যান্ডের পিছনে হঠাৎই বেশ কিছু পোস্টার সাধারণ মানুষের নজরে আসে। আলাদা আলাদা লেখা ও ছবি সংবলিত দু'টি পোস্টারে সরাসরি নিলয় চোঙদারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেওয়া হয়েছে।

পোস্টারে দাবি করা হয়েছে, আইন পাশ না-করেই দীর্ঘদিন ধরে বর্ধমান বার অ্যাসোসিয়েশনে প্র্যাকটিস করছেন নিলয়। তিনি বারের সদস্য না-হওয়া সত্ত্বেও কার আশীর্বাদে এই বেআইনি কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন, তা নিয়ে বার অ্যাসোসিয়েশনের কাছে জবাব চাওয়া হয়েছে ওই পোস্টারে। এই ঘটনা সামনে আসতেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে আইনজীবী মহলে।

এই ঘটনার বিষয়ে বর্ধমান বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অরূপ দাস জানান, সম্প্রতি একটি গুরুত্বপূর্ণ মিটিং চলাকালীন আউশগ্রাম থেকে আসা একটি চিঠি তাঁদের হস্তগত হয়। এরপরই তড়িঘড়ি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ফাইল খতিয়ে দেখে বার কর্তৃপক্ষ এবং এই ব্যক্তি আইন পাশ করার আগেই আদালতে প্র্যাকটিস শুরু করেছিলেন। আইনজীবী হিসেবে প্র্যাকটিস করার জন্য বাধ্যতামূলক All India Bar Examination SAIBE। তিনি এখনও পাশ করেননি। নিয়মানুযায়ী তাঁকে এখনও বর্ধমান বারের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি এবং তাঁর সদস্যপদ বর্তমানে 'পেন্ডিং' বা স্থগিত রয়েছে। বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আরও জানান, সাধারণত মেম্বারশিপ দেওয়ার আগে একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ স্ক্রুটিনি মিটিং হয়। কিন্তু এই ক্ষেত্রে সদস্যপদ চূড়ান্ত না হওয়ায় সেই মিটিং এখনও হয়নি। তবে চিঠিটি পাওয়ার পর থেকেই তাঁরা অত্যন্ত তৎপর হয়েছেন। এই ব্যক্তির সমস্ত নথিপত্র এবং কাগজপত্র ইতিমধ্যেই 'বার কাউন্সিল অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল' এবং 'বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া'-র কাছে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি বিষয়টি জেলা জজকেও লিখিত ভাবে জানানো হবে। অন্যদিকে, বার অ্যাসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি সঞ্জয় ঘোষ স্পষ্ট জানান, নিলয় চোঙদার এই মুহূর্তে বার অ্যাসোসিয়েশনের কোনো সদস্যই নন। ফলে একজন অ-সদস্যের বিরুদ্ধে বার সরাসরি কী পদক্ষেপ নেবে, তা নিয়ে প্রশ্ন থাকছে। তবে ব্যক্তিগত ভাবে কেউ লিখিত অভিযোগ জানালে বার অ্যাসোসিয়েশন নিশ্চয়ই কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। বার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে যে, অনেক শিক্ষার্থী বা জুনিয়র ট্রেনি হিসেবে সিনিয়রদের কাছে কাজ শিখতে আসতেই পারেন, তাতে কোনও আইনি বাধা নেই। কিন্তু কালো কোট পরে পুরোদস্তুর আইনজীবী হিসেবে প্র্যাকটিস করতে হলে সমস্ত আইনি নিয়ম ও পরীক্ষা পাশ করা বাধ্যতামূলক। বারের মর্যাদা রক্ষার্থে কোনো রকম আপস করা হবে না। আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই বার অ্যাসোসিয়েশনের এক্সিকিউটিভ বডি ও জেনারেল মেম্বারদের একটি জরুরি মিটিং ডাকা হয়েছে, যেখানে এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে। অন্যদিকে এই নিলয় চোঙদারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে গেলে তিনি যে ঘরে বসেন, সেখানে তার দেখা মেলেনি, ফলে তার সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

তাঁর জুনিয়ররা জানান, শুক্রবার থেকে তিনি কোর্টে আসেননি। তবে পরবর্তীতে দেখা যায় এই পোস্টার ছিঁড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু এখনো পরিষ্কার নয় এই পোস্টার কে বা কারা লাগালো এবং এই পোস্টার ছিঁড়লই বা কে?

ইন্ডিয়ান বैंक Indian Bank | ইলাহাবাদ ALLAHABAD

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
যাদবপুর শাখা, ১৪/১ এসপিডি ব্লক,
বাঘাযতীন, কলকাতা-৮৬
ই-মেইল আইডি- jadavpur.kolkata@indianbank.co.in

দাবি বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২-এর সেকশন ১৩(২) এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি

১) **আয়ুষ সারাওগী,** পিতা- কমল কুমার সারাওগী, ১১বি, যতীন্দ্রমোহন এভিনিউ, বিডন স্ট্রিট, কলকাতা - ০৬।
আরও বসবাস করছেন- শ্রাচী গ্রিন উড সোনাটা, টাওয়ার ৪, ফ্ল্যাট নং ১২কে, ১২ ফ্লোর, রাজারহাট নিউ টাউন এএ২ডি, সিটি সেন্টার-২ এর কাছে, থানা- ইকো পার্ক, রাজারহাট গোপালপুর (এম), উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০১৫৭।

বিষয়- ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (ই-এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক) যাদবপুর শাখার সাথে আপনার আইবি মাই ওন শপ অ্যাকাউন্ট নং ৭৯৫৮২৮৯২০৮ প্রসঙ্গে।

আপনাদের মধ্যে ১ম জন হলেন একজন ব্যক্তি। ১ম জন হলেন বন্ধকদাতা যিনি ১ম জনের নেওয়া লোন অ্যাকাউন্টের জন্য তাঁর সম্পদ জামানত হিসেবে প্রদান করেছেন এবং গ্যারান্টর।
আপনাদের ১ম জনের অনুরোধে, ব্যাঙ্কিং ব্যবসার সময়কালে, ১ম জনকে নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি মঞ্জুর করা হয়েছিল এবং তা গ্রহণ করা হয়েছিল।
সুবিধার প্রকৃতি- আইবি মাই ওন শপ লোন
সীমা- ২৪৫.০০ লক্ষ টাকা
উক্ত সুবিধার জন্য প্রথম জন নিম্নলিখিত নথিগুলি সম্পাদন করেছেন :

সুবিধার প্রকৃতি	নথির ধরন
১. আইবি মাই ওন শপ লোন	১. ডিপিএন(ডি-১), ২. ডি-৭, ৩. ডি-৩৬, ৪. ডি-৩২, ৫. এফ-১৬৪, ৬. এফ-১৬৭, ৭. এফ-১৭২, ৮. এফ-১৮৯

উক্ত ঋণের পরিশোধের জন্য ২১.০১.২০২৫ তারিখে গ্যারান্টির চুক্তি সম্পাদন করে ১ম জন ব্যক্তিগতভাবে গ্যারান্টি দিয়েছেন। উক্ত ঋণের পরিশোধ নিম্নে উল্লেখিত সম্পত্তির বন্ধক/হাইপোথিকেশন দ্বারা সুরক্ষিত।
একটি বাণিজ্যিক স্পেস, ইউনিট নং ২, সম্পূর্ণ দ্বিতীয় ফ্লোরে অবস্থিত, যার পরিমাপ সুপার বিল্ট আপ এলাকা ৫১৬১.২৫ বর্গফুট যা আচ্ছাদিত এলাকা কমবেশি ৪০৯৬.২৩ বর্গফুটের সমতুল্য, একটি জি + ২ ফ্লোর ভবনে অবস্থিত যা সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল পরিমাপ কমবেশি ৫৬৬২.৮০ বর্গফুট জমির উপর নির্মিত যা ১৩ শতকের সমতুল্য, একই বা কিছুটা কম বা বেশি, আরএস দাগ নং ১২৭ এর অধীনে যা এলআর দাগ নং ১৩২ এর সাথে মিলে যায়, আরএস খতিয়ান নং ১৩০ এর অন্তর্ভুক্ত যা এলআর খতিয়ান নং ১৭৯, ১২৩, ১৪০ এবং ৪০৭ এর সাথে মিলে যায়, যা বর্তমান এলআর খতিয়ান নং ১৪৭৬ এবং ২৯১৯ এর সাথে মিলে যায়, মৌজা- আড়াপাঁচ, জেএল নং ২৮, তৌজি নং ১০৯, রে সু নং ১৬৯-তে অবস্থিত, সোনারপুর ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থানীয় সীমানার মধ্যে, থানা- সোনারপুর, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০১৫০, **যার সীমানা নিম্নরূপ-জমির চৌহদ্দী : উত্তরে :** ২ ফুট চওড়া নারায়ণপুর রাস্তা দ্বারা, **দক্ষিণে :** প্রশান্ত ঘোষের অন্যান্য সম্পত্তি দ্বারা (এলআর প্লট নং ১২৬), **পূর্বে :** প্রশান্ত ঘোষের অন্যান্য সম্পত্তি এলআর প্লট নং ১২৬ দ্বারা, **পশ্চিমে :** অসিত কুমার ঘোষের সম্পত্তি দ্বারা।
আপনাকে সুদ সহ বকেয়া অর্থ প্রদান করার জন্য বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও; আপনারা সকলে এবং প্রত্যেকে যারা যৌথভাবে এবং এককভাবে দায়বদ্ধ, বকেয়া অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং খেলাপি হয়েছেন। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সম্পদ শ্রেণিবিন্যাস সম্পর্কিত নির্দেশিকা/দিকনির্দেশনা অনুসারে লোন অ্যাকাউন্টটিকে ২৩.০৬.২০২৬ তারিখ থেকে নন-পারফর্মিং অ্যাসেট হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে।
***২৪.০৬.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আপনার প্রদেয় বকেয়া অর্থের পরিমাণ হল ২,৩৪,৪৮,৭৪৮.০০ টাকা (দুই কোটি চৌত্রিশ লক্ষ আটচল্লিশ হাজার সাতশো আটচল্লিশ টাকা মাত্র)।
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ এর অধীনে ঋণগ্রহীতা বলতে এমন কোনো ব্যক্তিকে বোঝায় যাকে ব্যাঙ্ক আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে বা যিনি ব্যাঙ্কের দেওয়া উক্ত আর্থিক সহায়তার সুরক্ষার জন্য কোনো গ্যারান্টি দিয়েছেন বা কোনো বন্ধকী / চার্জ তৈরি করেছেন।
অতএব, আপনাদের সকলকে এবং প্রত্যেককে এতদ্বারা ১৩(২) ধারার অধীনে জারি করা এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ২৪.০৬.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত বকেয়া ২,৩৪,৪৮,৭৪৮.০০ টাকা (দুই কোটি চৌত্রিশ লক্ষ আটচল্লিশ হাজার সাতশো আটচল্লিশ টাকা মাত্র) এবং এই তারিখ থেকে পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত সুদ সহ পরিশোধ করার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, অন্যথায় ব্যাঙ্ক উক্ত আইনের অধীনে আপনাদের আর কোনো সুযোগ না দিয়ে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট প্রয়োগ করার অধিকার প্রয়োগ করতে বাধ্য হবে। এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আপনি আপনার দায় সম্পূর্ণভাবে পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে, ব্যাঙ্ক নীচে তফসিলভুক্ত সুরক্ষিত সম্পদের বিপরীতে আইনের ১৩(৪) ধারার অধীনে তার এনফোর্সমেন্ট অধিকার প্রয়োগ করবে।
এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিন শেষ হলে এবং আপনি দাবি পূরণে ব্যর্থ হলে, ব্যাঙ্ক আইনের অধীনে তার অধিকার প্রয়োগ করার জন্য দখল নেওয়ার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে।
অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে আইনের ১৩(১৩) ধারার বিধান অনুসারে, ব্যাঙ্কের পূর্ব লিখিত সম্মতি ছাড়া এই বিজ্ঞপ্তির তারিখের পর বিক্রি, লিজ বা অন্য কোনো উপায়ে (নীচে তফসিলভুক্ত) সুরক্ষিত সম্পদের কোনো স্থানান্তর করা যাবে না।
বলার অপেক্ষা রাখে না যে ব্যাঙ্কের কাছে উপলব্ধ অন্য কোনো প্রতিকারের প্রতি কোনো বাধা সৃষ্টি না করেই এই নোটিশটি আপনাকে পাঠানো হয়েছে। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে ডিআরটি/আরও অফ ডিআরটি/ডিআরএটি/আদালত-এর সামনে কার্যধারা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার এবং প্রাপ্ত/প্রাপ্তব্য আদেশ/ডিক্রি কার্যকর করার ব্যাঙ্কের অধিকারের ক্ষেত্রে কোনো বাধা ছাড়াই এই নোটিশটি জারি করা হয়েছে।
অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে ব্যাঙ্ক ডিসকাউন্ট করা বকেয়া বিল, ব্যাঙ্কের গ্যারান্টি এবং আপনার পক্ষে জারি করা এবং প্রতিষ্ঠিত লেটার অফ ক্রেডিট এর পাশাপাশি অন্যান্য আনুষঙ্গিক দায় থেকে উদ্ভূত দায় পরিশোধের জন্য আপনাকে আহ্বান করার অধিকার সংরক্ষণ করে।
'আমরা সারফায়েসি অ্যাক্টের ধারা ১৩(৮) এবং এর অধীনে প্রণীত নিয়মগুলির বিধানগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যা সিকিউরিটির উপর আপনার মুক্ত করার অধিকার নিয়ে কাজ করে'।
নিম্নস্বাক্ষরকারী এই বিজ্ঞপ্তি জারি করতে এবং পূর্বোক্ত ধারা ১৩ এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করার জন্য ব্যাঙ্কের একজন যথাযথ ক্ষমতাপ্রাপ্ত আধিকারিক।
সারফায়েসি অ্যাক্টের অধীনে আমাদের পূর্ববর্তী কোনো নোটিশ থাকলে তা এই নোটিশ জারির মাধ্যমে প্রত্যাহার করা হল।

তফসিল
যে সম্পদে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট তৈরি করা হয়েছে তার সুনির্দিষ্ট বিবরণ নীচে উল্লেখ করা হয়েছে :
বন্ধক রাখা সম্পদ : একটি বাণিজ্যিক স্পেস, ইউনিট নং ২, সম্পূর্ণ দ্বিতীয় ফ্লোরে' অবস্থিত, যার পরিমাপ সুপার বিল্ট আপ এলাকা ৫১৬১.২৫ বর্গফুট যা আচ্ছাদিত এলাকা কমবেশি ৪০৯৬.২৩ বর্গফুটের সমতুল্য, একটি জি+২ তল ভবনে অবস্থিত যা সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল পরিমাপ কমবেশি ৫৬৬২.৮০ বর্গফুট জমির উপর নির্মিত যা ১৩ শতকের সমতুল্য, একই বা কিছুটা কম বা বেশি, আরএস দাগ নং ১২৭ এর অধীনে যা এলআর দাগ নং ১৩২ এর সাথে মিলে যায়, আরএস খতিয়ান নং ১৩০ এর অন্তর্ভুক্ত যা এলআর খতিয়ান নং ১৭৯, ১২৩, ১৪০ এবং ৪০৭ এর সাথে মিলে যায়, যা বর্তমান এলআর খতিয়ান নং ১৪৭৬ এবং ২৯১৯ এর সাথে মিলে যায়, মৌজা- আড়াপাঁচ, জেএল নং ২৮, তৌজি নং ১০৯, রে সু নং ১৬৯-তে অবস্থিত, সোনারপুর ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থানীয় সীমানার মধ্যে, থানা- সোনারপুর, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০১৫০, **যার সীমানা নিম্নরূপ-জমির চৌহদ্দী : উত্তরে :** ২ ফুট চওড়া নারায়ণপুর রাস্তা দ্বারা, **দক্ষিণে :** প্রশান্ত ঘোষের অন্যান্য সম্পত্তি দ্বারা (এলআর প্লট নং ১২৬), **পূর্বে :** প্রশান্ত ঘোষের অন্যান্য সম্পত্তি এলআর প্লট নং ১২৬ দ্বারা, **পশ্চিমে :** অসিত কুমার ঘোষের সম্পত্তি দ্বারা।

তারিখ : ২৬.০৬.২০২৬, স্থান : কলকাতা **স্বা/- অনুমোদিত আধিকারিক, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

ইন্ডিয়ান বैंक Indian Bank | ইলাহাবাদ ALLAHABAD

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
যাদবপুর শাখা, ১৪/১ এসপিডি ব্লক,
বাঘাযতীন, কলকাতা-৮৬
ই-মেইল আইডি- jadavpur.kolkata@indianbank.co.in

দাবি বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২-এর সেকশন ১৩(২) এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি

১) **আয়ুষ সারাওগী,** পিতা- কমল কুমার সারাওগী, ১১বি, যতীন্দ্রমোহন এভিনিউ, বিডন স্ট্রিট, কলকাতা - ০৬।
এছাড়াও বাসস্থান- শ্রাচী গ্রিন উড সোনাটা, টাওয়ার ৪, ফ্ল্যাট নং ১২কে, ১২ ফ্লোর, রাজারহাট নিউ টাউন এএ২ডি, সিটি সেন্টার-২ এর কাছে, থানা- ইকো পার্ক, রাজারহাট গোপালপুর (এম), উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০১৫৭।

বিষয়- ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (ই-এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক) যাদবপুর শাখার সাথে আপনার আইবি মাই ওন শপ অ্যাকাউন্ট নং ৭৮৭৩৩২৮৭৯৮ প্রসঙ্গে।

আপনাদের মধ্যে ১ম জন হলেন একজন ব্যক্তি। ১ম জন হলেন বন্ধকদাতা যিনি ১ম জনের নেওয়া লোন অ্যাকাউন্টের জন্য তাঁর সম্পদ জামানত হিসেবে প্রদান করেছেন এবং গ্যারান্টর।
আপনাদের ১ম জনের অনুরোধে, ব্যাঙ্কিং ব্যবসার সময়কালে, ১ম জনকে নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি মঞ্জুর করা হয়েছিল এবং তা গ্রহণ করা হয়েছিল।
সুবিধার প্রকৃতি- আইবি মাই ওন শপ লোন
সীমা- ৭৪৬.০০ লক্ষ টাকা
উক্ত সুবিধার জন্য প্রথম জন নিম্নলিখিত নথিগুলি সম্পাদন করেছেন :

সুবিধার প্রকৃতি	নথির ধরন
১. আইবি মাই ওন শপ লোন	১. ডিপিএন(ডি-১), ২. ডি-৭, ৩. ডি-৩৬, ৪. ডি-৩২, ৫. এফ-১৬৪, ৬. এফ-১৬৭, ৭. এফ-১৭২, ৮. এফ-১৮৯

উক্ত ঋণের পরিশোধের জন্য ২৩.০৯.২০২৪ তারিখে গ্যারান্টির চুক্তি সম্পাদন করে ১ম জন ব্যক্তিগতভাবে গ্যারান্টি দিয়েছেন। উক্ত ঋণের পরিশোধ নিম্নে উল্লেখিত সম্পত্তির বন্ধক/হাইপোথিকেশন দ্বারা সুরক্ষিত।
একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ইউনিট, ৪০৫ নম্বর, ৪র্থ ফ্লোর, যার পরিমাপ কমবেশি ১০,০০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এলাকা (কার্পেট এরিয়া ৭৯৩৬.৫০৮ বর্গফুট), সাথে জমির আনুপাতিক অবিভক্ত অংশ এবং সাধারণ ব্যবহারের সুবিধা সহ যা মিলেনিয়াম মার্কেট নামক একটি বহুতল ভবনে অবস্থিত; মৌজা- বাঁকড়া, জেএল নং ৫৫, আরএস দাগ নং ১৭৩, ১৭৪, ১৭৬, ১৭৯, ১৮১, ১৯৯, এলআর দাগ নং ১৮৫, ১৮৭, ১৮৯, ১৯২, ১৯৪, ২১৫, এলআর খতিয়ান নং ১২৫১৬, বাঁকড়া ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত, থানা- ডোমজুড়, পিন- ৭১১৪০৩, জেলা- হাওড়া, যার চৌহদ্দী নিম্নরূপ- জমির চৌহদ্দী- উত্তরে- আরএস দাগ নং ১৭৭ এবং ১৯৯ দ্বারা, দক্ষিণে- পঞ্চায়েত রাস্তা এবং আরএস দাগ নং ১৭৪, ১৮১ ও ১৮২ এর অংশ দ্বারা, পূর্বে- আরএস দাগ নং ১৯৪ এবং ১৯৫ দ্বারা, পশ্চিমে- আরএস দাগ নং ১৭৩, ১৭৪ এবং ১৭৫ দ্বারা। **সম্পত্তির চৌহদ্দী : উত্তরে :** উন্মুক্ত আকাশ দ্বারা, **দক্ষিণে :** করিডোর, অন্যান্য ইউনিট দ্বারা, **পূর্বে :** প্রবেশদ্বার, লিফট, সিঁড়ি এবং তারপর উন্মুক্ত আকাশ দ্বারা, **পশ্চিমে :** প্রবেশদ্বার, সিঁড়ি এবং তারপর [illegible]

[illegible]

তারিখ : ২৬.০৬.২০২৬, স্থান : কলকাতা **স্বা/- অনুমোদিত আধিকারিক, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

ইন্ডিয়ান বैंক Indian Bank | ইলাহাবাদ ALLAHABAD

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
যাদবপুর শাখা, ১৪/১ এসপিডি ব্লক,
বাঘাযতীন, কলকাতা-৮৬
ই-মেইল আইডি- jadavpur.kolkata@indianbank.co.in

দাবি বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২-এর সেকশন ১৩(২) এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি

১) **মেসার্স মহাবীর স্টোর্স,** ১৭০/১, এম.জি. রোড, কলকাতা - ০৭।
২) **আয়ুষ সারাওগী,** পিতা- কমল কুমার সারাওগী, ১১বি, যতীন্দ্রমোহন এভিনিউ, বিডন স্ট্রিট, কলকাতা - ০৬।
এছাড়াও বাসস্থান- শ্রাচী গ্রিন উড সোনাটা, টাওয়ার ৪, ফ্ল্যাট নং ১২কে, ১২ তম ফ্লোর, রাজারহাট নিউ টাউন এএ২ডি, সিটি সেন্টার-২ এর কাছে, থানা- ইকো পার্ক, রাজারহাট গোপালপুর (মিউ.), উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০১৫৭।
৩) **কমল কুমার সারাওগী,** ১১বি, যতীন্দ্রমোহন এভিনিউ, বিডন স্ট্রিট, কলকাতা - ০৬।
এছাড়াও বাসস্থান - শ্রাচী গ্রিন উড সোনাটা, টাওয়ার ৩, ফ্ল্যাট নং ১১এন, ১১ তম ফ্লোর, রাজারহাট নিউ টাউন এএ২ডি, সিটি সেন্টার-২ এর কাছে, থানা- ইকো পার্ক, রাজারহাট গোপালপুর (মিউ.), উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০১৫৭।

বিষয়- ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক যাদবপুর শাখার সঙ্গে আপনার আইএনডি এমএসএমই এলএপি লোন অ্যাকাউন্ট নং ৭৮৩২৯২০৬৫৭ প্রসঙ্গে।

আপনাদের মধ্যে ১ম জন হলেন একজন ব্যক্তি/মালিকানাধীন সংস্থা/অংশীদারি সংস্থা/কোম্পানি। ২য় জন হলেন বন্ধকদাতা যিনি ১ম জনের নেওয়া লোন অ্যাকাউন্টের জন্য তাঁর সম্পদ জামানত হিসেবে প্রদান করেছেন এবং ৩য় জন হলেন গ্যারান্টর।
আপনাদের ১ম, ২য় এবং ৩য় জনের অনুরোধে, ব্যাঙ্কিং ব্যবসার সময়কালে, ১ম জনকে নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি মঞ্জুর করা হয়েছিল এবং তা গ্রহণ করা হয়েছিল।
সুবিধার প্রকৃতি- আইএনডি এমএসএমই এলএপি লোন
সীমা- ৫২৪.০০ লক্ষ টাকা
আপনারা সকলে উক্ত সুবিধার জন্য নিম্নলিখিত নথিগুলি সম্পাদন করেছেন :

সুবিধার প্রকৃতি	নথির ধরন
১. আইএনডি এমএসএমই এলএপি লোন	১. ডিপিএন(ডি-২), ২. ডি-৭, ৩. ডি-৩৪, ৪. ডি-৫৭, ৫. ডি-১৩১, ৫. এফ-১৬৪, ৬. এফ-১৬৪এ, ৬. এফ-১৬৭, ৭. এফ-১৭২, ৮. এফ-১৮৯

উক্ত ঋণের পরিশোধের জন্য ২৫.০৭.২০২৪ তারিখে গ্যারান্টির চুক্তি সম্পাদন করে আপনাদের ২য় এবং ৩য় জন ব্যক্তিগতভাবে গ্যারান্টি দিয়েছেন। উক্ত ঋণের পরিশোধ নিম্নে উল্লেখিত সম্পত্তির বন্ধক/হাইপোথিকেশন দ্বারা সুরক্ষিত।
একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ইউনিট, ৪ নম্বর, ৪র্থ ফ্লোরে, যার পরিমাপ কমবেশি ৯৫০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এলাকা, [illegible]

[illegible]

তারিখ : ৩০.০৬.২০২৬, স্থান : কলকাতা **স্বা/- অনুমোদিত আধিকারিক, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

তৃণমূল নেতার বাড়ির ছাদে বিজেপির পতাকা, প্রতিবাদ করতে হামলার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: তৃণমূল নেতার বাড়ির ছাদে বিজেপির পতাকা উড়তে দেখেই প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন একদল কর্মী। আর এই ঘটনায় ওই তৃণমূল নেতা ও তাঁর ছেলে দলবল নিয়ে প্রতিবাদী বিজেপি কর্মীদের ওপর হামলা চালায় বলে অভিযোগ। দু'জন বিজেপি কর্মীকেও ব্যাপক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ উঠেছে। শনিবার দুপুরে এমন ঘটনাকে ঘিরে রীতিমতো উত্তেজনা ছড়িয়েছে চাঁচল থানার খেমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কাশিমপুর এলাকায়। এই ঘটনায় হামলাকারী তৃণমূলের জেলার সাধারণ স ম্পাদক বিশ্বম্ভর প্রসাদ সাহা তাঁর ছেলে বিশ্বজিৎ প্রসাদ সাহা-সহ তাদের দলবলের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন আক্রান্ত বিজেপির এক কর্মী সুকুমার সাহা। পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মালতীপুর বিধানসভার কাশিমপুরের বাসিন্দা বিশ্বম্ভর প্রসাদ সাহা চাঁচল-২ ব্লকের প্রাক্তন কর্মাধ্যক্ষ। ২০২১ সালে কংগ্রেস ছেড়ে পরে তৃণমূলে যোগ দেন। জেলা তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। গত বিধানসভা ভোটে মালতীপুরের প্রার্থী আধুর রহিম বকসির নির্বাচনী এজেন্ট ছিলেন বলে বিজেপির দাবি। আক্রান্ত বিজেপি কর্মী সুকুমার সাহার অভিযোগ, 'বিশ্বম্ভর প্রসাদ সাহা তৃণমূলের জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক পদেও ছিলেন। বিধায়ক আধুর রহিম বকসির অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদল হতেই অদ্ভুত ভাবে এদিন সকাল থেকেই বাড়ির দোতলা ছাদে ওরা বিজেপির ঝান্ডা উড়িয়েছিল। তা দেখে আমরা প্রতিবাদ জানাই। এরপরই ওই তৃণমূল নেতা ও তাঁর ছেলের দলবল মিলে আমাদের ওপর হামলা চালায়।'

আক্রান্ত বিজেপির মালতিপুর ৩ নম্বর মণ্ডল কমিটির সভাপতি ত্রিবেণী সাহা বলেন, কোনও ভাবেই ওই তৃণমূল নেতাকে বিজেপির দলে আসতে দেওয়া যাবে না। বিজেপির পতাকা ব্যবহার করে আবার সে এলাকায় সন্ত্রাস শুরু করবে, কাটমানি তুলবে। এখন ওদের রোজগার বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তাই বাড়ির ছাদে এভাবেই দলের পতাকার অপব্যবহার করে মানুষকে নিজের প্রভাব দেখাতে চাইছে।

যদিও এই ঘটনার পর ওই তৃণমূল নেতা বিশ্বম্ভর প্রসাদ সাহার দাবি, তার ছেলে ২০২৪ সাল থেকেই বিজেপির উত্তর মালদার সাংগঠনিক কমিটির সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। তার ছেলে নিজের বাড়ির দোতলা ছাদে বিজেপির ঝাণ্ডা উড়িয়েছিল। বাড়িতে একদল মানুষ ষড়যন্ত্র করে। পালটা তাদের ওপর হামলা চালানোর চেষ্টা করে। তারা কারওর ওপর হামলা চালায়নি।

বিজেপির উত্তর মালদার সাংগঠনিক সভাপতি নির্মল চন্দ্র মণ্ডল বলেন, তৃণমূল নেতা নিজের ছেলেকে নিয়ে যে দাবি করছেন তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এভাবে বিজেপির দলীয় ঝান্ডা অপব্যবহার করতে দেওয়া যাবে না, একথা সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। চাঁচল থানার পুলিশ জানিয়েছে, লিখিত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা না-মেলায় মহকুমাশাসকের দপ্তরে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: অন্নপূর্ণা যোজনার আর্থিক সহায়তার টাকা এখনও ব্যাংক অ্যাকাউন্টে না-পৌঁছানোর অভিযোগে শনিবার দুর্গাপুর মহকুমা শাসক (এসডিও) দপ্তরের সামনে বিক্ষোভে সামিল হন বহু মহিলা। তাঁদের অভিযোগ, সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে সমস্ত প্রয়োজনীয় নথি জমা দেওয়া হলেও অনলাইনে আবেদনপত্রের স্ট্যাটাসে 'বাতিল' দেখানো হচ্ছে। অথচ কেন আবেদন বাতিল হয়েছে, সে বিষয়ে কোনও স্পষ্ট কারণ জানানো হয়নি।

বিক্ষোভকারীদের দাবি, সমস্যার সমাধানের আশায় তাঁরা মহকুমাশাসক দপ্তরে গেলে কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে আগামী ১০ তারিখের পর পুনরায় আবেদনপত্রের স্ট্যাটাস দেখতে বলা হয়। এই উত্তরে ক্ষোভ আরও বাড়ে এবং দপ্তরের সামনেই বিক্ষোভে ফেটে পড়েন তাঁরা। আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, একাধিকবার দপ্তরে যাতায়াত করেও কোনও সুরাহা মেলেনি। যোগ্য আবেদনকারীদের অকারণে হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে। তাঁদের দাবি, বাতিল হওয়া আবেদনগুলি দ্রুত পুনর্বিবেচনা করে প্রকৃত উপভোক্তাদের প্রাপ্য আর্থিক সহায়তার টাকা অবিলম্বে ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা দিতে হবে।

বিক্ষোভকারীরা জানান, প্রশাসনের কাছ থেকে দ্রুত ইতিবাচক পদক্ষেপ না-হলে ভবিষ্যতে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটতে বাধ্য হবেন তাঁরা।

পুলিশের সঙ্গে বিএমএস কর্মীদের বচসা-ধস্তাধস্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: শনিবার দুপুরে দুর্গাপুরের সাগরভাঙায় অবস্থিত জয় বালাজি কারখানার ৪ নম্বর ইউনিটের গেট কার্যত রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। ভারতীয় মজদুর সংঘ বিএমএসের চলমান ধর্না কর্মসূচি পুলিশ বলপ্রয়োগ করে তুলে দেয় বলে অভিযোগ। এর জেরে মুহূর্তের মধ্যেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এলাকা। বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে পুলিশের তীব্র বচসা, ধস্তাধস্তি ও উত্তেজনায় থমকে যায় গোটা এলাকা।

আন্দোলনকারীদের দাবি, শ্রমিকদের ন্যায্য দাবিদাওয়া নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে শান্তিপূর্ণ অবস্থান চললেও শনিবার আচমকাই বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে ধর্নাস্থলে পৌঁছয় প্রশাসন। এরপর ধর্না তুলে দেওয়ার চেষ্টা করা হলে শ্রমিকরা প্রতিবাদে সরব হন। অভিযোগ, পুলিশ জোরপূর্বক আন্দোলন ভাঙার চেষ্টা করলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় এবং শুরু হয় ধস্তাধস্তি।

বিএমএস নেতৃত্বের অভিযোগ, শ্রমিকদের সাংবিধানিক গণতান্ত্রিক আন্দোলন দমিয়ে দিতে প্রশাসন সরাসরি কারখানা কর্তৃপক্ষের পাশে দাঁড়িয়েছে। পুলিশের ভূমিকা নিয়ে তীব্র প্রশ্ন তুলে তাদের দাবি, শ্রমিকদের কণ্ঠরোধ করতেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। আন্দোলনকারীরা স্পষ্ট জানিয়েছেন, দমন-পীড়নের মুখেও তাঁরা আন্দোলন থেকে সরে আসবেন না, বরং বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটবেন। ঘটনার পর কারখানা চত্বরজুড়ে মোতায়েন করা হয় অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী। পরিস্থিতি ঘিরে এখনও এলাকায় চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে।

অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা না-পেয়ে বিডিও অফিসে মহিলাদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: বকেয়া আর্থিক সহায়তার টাকা না পাওয়ার অভিযোগে বিক্ষোভ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাটে। শনিবার দুপুরে বালুরঘাট বিডিও অফিসের সামনে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন বেশ কিছু মহিলা। দুপুর সাড়ে ১২টা নাগাদ মহিলারা বিডিও অফিসে এসে অবিলম্বে তাঁদের সমস্যার স্থায়ী সমাধান এবং বকেয়া টাকা প্রদানের দাবি জানান। প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনো সদুত্তর না মেলায় ক্ষোভ ক্রমশ বাড়তে থাকে।

বিক্ষোভকারীদের প্রধান অভিযোগ, চলতি বছরের মে ও জুন মাসে তাঁরা প্রত্যেকেই অফলাইনে অন্নপূর্ণা যোজনার জন্য আবেদন ফর্ম পূরণ করেছিলেন। প্রথম দিকে অনলাইনে স্ট্যাটাস 'সাবমিট' দেখালেও পরবর্তীতে কোনও সুনির্দিষ্ট কারণ না-জানিয়েই আবেদনগুলো বাতিল করে দেওয়া হয়। এরপর একাধিকবার দপ্তরে যোগাযোগ করেও তাঁরা কোনও সন্তোষজনক উত্তর পাননি বলে দাবি করেছেন।

এ বিষয়ে এক বিক্ষোভকারী মহিলা মিনুবালা বলেন, 'আমরা ফর্ম রিজেক্ট হওয়ার বিষয়টি অনলাইন স্ট্যাটাস দেখে জানতে পারি। আমাদের আবেদন কেন বাতিল করা হল, তা ঠিক করার কোনও অপশনও রাখা হয়নি। আমরা খেটেখাওয়া সাধারণ মানুষ। আমাদের স্বামীরা অন্যের দোকানে কাজ করে। চার চাকা গাড়ি বা তিনতলা বাড়ি আমাদের নেই। তা হলে কেন আমাদের ফর্ম বাতিল করা হল? আমরা আমাদের ন্যায্য পাওনা চাই।'

আন্দোলনে সামিল অপর এক বিক্ষোভকারী দেবিকা বর্মন ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, 'আমরা সাধারণ ঘরের মহিলারা কেন টাকা পাব না? অথচ যাঁরা আইসিডিএস বা হাই স্কুলে চাকরি করেন, তাঁরা অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের টাকা পাচ্ছেন। প্রথমে আমাদের ফর্ম সাবমিট দেখাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ তিন তারিখ রাত থেকে ফর্ম রিজেক্ট দেখাতে শুরু করেছে। আমরা বিডিও অফিসে আসায় কোনো আধিকারিক কথাই বলছেন না। আমরা জানতে চাই, ঠিক কী কারণে আমাদের ফর্ম রিজেক্ট হল।'

আবেদন বাতিলের কারণ স্পষ্টভাবে জনসমক্ষে আনা এবং দ্রুত বকেয়া অর্থ প্রদানসহ সমস্যার স্থায়ী সমাধানের দাবিতে উপভোক্তারা দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ জারি রাখেন। প্রশাসনের উচ্চপদস্থ কর্তারা এই বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ না-নিলে আগামী দিনে আন্দোলন আরও তীব্র করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ক্ষুব্ধ মহিলারা।

সরছে বিশ্ববাংলা, দুর্গাপুরে কেন এখনও বহাল লোগো?

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে সরকারি স্থাপনা থেকে 'বিশ্ববাংলা' লোগো অপসারণের কাজ শুরু হলেও, দুর্গাপুরে এখনও সেই লোগো বহাল থাকায় নতুন করে রাজনৈতিক বিতর্ক দানা বেঁধেছে। শহরের ডিএমসি মোড়ে অবস্থিত বিশ্ববাংলা লোগো-সংবলিত একটি স্তম্ভ এখনও আগের মতোই রয়েছে, যা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বিরোধী শিবির।

বিজেপির দাবি, রাজ্যজুড়ে সরকারি সম্পত্তি থেকে বিশ্ববাংলা লোগো সরানোর প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। কিন্তু দুর্গাপুরে এখনও পর্যন্ত ওই লোগো অপসারণ না হওয়ায় প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। বিজেপি নেতৃত্বের অভিযোগ, এখানে কেন এখনও সেই নির্দেশ কার্যকর করা হয়নি, তার স্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রশাসনকে দিতে হবে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর চর্চা। একদিকে যখন রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় বিশ্ববাংলা লোগো অপসারণের কাজ এগোচ্ছে, তখন দুর্গাপুরে তার ব্যতিক্রমী চিত্র সামনে আসায় বিষয়টি নিয়ে নতুন করে বিতর্কের পারদ চড়েছে।

পালাবদলের পর হাড়োয়াতে প্রথম জাতীয় কংগ্রেসের কর্মিসভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাড়োয়া: কংগ্রেস ভাঙার কাজ করছিল তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূল ক্ষমতাচ্যুত হতেই অস্তিত্ব বিপন্ন হতে বসেছে ঘাসফুল দলের। পুনরায় বাড়ছে কংগ্রেস। সেই লক্ষ্যেই বসিরহাটের হাড়োয়া ব্লক কংগ্রেসের আয়োজনে আইএনটিইউসি ও কিষান কংগ্রেসের ব্যবস্থাপনায় হাড়োয়ার একটি অনুষ্ঠান গৃহে জাতীয় কংগ্রেস কর্মীদের নিয়ে একটি বিশেষ কর্মী বৈঠক করলেন কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ। রাজ্যে পালাবদলের পর হাড়োয়াতে এই প্রথম অনুষ্ঠিত হলো জাতীয় কংগ্রেসের কর্মিসভা। উক্ত কর্মিসভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইএনটিইউসি জেলা সভাপতি প্রীতম দাশ ও কিষান কংগ্রেসের সভানেত্রী কল্যাণী মজুমদার রাজ্যের পিসিপি-সহ সভাপতি অমিত মজুমদার হাড়োয়া ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি মণিরুজ্জামান মিস্টার ও খাশবালান্দা অঞ্চল সভাপতি শাহাবুদ্দিন মোল্লা সহ জাতীয় কংগ্রেসের অন্যান্য নেতা নেতৃবৃন্দ উক্ত কর্মী বৈঠককে কেন্দ্র করে জাতীয় কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো তার পাশাপাশি পালাবদলের পর এই প্রথম কর্মীসভায় কংগ্রেস সমর্থকদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো ফলে আগামী দিনে এই কর্মী সভা অনুষ্ঠিত হওয়ায় কংগ্রেসের সাংগঠনিক ক্ষেত্রে অনেকটাই মজবুত হবে বলে মনে করেন জাতীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/ ৯৮৭৪০ ৯২২২০

৫০ বছর পূর্তিতে বর-বধূ বেশে ফের বিবাহ

প্রীতিলতা বন্দ্যোপাধ্যায়

পূর্ব বর্ধমান: শনিবার সাতসকালেই বর্ধমানের অধিষ্ঠাত্রী সর্বমঙ্গলা মন্দিরে দেখা গেল সিঁদুর দান, মালা বদল, উলুধ্বনি আর সঙ্গে লাজে রাঙা হল কনে বউ গো। ৫০ বছরের বিবাহের পূর্তি উপলক্ষে সর্বমঙ্গলা মন্দির প্রাঙ্গণে দুই ছেলে বউমা, নাতি এবং অন্যান্যদের সঙ্গে বর বিশ্বনাথ গাঙ্গুলি এবং কনে মীরা গাঙ্গুলি আবারও নতুন করে মালাবদল সিঁদুর দান করলেন। পশ্চিম বর্ধমানের রানিগঞ্জের বাসিন্দা প্রাক্তন ইসিএলের পিএস কর্মী বিশ্বনাথবাবু এবং প্রাক্তন প্রধান শিক্ষিকা মীরা গাঙ্গুলি এদিন একেবারে নতুন বর-বধূর বেশে সেজেছিলেন।

নিজের বাবা এবং মায়ের আবার নতুন করে নিয়ম মেনে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে বড় ছেলে দেব নির্মাল্য গঙ্গোপাধ্যায় (ডিপার্টমেন্ট অফ এগ্রিকালচার রায়গঞ্জ ইউনিভার্সিটি অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর) ছোট ছেলে দেবমাল্য গাঙ্গুলি (শিলিগুড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক) ছোট বউমা মন্দিরা গাঙ্গুলি (অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার শিলিগুড়িতে কর্মরত) বড় বউমা সংঘমিত্রা গাঙ্গুলি (স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার চিফ ম্যানেজার) জানান, তাদের মা বাবা ৫০ বছর আগে ঠিক বিয়ের সময় মা সর্বমঙ্গলা মন্দিরে এসেছিলেন, আজ ৫০ বছর পূর্ণ হল তারা নিজের নিজের জায়গা থেকে প্রত্যেকেই এসে তাদের বাবা-মাকে আবার নতুন করে বিবাহবন্ধনে বেঁধে দিলেন এবং সঙ্গে ছোট বউ মা গাইলেন লাজে রাঙা হলো কনে বউ গো । এই বিষয়ে নাতি ছোট্ট সৌমার্ঘ্য জানায়, এদিন তাঁদের বাড়িতে দারুণ আনন্দ উৎসব অনুষ্ঠানের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন হয়েছে। দাদু-ঠাকুমার বিয়েতে তারা এসেছে এবং এদিন সকাল বেলায় এই মা সর্বমঙ্গলা মন্দিরে এসে পুজো দিয়েছে। সমস্ত রীতি নিয়ম সম্পন্ন করে মন্দিরে উপস্থিত ভক্তদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করলেন নবদম্পতি।

ইংডিয়ন বৈংক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
যাদবপুর শাখা, ১৪/১ এসপিডি ব্লক, বাঘাযতীন, কলকাতা-৮৬
ই-মেইল আইডি- jadavpur.kolkata@indianbank.co.in
দাবি বিজ্ঞপ্তি
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২-এর সেকশন ১৩(২) এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি

১) **মেসার্স মহাবীর স্টোর্স,** ১৭০/১, এমজি রোড, কলকাতা - ০৭।
২) **আয়ুশ সরাউগি,** পিতা- কমল কুমার সরাউগি, ১১বি, যতীন্দ্রমোহন এভিনিউ, বিডন স্ট্রিট, কলকাতা - ০৬। এছাড়াও আবাসিক ঠিকানা- শ্রাচি গ্রিন উড সোনাটা, টাওয়ার -৪ , ফ্ল্যাট নং ১২কে, ১২ তম ফ্লোর, রাজারহাট নিউ টাউন এএ২ডি, সিটি সেন্টার-২ এর কাছে, থানা - ইকো পার্ক, রাজারহাট গোপালপুর (এম), উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০১৫৭।
৩) **কমল কুমার সরাউগি,** ১১বি, যতীন্দ্রমোহন এভিনিউ, বিডন স্ট্রিট, কলকাতা - ০৬। এছাড়াও আবাসিক ঠিকানা- শ্রাচি গ্রিন উড সোনাটা, টাওয়ার -৩, ফ্ল্যাট নং ১১এন, ১১ তম ফ্লোর, রাজারহাট নিউ টাউন এএ২ডি, সিটি সেন্টার-২ এর কাছে, থানা - ইকো পার্ক, রাজারহাট গোপালপুর (এম), উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০১৫৭।

বিষয় : ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক যাদবপুর শাখায় আপনার আইবি মাই ওন শপ অ্যাকাউন্ট নং ৭৯৬২৮১৬৫৪৮ প্রসঙ্গে।
আপনাদের মধ্যে ১ম জন হলেন একজন ব্যক্তি/মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান/**অংশীদারি সংস্থা**/কোম্পানি। আপনাদের মধ্যে ২য় জন হলেন বন্ধকদাতা যিনি আপনাদের ১ম জনের গৃহীত ঋণ অ্যাকাউন্টের নিরাপত্তা হিসেবে তার সম্পত্তি প্রদান করেছেন এবং আপনাদের মধ্যে ৩য় জন হলেন গ্যারান্টার (জামিনদার)।
আপনাদের ১ম, ২য় এবং ৩য় জনের অনুরোধে, ব্যাঙ্কিং ব্যবসার ধারাবাহিকতায়, নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি মঞ্জুর করা হয়েছিল এবং ১ম জন তা গ্রহণ করেছিলেন।
সুবিধার প্রকৃতি- আইবি মাই ওন শপ লোন
সীমা- ২০০.০০ লক্ষ টাকা
উক্ত প্রতিটি সুবিধার জন্য আপনারা সকলে নিম্নলিখিত নথিপত্র সম্পাদন করেছেন :

ইংডিয়ন বৈংক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
যাদবপুর শাখা, ১৪/১ এসপিডি ব্লক, বাঘাযতীন, কলকাতা-৮৬
ই-মেইল আইডি- jadavpur.kolkata@indianbank.co.in
দাবি বিজ্ঞপ্তি
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২-এর সেকশন ১৩(২) এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি

ইংডিয়ন বৈংক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
রাসেল স্ট্রিট ব্রাঞ্চ ৫-বি
রাসেল স্ট্রিট, পার্ক স্ট্রিট এরিয়া
কলকাতা-৭০০০৭১
পরিশিষ্ট - IV ঈরুল-৮(১)}
দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
যেহেতু, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২-এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮ এবং ৯-এর সাথে পঠিত সেকশন ১৩(১২)-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক-এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসাবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০.০১.২০২৬ তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছেন, যেখানে **শ্রী জনমেজয় জানা,** ঠিকানা- সত্যদাসপুর, কৃষ্ণদাসপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন কোড-৭৪৩৩৭১-কে আমাদের রাসেল স্ট্রিট শাখার সাথে নোটিশে উল্লেখিত **৪৭,২৪,৪২২.০০/- টাকা (সাতচল্লিশ লক্ষ চব্বিশ হাজার চারশো বাইশ টাকা মাত্র)** উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করার আহ্বান জানানো হয়েছে।
ঋণগ্রহীতা উক্ত পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সর্বসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের সেকশন ১৩(৪)-এর সাথে পঠিত উক্ত এক্ট এর রুল ৮ এবং ৯ অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **৪ঠা জুলাই, ২০২৬** তারিখে নিচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা যেন উক্ত সম্পত্তির সাথে কোনও লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির সাথে যে কোনও লেনদেন ০৪.০৭.২০২৬ তারিখের হিসাব অনুযায়ী **৪৯,৩৭,৪৭৯.০০/- (ঊনপঞ্চাশ লক্ষ সাঁইত্রিশ হাজার চারশো ঊনআশি টাকা মাত্র)** এবং তার ওপর সুদ-সহ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের চার্জের অধীন হবে।
আমরা সারফায়েসি অ্যাক্টের সেকশন ১৩(৮) এর বিধান এবং তার অধীনে প্রণীত রুলগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যা সিকিউরিটিগুলির পুনরুদ্ধারের আপনার অধিকারের সাথে সম্পর্কিত।
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
বন্ধক রাখা সম্পত্তি: সিইআরএসএআই অ্যাসেট আইডি- ২০০০৭৯৭২৬৮৩৮, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইডি- ৪০০০৭৮০৮১০১৬
সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল রেসিডেন্সিয়াল ফ্ল্যাট নং ১৬, যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১০২৫ বর্গফুট, ব্লক সি-এর ৪র্থ ফ্লোরে এবং একটি খোলা কার পার্কিং স্পেস যার পরিমাপ ১৩৫ বর্গফুট, জি + ৫ ভবনের গ্রাউন্ড ফ্লোরে, জমি ও ভবনের অবিভক্ত আনুপাতিক অংশ সহ, মৌজা - নাকতলা, জে.এল. নং - ৩২, তৌজি নং - ৫৬, খতিয়ান নং - ১৯৯ এবং ২৭৮, দাগ নং - ৮৬, ৮২ এবং ২১৪, প্রাঙ্গণ নং - ২৩৭, কেএমসি-এর ওয়ার্ড নং - ১০০, এনএসসি বোস রোড, পোঃ - নাকতলা, থানা - যাদবপুর বর্তমানে নেতাজি নগর, কলকাতা - ৭০০০৪৭, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, সেল ডিড নং - ০২৫৭৩/২৪, আই-৩৫২৪/২৪ তারিখ ২০.০২.২০২৪, জেলা সাব-রেজিস্ট্রার- ৩, আলিপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, যা ২০২৪ সালের জন্য বুক-১, ভলিউম নং - ১৬০৩-২০২৪, পৃষ্ঠা ৮৩৭৮৮ থেকে ৮৩৮১১, নম্বর - ১৬০৩০৫১৫৫-এ নিবন্ধিত। **চৌহদ্দি: উত্তরে:** নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস রোড; **দক্ষিণে:** টালি ক্যানেল, মেট্রো রেলওয়ে; **পূর্বে:** ১২ ফুট চওড়া সাধারণ প্যাসেজ এবং পশ্চিমে- টোডি রেসিডেন্সিয়াল কমপ্লেক্স, ডি ঘোষের বাড়ি এবং ইউকো ব্যাঙ্ক। সম্পত্তিটি শ্রী জনমেজয় জানা-র নামে রয়েছে।
তারিখ: ০৪.০৭.২০২৬
স্থান: কলকাতা
স্বাঃ/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইংডিয়ন বৈংক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
রাসেল স্ট্রিট ব্রাঞ্চ ৫-বি
রাসেল স্ট্রিট, পার্ক স্ট্রিট এরিয়া
কলকাতা-৭০০০৭১
পরিশিষ্ট - IV ঈরুল-৮(১)}
দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
যেহেতু, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২-এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮ এবং ৯-এর সাথে পঠিত সেকশন ১৩(১২)-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক-এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসাবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ১৩.০৪.২০২৬ তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছেন, যেখানে ঋণগ্রহীতা **শ্রী অমিতাভ রায়,** পিতা শ্রী তপন কুমার রায়, ঠিকানা- ১১২ বৈকুণ্ঠপুর, নালপুকুরপাড়, বাঁশবেড়িয়া, চুঁচুড়া, মগরা, হুগলী, পিন-৭১২৫০৩-কে আমাদের রাসেল স্ট্রিট শাখার সাথে নোটিশে উল্লেখিত **৪৩,১৭,৪৫৬/- টাকা (তেতাল্লিশ লক্ষ সতেরো হাজার চারশো ছাপ্পান্ন টাকা মাত্র)** উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করার আহ্বান জানানো হয়েছে।
ঋণগ্রহীতা উক্ত পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সর্বসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের সেকশন ১৩(৪)-এর সাথে পঠিত উক্ত এক্ট এর রুল ৮ এবং ৯ অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, **৪ঠা জুলাই, ২০২৬** তারিখে নিচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা যেন উক্ত সম্পত্তির সাথে কোনও লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির সাথে যে কোনও লেনদেন ০৪.০৭.২০২৬ তারিখের হিসাব অনুযায়ী **৪৩,৯১,৮৪৮/- (তেতাল্লিশ লক্ষ একানব্বই হাজার আটশো আটচল্লিশ টাকা মাত্র)** এবং তার ওপর সুদ-সহ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের চার্জের অধীন হবে। আমরা সারফায়েসি অ্যাক্টের ১৩(৮) সেকশন এর বিধান এবং তার অধীনে প্রণীত রুলগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যা সিকিউরিটিগুলির পুনরুদ্ধারের আপনার অধিকারের সাথে সম্পর্কিত।
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
বন্ধক রাখা সম্পত্তি: সিইআরএসএআই অ্যাসেট আইডি- ২০০০৭৯৭২৩৬৪৪- সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইডি- ৪০০০৭৮০৭৭৯৫৭
সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল রেসিডেন্সিয়াল ফ্ল্যাট নং - ২বি, যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১৩৫০ বর্গফুট, ব্লক এ-এর ২য় ফ্লোরে এবং একটি খোলা কার পার্কিং স্পেস যার পরিমাপ ১৩৫ বর্গফুট, জি + ৫ ভবনের গ্রাউন্ড ফ্লোরে, জমি ও ভবনের অবিভক্ত আনুপাতিক অংশ সহ, মৌজা - নাকতলা, জে.এল. নং - ৩২, তৌজি নং - ৫৬, খতিয়ান নং - ১৯৯ এবং ২৭৮, দাগ নং - ৮৬, ৮২ এবং ২১৪, প্রাঙ্গণ নং - ২৩৭, কেএমসি-এর ওয়ার্ড নং - ১০০, এনএসসি বোস রোড, পোঃ - নাকতলা, থানা - যাদবপুর বর্তমানে নেতাজি নগর, কলকাতা - ৭০০০৪৭, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, সেল ডিড নং - ০২৮৮৬/২৪, I-১৬০৩/২৪ তারিখ ২৩.০২.২০২৪ অনুযায়ী, জেলা সাব-রেজিস্ট্রার-৩, আলিপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, যা ২০২৪ সালের জন্য বুক-১, ভলিউম নং - ১৬০৩-২০২৪, পৃষ্ঠা ৯১৫৩৭ থেকে ৯১৫৬০, নম্বর ১৬০৩০২৮৮৬-এ নিবন্ধিত।
চৌহদ্দি: উত্তরে: নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস রোড; **দক্ষিণে:** টালি ক্যানেল, মেট্রো রেলওয়ে; **পূর্বে:** ১২ ফুট চওড়া সাধারণ প্যাসেজ এবং **পশ্চিমে:** তোদি রেসিডেন্সিয়াল কমপ্লেক্স, ডি ঘোষের বাড়ি এবং ইউকো ব্যাঙ্ক।
সম্পত্তি শ্রী অমিতাভ রায়-এর নামে রয়েছে।
তারিখ: ০৪.০৭.২০২৬
স্থান: কলকাতা
স্বাঃ/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

লস্কর, জইশের ২৩ পাক কম্যান্ডারকে ‘সন্ত্রাসবাদী’ ঘোষণা ইউএপিএ-তে

নয়াদিল্লি, ৪ জুলাই: জম্মু ও কাশ্মীরের নাশকতামূলক কার্যকলাপের ষড়যন্ত্রে জড়িত ২৩ জনকে ‘সন্ত্রাসবাদী’ ঘোষণা করল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সরকার। বেআইনি কার্যকলাপ প্রতিরোধ আইন (ইউএপিএ) অনুযায়ী কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফে শনিবার এ বিষয়ে গেজেট নোটিফিকেশন জারি করা হয়েছে।

সন্ত্রাসবাদী তালিকায় নাম ওঠার ফলে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ) সংশ্লিষ্ট ২৩ জনের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে এবং আর্থিক লেনদেন ব্লক করতে পদক্ষেপ করতে পারবে। আন্তর্জাতিক পুলিশ সংগঠনের (ইন্টারপোল) কাছেও এদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় তথ্যপ্রমাণ পেশ করে পদক্ষেপের আবেদন জানানো যাবে। প্রসঙ্গত, ২০১৯ সালে প্রথম বার ইউএপিএ-তে দাউদ ইব্রাহিম, হাফিজ সইদ, জাকিউর রহমান লকভি এবং মৌলানা মাসুদ আজহারকে ‘সন্ত্রাসবাদী’ ঘোষণা করেছিল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। এ বার ঘোষিত হল ২৩ জনের নাম।

ঘটনাচক্রে, ওই ২৩ জন সন্ত্রাসবাদীই পাকিস্তানি নাগরিক বা পাকিস্তানে অবস্থানরত। লস্কর-এ-তইবা, জইশ-ই-মহম্মদ বা গত বছর পহেলগাঁওয়ের বৈসরণ উপত্যকায় পর্যটক হত্যাকাণ্ডে জড়িত ‘দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট’ (টিআরএফ)-এর মতো হাইব্রিড টেররিজম-এ জড়িত ‘নিষিদ্ধ’ সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর কমান্ডারেরা রয়েছেন এই তালিকায়। রয়েছে লস্করের প্রতিষ্ঠাতা হাফিজ সইদের নেতৃত্বাধীন কট্টরপন্থী গোষ্ঠী জামাত-উদ-দাওয়ার কয়েক জন নেতার নামও। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ‘নিষিদ্ধ সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত এই সন্ত্রাসবাদীরা জম্মু ও কাশ্মীরে অস্ত্র সরবরাহ, অনুপ্রবেশ, এবং হামলা পরিচালনার মূল ষড়যন্ত্রকারী।’

এই তালিকাভুক্তদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ নাম-মাসুদ ইলিয়াস কাশ্মীরি (জইশ-ই-মহম্মদ), মহম্মদ মুসাদ্দিক (জইশ-ই-মহম্মদ), মুফতি মুহাম্মদ আসগর খান (জইশ-ই-মহম্মদ), হাফিজ আবদুল শুকুর (জইশ-ই-মহম্মদ), আবদুল্লাহ জেহাদি (জইশ-ই-মহম্মদ), ফিরদৌস আহমদ ভাট (লস্কর-এ-তইবা), বিলাল আহমদ মির (দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট), অন্যান্য সন্ত্রাসবাদী। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের গেজেট নোটিফিকেশনে ‘হাফিজ সইদের ঘনিষ্ঠ’ হিসাবে লস্করের আবদুল রউফ, হাফিজ খালিদ ওয়ালিদ এবং রানা ইফতেখারকে চিহ্নিত করা হয়েছে। সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলির মধ্যে সমন্বয়ের জন্য কট্টরপন্থী পাক গোষ্ঠী জামাত-উদ-দাওয়ার তরফে দায়িত্বপ্রাপ্ত ইফতেখার। রউফও জামাত-উদ-দাওয়ার নেতা। সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের পরিকল্পনা ও সমন্বয়, অর্থ সংগ্রহের সঙ্গে জড়িত। ওয়ালিদ বর্তমানে হাফিজের নিরাপত্তা দায়িত্বপ্রাপ্ত। তিনিও কাশ্মীরে একাধিক সন্ত্রাসবাদী হামলার মূল পরিকল্পনাকারী।

বদ্রীনাথেও এবার দানের টাকা চুরি

নয়াদিল্লি, ৪ জুলাই: রামমন্দিরে দানের টাকা চুরির ঘটনায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে গোটা দেশে। এই ডামাডোলের মাঝেই হিন্দুদের পবিত্র তীর্থস্থান বদ্রীনাথেও অনুদানের টাকা চুরির অভিযোগ উঠল। বিষয়টি সামনে আসতেই নড়েচড়ে বসেছে বদ্রীনাথ-কেদারনাথ মন্দির কমিটি। এহেন গুরুতর অভিযোগের ভিত্তিতে উচ্চপর্যায়ের তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে মন্দির কমিটি। উল্লেখ্য, চলতি মরশুমে এখনও পর্যন্ত কেদারনাথ ও বদ্রীনাথ মন্দির থেকে প্রণামী বাবদ প্রায় ৭০ কোটি টাকা অনুদান এসেছে। পাশাপাশি মন্দিরের গেস্ট হাউস থেকেই বিপুল টাকা আয় হয়েছে। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে প্রতি বছর এখান থেকে ৫০ থেকে ৮০ কোটি টাকা আয় হয়। রাম মন্দিরে চুরির ঘটনা সামনে আসার পর এবার বদ্রীনাথেও অনুদান চুরির অভিযোগে স্বাভাবিকভাবেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে। জানা গিয়েছে, গত শুক্রবার ভৈরব সেনা নামে একটি হিন্দু সংগঠনের তরফে বদ্রীনাথ-কেদারনাথ মন্দির কমিটির কার্যনির্বাহী আধিকারিক সোহন সিং রাঙ্গারকে চিঠি দেওয়া হয়। যেখানে অভিযোগ

তোলা হয়, মন্দির কমিটির চেয়ারম্যান হেমন্ত দ্বিবেদীর ব্যক্তিগত সচিব বদ্রীনাথ মন্দিরের প্রণামীর টাকা চুরির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। বিষয়টি তাদের তরফে অনেক আগেই চেয়ারম্যানের নজরে আনা হয়েছিল, কিন্তু মন্দির কমিটির চেয়ারম্যান বিষয়টিকে গুরুত্ব দেননি। বিষয়টি খতিয়ে দেখতে সিসিটিভির সাহায্য নেওয়ারও দাবি জানানো হয়েছে। শীর্ষ মহলে অভিযোগ ওঠার পরই মন্দির কমিটির চেয়ারম্যান হেমন্ত দ্বিবেদী তদন্তের নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, যে কর্মীর বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা হয়েছে তিনি কমিটির একজন স্থায়ী কর্মী। অভিযুক্ত কর্মী এর আগে ৩ জন চেয়ারম্যানের ব্যক্তি সহকারী হিসেবে কাজ করেছেন। যদি তাঁর বিরুদ্ধে টাকা চুরির অভিযোগ ওঠে তবে তার তদন্ত হবে। অভিযোগ সত্য প্রমাণ হলে কঠোর পদক্ষেপ করা হবে। পাশাপাশি মন্দির কমিটির কার্যনির্বাহী আধিকারিক সোহন সিং রাঙ্গার বলেন, মন্দিরের সিসিটিভি পরীক্ষা হয়েছে। তবে ফুটেজ বিশেষ স্পষ্ট নয়। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখতে বিশেষ তদন্ত কমিটি গঠন করা হচ্ছে। কারচুপি প্রমাণিত হলে কঠোর পদক্ষেপ করা হবে।

গুজরাত ও মধ্যপ্রদেশে জইশের ‘স্লিপার সেলের’ আট সদস্য ধৃত

ভোপাল ও আমদাবাদ, ৪ জুলাই: ধর্মীয় শিক্ষার নামে চলত মগজধোলাই। নাম ভাঁড়িয়ে কয়েকটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান থেকে গোপনে চালাতেন জঙ্গি কার্যকলাপ। দেশে বড়সড় হামলার ছকও কষা হয়েছিল বলে অভিযোগ। কিন্তু তার আগেই গুজরাত পুলিশের সন্ত্রাসদমন শাখা (এটিএস) অভিযান চালিয়ে গুজরাত এবং মধ্যপ্রদেশ থেকে গ্রেপ্তার করল জইশ জঙ্গি সংগঠনের ‘স্লিপার’ সেলের অত্যন্ত সক্রিয় আট সদস্যকে। এটিএস সূত্রে খবর, গুজরাতে সন্ত্রাসের জাল বিস্তার করেছিল এই স্লিপার সেল। এখান থেকেই দেশের বড় শহরগুলিতে হামলার পরিকল্পনা করা হচ্ছিল। গুজরাতের কোথায় কোথায় এই স্লিপার সেলের নেটওয়ার্ক রয়েছে, সেগুলি খুঁজে বার করার জন্য রাজ্য জুড়ে তল্লাশি অভিযান চালানো হচ্ছে। তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, ধৃতেরা সকলেই নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন জইশ-ই-মহম্মদের সদস্য। ধৃতেরা হলেন, আহমদ আবদুল্লা, আবু হামজা, আবু আয়া, জাকারিয়া দুরানি, মুফতি সাহাব, মহম্মদ আমিন শেরা, আবদুল রহমান সাভধি, আবু দুজানা। এটিএস সূত্রে খবর, শুক্রবার জইশের ওই আট সদস্যকে গুজরাতের বনাসকণ্ঠা, পাটন, নবসারি এবং মধ্যপ্রদেশের দেওয়াস থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এটিএসের দাবি, দুই রাজ্যে বেশ কয়েকটি ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে এই স্লিপার সেলের সদস্যেরা জঙ্গি কার্যকলাপ চালাতেন। শুধু তা-ই নয়, ধর্মীয় শিক্ষার নামে মগজধোলাই চলত বলেও দাবি তদন্তকারীদের। ধৃত জইশ জঙ্গিদের বয়স ১৮ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে।

ভারতের ই-২০ পেট্রোল কিনবে না ভুটান

থিম্ফু, ৪ জুলাই: দেশের মাটিতে সমালোচনায় বিদ্ধ ইথানল মিশ্রিত পেট্রোল ‘ই-২০’। কেন্দ্রের এই প্রকল্পে মাইলেজ কমে যাওয়ার পাশাপাশি গাড়ির বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এহেন পরিস্থিতির মাঝেই প্রতিবেশী দেশ ভুটানকে এই ই-২০ পেট্রোল দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল ভারত। তবে সে প্রস্তাব খারিজ করে ভুটানের তরফে জানানো হয়েছে সাধারণ পেট্রোলই দেওয়া হোক তাদের। এমনটাই দাবি ভুটানের সংবাদমাধ্যমের। প্রতিবেশী দেশ ভুটান নিজেদের চাহিদার সমস্ত জ্বালানি ভারত থেকেই কেনে। এই অবস্থায় ভুটানের দাবি, ই-২০ পেট্রোল শুধু যানবাহনের মাইলেজের ক্ষেত্রেই সমস্যার নয়, অন্যান্য সমস্যাও রয়েছে। সংবাদমাধ্যমের রিপোর্ট অনুযায়ী, ভুটান ভারত থেকে তেল কিনে ভূগর্ভস্থ ট্যাঙ্কে সংরক্ষণ করে। দেশটির এক আধিকারিক বলেন, এই ট্যাঙ্কগুলিতে ই-২০ মিশ্রিত পেট্রোল সংরক্ষণ করা হলে জল চুঁইয়ে

পড়ার ঝুঁকি থাকবে। ভুটানের সংবাদপত্রে বলা হয়েছে, ভূগর্ভস্থ ট্যাঙ্কগুলি ইথানল মিশ্রিত পেট্রোল সংরক্ষণের উপযুক্ত নয়। তাই এই পেট্রোল কিনবে না তারা। জানা যাচ্ছে, ই-২০ পেট্রোল নিয়ে ভারতের অন্দরে যেসব অভিযোগ উঠেছে তা নিয়ে যথেষ্ট সতর্ক ভুটান। সে কথা মাথায় রেখেই প্রস্তাব খারিজ করা হয়েছে। ভুটানের সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা যাচ্ছে, সে দেশের বেশিরভাগই পার্বত্য অঞ্চল। ফলে এখানে দীর্ঘ চড়াই ও উতরাই রয়েছে। এদিকে ভারতে এই পেট্রোল নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক শুরু হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে ই-২০ পেট্রোল যানবাহন নষ্ট করছে। সর্বত্র এহেন অভিযোগ ওঠায় চাপে ভারত সরকার। এই অবস্থায় ভুটানের দাবি, যেহেতু তাদের দেশ পাহাড়ে ঘেরা তাই পার্বত্য অঞ্চলে চলাচলের জন্য যানবাহনে বেশি মাইলেজ প্রয়োজন। ফলে ই-২০ পেট্রোলকে ঘিরে অভিযোগ উঠছে তা সত্যি প্রমাণিত হলে, সমস্যা বাড়বে।

খামেনেইয়ের শেষকৃত্য চলাকালীনই ইরানকে গুঁড়িয়ে দেওয়ার দাবি ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন, ৪ জুলাই: ইরানের প্রয়াত সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেইয়ের শেষকৃত্য চলছে। ছ’দিন ধরে ইরান এবং ইরাকের বিভিন্ন শহরে খামেনেই এবং তাঁর আত্মীয়দের শেষবিদায় জানাবে জনতা। সেই আবহে আবার ইরানকে নিশানা করে বার্তা উড়ে এল সুদূর আমেরিকা থেকে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানান, তিনি এবং আমেরিকার সেনাবাহিনী ইরানকে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। পাশাপাশি এ-ও জানান, খামেনেইয়ের শেষকৃত্যের জন্য তিনি ইরানকে ‘ছ’দিনের ছুটি’ দিয়েছেন। অর্থাৎ, তাঁর ইঙ্গিত, খামেনেইয়ের শেষকৃত্য মিটলে দ্বিতীয় দফা শান্তি আলোচনায় বসতে পারে আমেরিকা এবং ইরান। ট্রাম্পের কথায়,

‘আমরা একদিনেই ভেনেজুয়েলাকে হারিয়েছি, আর ইরানকে যুদ্ধে নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছি। কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছোনোর জন্য ইরান মরিয়া হয়ে রয়েছে। আমরা ভাল মানুষ বলে একটা শেষকৃত্যের জন্য ইরানকে এক সপ্তাহের ছুটি দিয়েছি।’ গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরানের বিরুদ্ধে সংঘাত শুরু করেছিল আমেরিকা। সেই সংঘাতে জড়ায় ইজরায়েলও। আর প্রথম দিনের হামলাতেই প্রাণ হারান আলি খামেনেই। এত দিন তাঁর দেহ কফিনবন্দি করে রাখা হয়েছিল। চার মাসের বেশি সময় পর আলি খামেনেই এবং তাঁর নিহত পরিবারের সদস্যদের শেষকৃত্যের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। সাধারণত, মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা বা কয়েক দিনের মধ্যেই শেষকৃত্য সম্পন্ন করাই রীতি। তবে যুদ্ধের আবহে সেই রীতির ব্যতিক্রম ঘটে।

ময়দান

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে অভিষেক বৈভব সূর্যবংশীর, ভাঙলেন সচিনের নজির

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারতের জার্সিতে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হল ১৫ বছরের বিস্ময় প্রতিভা বৈভব সূর্যবংশীর। শনিবার ম্যাঞ্চেস্টারে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি ম্যাচে প্রথম একাদশে সুযোগ পেলেন বিহারের সমস্তিপুরের এই বাঁহাতি ওপেনার। সঞ্জু স্যামসনের পরিবর্তে দলে জায়গা পেয়েছেন বৈভব এবং অভিষেক শর্মার সঙ্গে ইনিংসের সূচনা করবেন তিনি। এই ম্যাচে নেমেই ভারতের ১২২তম টি-২০ আন্তর্জাতিক ক্রিকেটার হওয়ার পাশাপাশি দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে কম বয়সি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটার হিসেবেও নজির গড়লেন তিনি। গত কয়েক দিন ধরেই ভারতীয় ক্রিকেটে সবচেয়ে বড় আলোচনার বিষয় ছিল, কবে প্রথম একাদশে দেখা যাবে বৈভবকে। আয়ারল্যান্ড এবং ইংল্যান্ড মিলিয়ে প্রথম তিনটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচে তাঁকে সুযোগ দেয়নি টিম ম্যানেজমেন্ট। সেই সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন একাধিক প্রাক্তন ক্রিকেটার। তাঁদের মতে, দুর্দান্ত ছন্দে থাকা এমন একজন ব্যাটারকে বেঞ্চে বসিয়ে রাখা দলের জন্যই ক্ষতিকর। এদিকে নতুন অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ারের নেতৃত্বে প্রথম তিন ম্যাচে জয়ের মুখও দেখেনি ভারত। বিশেষ করে ওপেনিং বিভাগে ধারাবাহিক ব্যর্থতা নির্বাচকদের উপর চাপ আরও বাড়িয়ে দেয়। শেষ পর্যন্ত সেই চাপেরই যেন ইতিবাচক ফল মিলল। টিম ম্যানেজমেন্ট তরুণ প্রতিভার উপর আস্থা রেখে তাঁকে প্রথম একাদশে সুযোগ দিল। বৈভবের জাতীয় দলে ডাক পাওয়াটা অবশ্য মোটেও আকস্মিক নয়। এবারের আইপিএলে তিনি কার্যত ঝড় তুলেছিলেন। ১৬ ইনিংসে ৭৭৬ রান করে টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক হন। শুধু অরেঞ্জ ক্যাপই নয়, একসঙ্গে জিতেছিলেন ‘মোস্ট ভ্যালুয়েবল প্লেয়ার’, ‘সুপার স্ট্রাইকার অফ দ্য সিজন’, ‘ইমার্জিং প্লেয়ার অফ দ্য সিজন’ এবং ‘মোস্ট সিক্সেস’-সহ মোট পাঁচটি ব্যক্তিগত পুরস্কার। পুরো প্রতিযোগিতায় তাঁর আক্রমণাত্মক ব্যাটিংই ছিল অন্যতম আকর্ষণ। আইপিএলের পর শ্রীলঙ্কা ‘এ’ দলের বিরুদ্ধেও ধারাবাহিকভাবে রান করে নিজের ফর্ম ধরে রাখেন বৈভব। সেই পারফরম্যান্সের পুরস্কার হিসেবেই সিনিয়র ভারতীয় দলে জায়গা পান তিনি। তবে তারকাখচিত ভারতীয় দলে প্রথম একাদশে সুযোগ পেতে অপেক্ষা করতে হয়েছে তিনটি ম্যাচ।

চন্দন রায়চৌধুরীর উদ্যোগে বইয়ের নতুন ঠিকানা ক্যালকাটা রোয়িং ক্লাব

নিজস্ব প্রতিবেদন: শুধু খেলাধুলা, অবসর কিংবা আড্ডা নয়, এবার বইপড়ারও নতুন ঠিকানা হয়ে উঠল কলকাতার ঐতিহ্যবাহী ক্যালকাটা রোয়িং ক্লাব। ক্লাবের সচিব চন্দন রায়চৌধুরীর উদ্যোগে শনিবার আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন হল নতুন গ্রন্থাগারের। পাঠাভ্যাস গড়ে তোলা এবং বইকে আরও বেশি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রকাশক ও বই বিক্রেতা গিল্ডের সহযোগিতায় প্রায় চার হাজার বই নিয়ে সাজানো হয়েছে এই লাইব্রেরি, যেখানে শিশু থেকে প্রবীণ সব বয়সের পাঠকের জন্য রয়েছে সমৃদ্ধ সংগ্রহ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক হিমাদ্রি কিশোর দাশগুপ্ত, প্রকাশক ও গিল্ডের সভাপতি সুধাংশু শেখর দে এবং সাধারণ সম্পাদক ত্রিদিব কুমার চ্যাটার্জি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ক্লাবের সভাপতি সুব্রত বিশ্বাস-সহ বিশিষ্ট অতিথিরা। অনুষ্ঠানে সুব্রত বিশ্বাস বলেন, মানুষ সাধারণত ক্লাবে আসেন কিছুটা সময় অবসর কাটাতে। তবে শুধু আড্ডা নয়, বইয়ের সঙ্গেও সময় কাটানোর সুযোগ তৈরি হওয়াটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই ভাবনা থেকেই এই গ্রন্থাগার ক্লাবের নতুন আকর্ষণ হয়ে উঠবে বলে তিনি আশাবাদী। ক্লাবের সচিব

ক্যালকাটা রোয়িং ক্লাবে গ্রন্থাগারের উদ্বোধনে ক্লাবের সচিব চন্দন রায়চৌধুরী সহ অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিরা

চন্দন রায়চৌধুরী বলেন, ক্যালকাটা রোয়িং ক্লাবে আগে একটি লাইব্রেরি থাকলেও তা সময়ের সঙ্গে আড়ালে চলে গিয়েছিল। নতুনভাবে সেটিকে গড়ে তুলে পাঠকদের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। তাঁর বিশ্বাস, এই উদ্যোগ ক্লাবের সদস্যদের পাশাপাশি নতুন প্রজন্মের মধ্যেও বই পড়ার আগ্রহ বাড়াবে। প্রকাশক ও বই বিক্রেতা গিল্ডের সভাপতি সুধাংশু শেখর দে বলেন, গিল্ডের কলকাতা বইমেলা আগামী বছর ৫০ বছরে পা দেবে। বইয়ের সংস্কৃতি ছড়িয়ে দিতে ক্যালকাটা রোয়িং ক্লাবের মতো প্রতিষ্ঠানে গ্রন্থাগার গড়ে তোলার উদ্যোগ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। অন্যদিকে ড. অমিতাভ চন্দ্র বলেন, সমাজে বইপড়ার অভ্যাস ফিরিয়ে আনতে এ ধরনের উদ্যোগ সময়ের দাবি। অনুষ্ঠানে গিল্ডের পক্ষ থেকে ক্যালকাটা রোয়িং ক্লাবের নতুন গ্রন্থাগারের জন্য বিপুল সংখ্যক বই উপহার দেওয়া হয়। ফলে এবার থেকে ক্লাবে আসা বইপ্রেমীরা অবসর সময় কাটাতে পারবেন তাঁদের পছন্দের বইয়ের সঙ্গেই। খেলাধুলা, সংস্কৃতি ও পাঠচর্চার এই মেলবন্ধনকে শহরের সাংস্কৃতিক পরিসরে এক ব্যতিক্রমী উদ্যোগ বলেই মনে করছেন উপস্থিত বিশিষ্টজনেরা।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নংঃ এলআরডব্লু–৪–ভিবি–পেন্টিং–২০২৬–১, তারিখঃ ০২.০৭.২০২৬, ডেপুটি চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (এলএইচবি), সি অ্যান্ড ডব্লু ওয়ার্কশপ, পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়া, হাওড়া–৭১১২০৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য **টেন্ডার নং. এলআরডব্লু–৪–ভিবি–পেন্টিং–২০২৬–১**-এর পরিপ্রেক্ষিতে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। বিডদাতারা কেবলমাত্র বন্ধের তারিখ এবং সময় পর্যন্ত তাঁদের অরিজিনাল/সংশোধিত বিড জমা করতে পারবেন। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং এরূপ কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হলে তা গ্রাহ্য হবে না। **কাজের নামঃ** পেন্ট স্পেসিফিকেশন আইসিএফ/এমডি/ এসপিইসি–৩৬২ অথবা সাম্প্রতিকতম অনুযায়ী বন্দে ভারত কোচের (সকল প্রকার) স্ক্র্যাপিং এবং ক্লিনিং সহ আউটসাইড বডি প্যানেল, রুফ, এন্ড প্যানেল, আন্ডারফ্রেম–এর পেন্টিং এবং সাইন লেখার কাজের জন্য (ড্রইং অনুযায়ী) পেন্ট সরবরাহ এবং প্রয়োগ। **বিজ্ঞাপিত মূল্যঃ** ২,১৭,৪৮,৮৬৯ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ৪,৩৫,০০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্যঃ** ০.০০ টাকা। **বিডিং সিস্টেমঃ** সিঙ্গল প্যাকেট সিস্টেম। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ১২ মাস। **প্রস্তাবের বৈধতাঃ** ৯০ দিন। **টেন্ডার আপলোডিংয়ের তারিখ এবং সময়ঃ** ০১.০৭.২০২৬ তারিখ বিকেল ৫.১১ মিনিটে। **বিডিং শুরুর তারিখঃ** ০৯.০৭.২০২৬। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ২৩.০৭.২০২৬ তারিখ সকাল ১০.৩০ মিনিট। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

MISC-90/2026-27

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in –এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ৯৮৩১৯১৯৭৯১

ULUBERIA MUNICIPALITY

TENDER NOTICE

Notice Inviting e-tender No. -

WBMAD/UM/44/e-Tender/2026-27 Dated: 04.07.2026

WBMAD/UM/45/e-Tender/2026-27 Dated: 04.07.2026

(Installation of High Mast Light near Mandal Para EID Gah & Khajuri Uttarpara Mithapukur in ward no 07 & Kalsapa Football Club in ward no 21 & Construction of Protection Wall with Cement Concrete Road at Khaskhamar Sadharan Gorasthan in ward no 01 of Uluberia Municipality under MPLADS of 26 Uluberia P.C. recomanded by Hon'ble M.P. Sajda Ahmed (18th L.S.) for the year 2025-2026)

Details are available in the **www.wbtender.gov.in**

Sd/-

Executive Officer,

Uluberia Municipality

ফর্ম নং ১৪
[দ্রষ্টব্য রেগুলেশন ৩৩(২)]
রেজিস্টার্ড ডাকে এ/ডি সহ প্রেরিত বন্টন ব্যর্থ হওয়ায় বিজ্ঞপ্তির দ্বারা অবগত করা হচ্ছে

রিকভারি অফিসার-I/II-এর অফিস
ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল শিলিগুড়ি
৩য় তল, পিসিএম টাওয়ার, সেবক রোড
শিলিগুড়ি - ৭৩৪০০১ (পশ্চিমবঙ্গ)

দাবি নোটিশ

১৯৯৩ সালের ডেটস অ্যান্ড ব্যাঙ্ক রাপ্টসি আইনের ধারা ২৫ থেকে ২৮ এবং ১৯৬১ সালের আয়কর আইনের সেকেন্ড সিডিউল এর রুল ২ অধীনে বিজ্ঞপ্তি।

RC/88/2025 02.07.2026

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক
বনাম
শ্রী শাহের আলম সেলিম
স্বত্বা - নূর মেডিকেল এজেন্সি এবং অন্যান্য

প্রতি

১. শ্রী সাহের আলম সেলিম
স্বত্বা - নূর মেডিকেল এজেন্সি, পিতা মোশারফ হোসেন, ব্যবসায়িক স্থান তথা নিবাস - গ্রাম শিবনগর, পোস্ট অফিস - অর্জুনপুর, থানা - ফরাক্কা, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২২০২।

২. শ্রী মোশারফ হোসেন
পিতা প্রয়াত আবদুল হাকিম, নিবাস গ্রাম - তোফাপুর, পোস্টঅফিস - ভবানীপুর, থানা - ফরাক্কা, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২২০২।

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে প্রিসাইডিং অফিসার, ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল শিলিগুড়ি কর্তৃক ইস্যুকৃত রিকভারি সার্টিফিকেট **OA/40/2024** অনুযায়ী পরিমাণ **৩২৭৪৮৭৫.২৯ টাকা (বত্রিশ লাখ চুয়াত্তর হাজার আটশ পঁচাত্তর টাকা এবং উনত্রিশ পয়সা) টাকা** পরবর্তী জরিমানা এবং ভবিষ্যত সুদ ১৪.৫০ শতাংশ সরল হারে সুদ বার্ষিক **০১.০৩.২০২৪** থেকে সমুদয় শুল্ক **৩৫০০০ (পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা) টাকা** আদায় পর্যন্ত যা আপনাদের দ্বারা বকেয়া রয়েছে (যৌথভাবে এবং সামগ্রিকভাবে/সম্পূর্ণ/ সীমিত)।

২. আপনাদের উল্লিখিত নির্দেশিত পরিমাণ ১৫ দিনের মধ্যে এই নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে আদায় দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে, অন্যথায় ব্যর্থ হলে রিকভারি অফ ডেটস ডিউ টু ব্যাঙ্কস অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস আইন ১৯৯৩ এবং সংশ্লিষ্ট রুল অধীনে আদায়ের ব্যবস্থা করা হবে।

৩. আপনাদের আরও নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে হলফনামা দ্বারা আপনাদের সম্পত্তির বিস্তারিত পরবর্তী শুনানির তারিখে দাখিল করতে।

৪. আপনাদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট **৩১.০৮.২০২৬** তারিখে সকাল **১০.৩০টায়** পরবর্তী প্রক্রিয়ার জন্য হাজির হতে।

৫. উল্লিখিত পরিমাণের অতিরিক্তে আপনারা আরও যে পরিমাণ আদায়দানে দায়বদ্ধ :
ক) সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেট/প্রক্রিয়া শুরুর জন্য প্রেরিত নোটিশ অনুযায়ী আদায়যোগ্য সুদ সংশ্লিষ্ট সময়ের জন্য
খ) সমুদয় শুল্ক, ব্যয়, চার্জ, সংশ্লিষ্ট নোটিশ এবং সতর্ক নোটিশ প্রেরণ এবং অন্যান্য প্রক্রিয়ার জন্য যা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়ের ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয়েছে।

স্বহস্তে ট্রাইব্যুনালের সিল প্রদত্ত
তারিখ : ০২.০৭.২০২৬

স্বা/-
রিকভারি অফিসার
ডিআরটি শিলিগুড়ি, ভারত সরকার
অর্থমন্ত্রক, শিলিগুড়ি - ১

পূর্ব রেলওয়ে

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া ডিভিসন, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, ৫ম তল, রেল মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া–৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা যে কোনও সরকার অধীনস্থ সংস্থার সাথে রেজিস্টার্ড সহ সমপ্রকৃতির কাজে অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক ক্ষমতা আছে এরূপ টেন্ডারদাতাদের থেকে অনলাইনে ই–টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **সিনিয়র ডিইএন/৩/হাওড়া। ক্রমিক নং.ঃ ১, ই–টেন্ডার নংঃ ১৬৪_২০২৬–২৭, কাজের বিবরণঃ** সিনিয়র ডিইএন/৩/হাওড়া এবং সিনিয়র ডিইএন/এইচকিউ/হাওড়া–লাইন হাওড়ার অধিকারক্ষেত্রের অধীনে ওয়েল্ডিং পোর্শন সরবরাহ। **আনুমানিক ব্যয়ঃ** ২,৬৯,৮৪,৬২২.৫০ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ৫,৩৯,৭০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** স্বীকৃতি পত্র ইস্যুর তারিখ থেকে ০৮ (আট) মাস। **ক্রমিক নং.ঃ ২, ই–টেন্ডার নংঃ ১৬৫_২০২৬–২৭, কাজের বিবরণঃ** সিনিয়র ডিইএন/৩/হাওড়ার অধীনে এইএন/কাটোয়ার অধিকারক্ষেত্রে অগ্রদ্বীপ এবং সাহেবতলা স্টেশনে নতুন ফুট ওভারব্রিজের অবশিষ্ট কাজ। **আনুমানিক ব্যয়ঃ** ১,৫২,৪১,৯৯৬.১৫ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ৩,০৪,৮০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** স্বীকৃতি পত্র ইস্যুর তারিখ থেকে ০৬ (ছয়) মাস। **ক্রমিক নং.ঃ ৩, ই–টেন্ডার নংঃ ১৬৬_২০২৬–২৭, কাজের বিবরণঃ** এইএন/কাটোয়ার অধিকারক্ষেত্রের অধীনে জল চুয়ানো প্রতিরোধ করতে সীমিত উচ্চতার সাবওয়ে নং. ২০/১ এবং ২০/২ (বিবি ল্যুপে) গ্রাউটিং সহ সীমিত উচ্চতার সাবওয়ে নং. ৮/সি/ই, ১০/সি/ই (একে শাখায়) এবং সীমিত উচ্চতার সাবওয়ে নং. ২২/৩/সি/ই-তে ইউ-ট্রাফ শেড, ড্রেনেজ, পাম্প হাউজ এবং হাইট গেজ ইত্যাদির ব্যবস্থা। **আনুমানিক ব্যয়ঃ** ২,৩২,৩৫,৩৯৩.৪৬ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ৪,৬৪,৭০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** স্বীকৃতি পত্র ইস্যুর তারিখ থেকে ০৬ (ছয়) মাস। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখে কোনও কারণে ছুটি/বনধ্/স্ট্রাইক ঘোষিত হলে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখ পরিবর্তিত হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ের পরে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদনকরে না। অবশ্য অনলাইনে টেন্ডার পরবর্তী কাজের দিনে খোলা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ২৩.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। ইএমডি এবং টিডিসি অর্থ মূল্য প্রদান–ই–টেন্ডারিংয়ের সাপেক্ষে বায়নামূল্য জমা (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে গৃহীত হবে। **দ্রষ্টব্যঃ** আইআরইপিএস (ই–টেন্ডার পোর্টাল)–তে আহ্বান করা টেন্ডারের জন্য ইএমডি হিসাবে ফিক্সড ডিপোজিট রিসিপ্ট (এফডিআর) গৃহীত হবে না। কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হবে না।

HWH-186/2026-27

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman

Notice Inviting e-Tender

1) Name of the Work: Repair and Re-installation of Submersible Pump at JC Bose Basti, Ward No.- 07, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/WS/COMM/NIT-09/26-27
Tender ID : 2026_MAD_5016407_1 • Estimated Amount : 75,073/-
Last Date : 13th July 2026, 04:00 pm

2) Name of the Work: Construction of Plumbing System of the UPHC Building at Kururiya Danga, Ward No.- 11, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/WS/COMM/NIT-08/26-27
Tender ID : 2026_MAD_5016406_1 • Estimated Amount : 99,987/-
Last Date : 13th July 2026, 04:00 pm

3) Name of the Work: Shifting of Water Pipeline beside G.T Road, Durgapur-13, Ward No.- 23, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/WS/COMM/NIT-07/26-27
Tender ID : 2026_MAD_5016403_1 • Estimated Amount : 1,35,029/-
Last Date : 13th July 2026, 04:00 pm

4) Name of the Work: Alternative Source of Drinking Water by Installation of Submersible Pump through Rig Boring System at Hazrapara, Ward No.- 02, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/WS/COMM/NIT-218/25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5016391_1 • Estimated Amount : 8,07,485/-

5) Name of the Work: Alternative Source of Drinking Water by Installation of Submersible Pump through Rig Boring System at Barafkol Bastee, Ward No.- 22, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/WS/COMM/NIT-216/25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5016392_1 • Estimated Amount : 8,76,154/-

6) Name of the Work: Dismantling & Repairing of Sewerage Line at Vambey Colony (UTARAYAN) [S-4 to S-7 Block & E-11 to E-15 Block] within Ward-27, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/DRGSW/NIT-010/26-27
Tender ID : 2026_MAD_5016398_1 • Estimated Amount : 9,44,131/-

7) Name of the Work: Reinstallation of Tee Collar, Tail Piece & Air Valve at Sishutola 900 mm Dia CI Delivery Line from Angadpur to Piyala within Ward No.- 32, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/WS/COMM/NIT-11/26-27
Tender ID : 2026_MAD_5016401_1 • Estimated Amount : 9,56,676/-

Last Date : 13th July 2026, 05:00 pm **Sd/- Executive Engineer**
For details : **tenders.wb.gov.in** **Durgapur Municipal Corporation**

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন নবপ্রভাত

রবিবার • ৫ জুলাই ২০২৬ • পেজ ৮

ইউরোপের ডার্ক আর্ট অন্ধকারের নান্দনিকতা

বেবি চক্রবর্তী

শিল্পের ইতিহাসে ডার্ক আর্টদ বা অন্ধকারধর্মী শিল্প একটি বিশেষ ধারা, যা মানবজীবনের ভয়, মৃত্যু, যন্ত্রণা, পাপ, রহস্য, অতিপ্রাকৃত শক্তি এবং অস্তিত্বগত সংকটকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। ইউরোপীয় শিল্পকলায় এই প্রবণতা বহু শতাব্দী ধরে বিভিন্ন রূপে প্রকাশ পেয়েছে। কখনও ধর্মীয় ভীতি, কখনও যুদ্ধের বিভীষিকা, কখনও মানবমনের গোপন অন্ধকার, আবার কখনও মৃত্যুর অনিবার্য সত্য;এসবই ডার্ক আর্টের প্রধান বিষয়বস্তু।

ডার্ক আর্ট বলতে কেবল ভৌতিক বা ভয়াবহ চিত্রকর্মকে বোঝায় না; বরং এটি এমন এক শিল্পধারা, যা মানুষের অস্বস্তিকর সত্য, সমাজের অন্ধকার বাস্তবতা এবং অস্তিত্বের জটিল প্রশ্নগুলিকে নান্দনিকভাবে তুলে ধরে। ইউরোপে মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত এই ধারার বিকাশ শিল্পের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

ইউরোপে ডার্ক আর্টের শিকড় খুঁজতে হলে মধ্যযুগে ফিরে যেতে হয়। সে সময় ধর্ম ছিল মানুষের জীবনের কেন্দ্রবিন্দু। চার্চ মানুষের মধ্যে পাপ, নরক, বিচার দিবস এবং শয়তানের ভয় জাগিয়ে রাখত। ফলে শিল্পকলায় নরকের দৃশ্য, শাস্তি, দৈত্য এবং মৃত্যুর প্রতীক ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতে শুরু করে।

চতুর্দশ শতকে ব্ল্যাক ডেথদ নামে পরিচিত মহামারিতে ইউরোপের বিপুল জনগোষ্ঠী মারা যায়। এই ভয়াবহ অভিজ্ঞতা শিল্পীদের গভীরভাবে প্রভাবিত করে। মৃত্যুকে কেন্দ্র করে তডান্স ম্যাকাব্রেদ (Dance Macabre) নামে এক ধরনের শিল্পধারা জনপ্রিয় হয়, যেখানে কঙ্কাল জীবিত মানুষকে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যাচ্ছে;এমন দৃশ্য আঁকা হতো। এর মাধ্যমে বোঝানো হতো যে মৃত্যু ধনী-গরিব, রাজা-প্রজা সকলের জন্য সমান।

মধ্যযুগীয় শিল্পে নরক ও বিচার দিবসের চিত্র বিশেষ গুরুত্ব পায়। চার্চের দেয়ালচিত্র, পাণ্ডুলিপির অলংকরণ এবং ধর্মীয় চিত্রকলায় ভয়াবহ সব দৃশ্য দেখা যায়। শয়তানকে বিকৃত মুখ, বিশাল দাঁত ও পশুর মতো দেহ দিয়ে চিত্রিত করা হতো।

এই সময়ের শিল্পের উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে নৈতিক শিক্ষা দেওয়া এবং পাপের পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করা। তাই শিল্পে সৌন্দর্যের পাশাপাশি ভয়ও একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হয়ে ওঠে।

পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে ডাচ শিল্পী হিয়েরোনিমাস বশ ডার্ক আর্টকে এক নতুন মাত্রা দেন। তাঁর চিত্রকর্মগুলোতে অদ্ভুত সব প্রাণী, বিকৃত মানবদেহ, নরকের দৃশ্য এবং কল্পনার ভয়ংকর জগত দেখা যায়।

বশের শিল্পে বাস্তবতা ও দুঃস্বপ্নের এক অদ্ভুত মিশ্রণ রয়েছে। তাঁর বিখ্যাত চিত্রকর্ম "The Garden of Earthly Delights"-এর শেষ অংশে

নরকের ভয়াবহ দৃশ্য এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, যা আজও দর্শকদের বিস্মিত করে। অনেক শিল্প-ইতিহাসবিদ মনে করেন, তিনি মানব পাপ, লোভ এবং নৈতিক পতনের প্রতীকী চিত্রায়ণ করেছেন।

রেনেসাঁ যুগকে সাধারণত মানবতাবাদ, সৌন্দর্য এবং বৈজ্ঞানিক চিন্তার যুগ হিসেবে দেখা হয়। কিন্তু এই সময়েও ডার্ক আর্টের প্রভাব ছিল উল্লেখযোগ্য।

অনেক শিল্পী মৃত্যু, শহীদত্ব এবং মানবযন্ত্রণাকে বাস্তবধর্মীভাবে চিত্রিত করেন। ধর্মীয় কাহিনিতে নির্যাতন, হত্যা এবং আত্মত্যাগের দৃশ্যগুলো অত্যন্ত নাটকীয়ভাবে উপস্থাপিত হতে থাকে। আলো-অন্ধকারের বৈপরীত্য ব্যবহার করে শিল্পীরা ভয় ও রহস্যের আবহ তৈরি করেন।

এই সময়ে মানবদেহের শারীরবিদ্যা নিয়ে গবেষণাও শিল্পে নতুন মাত্রা যোগ করে। ফলে মৃত্যু ও দেহের ক্ষয়কে আরও বাস্তবভাবে উপস্থাপন করা সম্ভব হয়।

সপ্তদশ শতকের বারোক শিল্পে অন্ধকার একটি গুরুত্বপূর্ণ নান্দনিক উপাদানে পরিণত হয়। এই সময় শিল্পীরা তীব্র আলো-ছায়ার ব্যবহারের মাধ্যমে আবেগ ও নাটকীয়তা সৃষ্টি করেন।

ইতালীয় শিল্পী কারাভাজ্জিও এই ধারার অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব। তাঁর চিত্রকর্মে গভীর অন্ধকারের ভেতর থেকে চরিত্রগুলোকে উদ্ভাসিত হতে দেখা যায়। হত্যা, বিশ্বাসঘাতকতা, মৃত্যু এবং মানবিক দুর্বলতা তাঁর শিল্পের প্রধান বিষয়।

বারোক যুগে শিল্প কেবল সৌন্দর্যের প্রকাশ ছিল না; বরং মানুষের অন্তর্দ্বন্দ্ব, অপরাধবোধ এবং ধর্মীয় সংকটও এতে প্রতিফলিত হয়েছে।

অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকে রোমান্টিক আন্দোলনের মাধ্যমে ডার্ক আর্ট নতুন রূপ লাভ করে। এই সময় শিল্পীরা যুক্তির চেয়ে আবেগ, কল্পনা এবং রহস্যকে বেশি গুরুত্ব দেন।

রোমান্টিক শিল্পীরা ঝড়, ধ্বংস, মৃত্যু, উন্মাদনা এবং অতিপ্রাকৃত বিষয়কে শিল্পের কেন্দ্রে নিয়ে আসেন। মানুষের মনের অজানা ভয় এবং প্রকৃতির অপ্রতিরোধ্য শক্তিকে তাঁরা গভীরভাবে অনুসন্ধান করেন।

এই যুগে গথিক সাহিত্য ও শিল্পেরও উত্থান ঘটে। পরিত্যক্ত দুর্গ, কবরস্থান, ভূত, ভ্যাম্পায়ার এবং অন্ধকার প্রাসাদ শিল্প ও সাহিত্যের জনপ্রিয় বিষয় হয়ে ওঠে।

স্প্যানিশ শিল্পী ফ্রান্সিসকো গোয়া ইউরোপীয় ডার্ক আর্টের অন্যতম প্রভাবশালী নাম। জীবনের শেষ পর্যায়ে তিনি যে চিত্রমালা তৈরি করেন, তা ব্ল্যাক পেইন্টিংসদ নামে পরিচিত।

এসব চিত্রে হতাশা, উন্মাদনা, সহিংসতা এবং মৃত্যুর গভীর উপস্থিতি দেখা যায়। তাঁর বিখ্যাত চিত্র 'Saturn Devouring His Son'-এ পৌরাণিক চরিত্র স্যাটার্নকে নিজের সন্তানকে খেতে দেখা যায়। এই চিত্র মানব প্রকৃতির নির্মমতা ও ক্ষমতার অন্ধকার দিকের এক শক্তিশালী প্রতীক।

গোয়ার কাজ পরবর্তী আধুনিক শিল্পীদের উপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে প্রতীকবাদী শিল্পীরা মানুষের অবচেতন মন, স্বপ্ন এবং মানসিক সংকটকে শিল্পে তুলে ধরেন।

তাঁদের কাজে মৃত্যু, একাকীত্ব, যৌনতা, ভয় এবং রহস্যময় প্রতীক ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। বাস্তবতার পরিবর্তে মানসিক অভিজ্ঞতাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। এর ফলে ডার্ক আর্ট আরও মনস্তাত্ত্বিক রূপ লাভ করে।

এই সময়ের শিল্পীরা বিশ্বাস করতেন যে মানুষের অন্তর্জগৎ বাইরের বাস্তবতার চেয়ে অনেক বেশি জটিল এবং অন্ধকারে পরিপূর্ণ।

নরওয়েজীয় শিল্পী এডভার্ড মুঙ্কের বিখ্যাত চিত্র "The Scream" আধুনিক ডার্ক আর্টের অন্যতম প্রতীক। চিত্রটিতে এক ব্যক্তিকে ভয় ও উদ্বেগে চিৎকার করতে দেখা যায়। এটি কেবল ব্যক্তিগত আতঙ্ক নয়; বরং আধুনিক মানুষের অস্তিত্বগত সংকটের প্রতীক হিসেবেও বিবেচিত হয়।

মুঙ্কের শিল্পে একাকীত্ব, বিষণ্ণতা, প্রেমের ব্যর্থতা এবং মৃত্যুভয় বারবার ফিরে আসে। তাঁর কাজ আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক শিল্পের পথপ্রদর্শক হিসেবে বিবেচিত।

বিশ শতকে দুটি বিশ্বযুদ্ধ ইউরোপীয় শিল্পকে গভীরভাবে পরিবর্তন করে। যুদ্ধের ধ্বংস, গণহত্যা এবং মানবিক বিপর্যয় শিল্পীদের নতুনভাবে ভাবতে বাধ্য করে।

অনেক শিল্পী যুদ্ধের বিভীষিকা, আহত সৈনিক, শরণার্থী এবং মানবদেহের ধ্বংসকে চিত্রিত করেন। ডার্ক আর্ট এই সময় সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিবাদের মাধ্যম হয়ে ওঠে।

যুদ্ধ-পরবর্তী শিল্পে হতাশা, বিচ্ছিন্নতা এবং মানব সভ্যতার ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগ স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়।

সুররিয়ালিস্ট শিল্পীরা মানুষের স্বপ্ন, অবচেতন মন এবং মানসিক জগতকে অনুসন্ধান করেন। তাঁদের কাজে বাস্তবতা ও কল্পনা মিশে যায়।

অনেক সুররিয়ালিস্ট চিত্রে বিকৃত মুখ, বিচ্ছিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, অদ্ভুত প্রাণী এবং দুঃস্বপ্নের মতো দৃশ্য দেখা যায়। এই শিল্প মানুষের মনের গভীরে লুকিয়ে থাকা ভয় এবং আকাঙ্ক্ষাকে প্রকাশ করার চেষ্টা করে।

ফ্রয়েডের মনোবিশ্লেষণ তত্ত্ব এই ধারার শিল্পীদের ওপর ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল।

বর্তমান যুগে ডার্ক আর্ট আগের চেয়ে আরও বৈচিত্র্যময় হয়েছে। আধুনিক শিল্পীরা মৃত্যু, মানসিক স্বাস্থ্য, প্রযুক্তিগত বিচ্ছিন্নতা, যুদ্ধ, পরিবেশগত সংকট এবং সামাজিক সহিংসতাকে তাঁদের শিল্পে তুলে ধরছেন।

ডিজিটাল আর্ট, ফটোগ্রাফি, ভিডিও ইনস্টলেশন এবং পারফরম্যান্স আর্টের মাধ্যমেও ডার্ক আর্ট নতুন রূপে প্রকাশ পাচ্ছে। সমকালীন শিল্পীরা কেবল ভয় সৃষ্টি করেন না; বরং দর্শককে সমাজ ও মানবজীবনের জটিল বাস্তবতা নিয়ে চিন্তা করতে বাধ্য করেন। ডার্ক আর্টের মূল দর্শন হলো অস্বস্তিকর সত্যকে এড়িয়ে না গিয়ে তার মুখোমুখি হওয়া। জীবন যেমন আনন্দে পূর্ণ, তেমনি এতে মৃত্যু, ক্ষতি, ব্যর্থতা এবং ভয়ও রয়েছে।

এই শিল্পধারা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে অন্ধকার মানব অস্তিত্বের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। অন্ধকারকে বোঝার মাধ্যমেই মানুষ নিজেকে আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারে।

মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন, ডার্ক আর্ট মানুষের দমিত আবেগ ও ভয়ের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনে সাহায্য করতে পারে। ফলে এই শিল্প কেবল নান্দনিক অভিজ্ঞতা নয়, আত্ম-অনুসন্ধানেরও একটি মাধ্যম। ইউরোপের ডার্ক আর্ট কেবল ভয়াবহ দৃশ্য বা মৃত্যুর চিত্রায়ণ নয়; এটি মানব সভ্যতার ইতিহাস, ধর্মীয় বিশ্বাস, যুদ্ধ, মানসিক সংকট এবং অস্তিত্বের গভীর প্রশ্নের এক অনন্য শিল্পভাষা। মধ্যযুগের নরকচিত্র থেকে শুরু করে গোয়ার ব্ল্যাক পেইন্টিংস, মুঙ্কের অস্তিত্বগত আতঙ্ক কিংবা সমকালীন ডিজিটাল ডার্ক আর্ট;সব ক্ষেত্রেই আমরা দেখতে পাই মানুষের অন্ধকার অভিজ্ঞতাকে শিল্পের মাধ্যমে বোঝার এক নিরন্তর প্রচেষ্টা।

এই ধারার শিল্প আমাদের শেখায় যে সৌন্দর্য সবসময় আলোয় সীমাবদ্ধ নয়; অনেক সময় অন্ধকারের মধ্যেও গভীর সত্য, তীব্র আবেগ এবং অসাধারণ নান্দনিকতা লুকিয়ে থাকে। তাই ইউরোপীয় ডার্ক আর্ট শুধু শিল্পের ইতিহাসের একটি অধ্যায় নয়, বরং মানবমনের গভীরতম স্তরকে অন্বেষণের এক শক্তিশালী মাধ্যম।

বিশ্বচ্যাম্পিয়নকে কাঁপিয়ে বিদায় কাবো ভার্দের! অতিরিক্ত সময়ের গোলে মান বাঁচল আর্জেন্টিনার

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিশ্বকাপের শেষ ষোলোয় জায়গা করে নিল আর্জেন্টিনা। তবে এই জয় তাদের জন্য মোটেও সহজ ছিল না। তুলনামূলকভাবে অনেক ছোট দেশ কাবো ভার্দের বিরুদ্ধে নির্ধারিত সময়ে জয়ের মুখ দেখতে পারেনি গতবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা। শেষ পর্যন্ত অতিরিক্ত সময়ে করা একটি গোলে ৩-২ ব্যবধানে জিতে পরবর্তী পর্বে ওঠে আর্জেন্টিনা। কিন্তু এই ম্যাচে কাবো ভার্দে যে লড়াই উপহার দিয়েছে, তা বিশ্ব ফুটবলের কাছে এক অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। ম্যাচের শুরুতেই আর্জেন্টিনা এগিয়ে যায়। প্রথম দিকে কাবো ভার্দের রক্ষণভাগ কিছুটা অসাবধান থাকায় সেই সুযোগ কাজে লাগান লিওনেল মেসি। কিন্তু এরপর থেকেই সম্পূর্ণ বদলে যায় ম্যাচের চিত্র। কাবো ভার্দের ফুটবলাররা সম্মিলিতভাবে মেসিকে ঘিরে রাখেন এবং তাঁকে সহজে বল নিয়ে এগোতে দেননি। ফলে আর্জেন্টিনার আক্রমণের ধার অনেকটাই কমে যায়। দুই বার পিছিয়ে পড়েও অসাধারণ মানসিক দৃঢ়তার পরিচয় দেয় কাবো ভার্দে। প্রতিবারই তারা সমতা ফিরিয়ে আনে এবং শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যায়। নির্ধারিত সময়ে কোনও দলই জয়সূচক গোল করতে না পারায় খেলা গড়ায় অতিরিক্ত সময়ে। সেখানেই শেষ পর্যন্ত আর্জেন্টিনার হয়ে জয়সূচক গোলটি আসে। সেই আক্রমণ তৈরিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল মেসির। এই ম্যাচে কাবো ভার্দের সবচেয়ে বড় শক্তি ছিলেন তাদের অভিজ্ঞ গোলরক্ষক ভোজনিহা। চল্লিশ বছর বয়সেও তিনি দুর্দান্ত ক্ষিপ্রতা ও আত্মবিশ্বাসের পরিচয় দিয়েছেন। মেসিসহ আর্জেন্টিনার একাধিক নিশ্চিত গোলের সুযোগ তিনি অসাধারণ দক্ষতায় রুখে দেন। কখনও ডান দিকে, কখনও বাঁ দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে তিনি দলকে বারবার বিপদমুক্ত করেন। তাঁর অনবদ্য নৈপুণ্যের জন্যই ম্যাচ দীর্ঘ সময় পর্যন্ত উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে ওঠে। প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপে অংশ নিয়েই কাবো ভার্দে বুঝিয়ে দিল, শুধু বড় নাম নয়, ইচ্ছাশক্তি, শৃঙ্খলা ও দলগত সমন্বয় থাকলে যে কোনও প্রতিপক্ষকে কঠিন পরীক্ষার মুখে ফেলা সম্ভব। ফুটবল বিশ্বের অনেক শক্তিশালী দেশের বিপক্ষেও তারা ভয়হীন মানসিকতা নিয়ে খেলেছে। মাঠে তাদের আত্মবিশ্বাস ও লড়াই করার মানসিকতা দর্শকদের মুগ্ধ করেছে। আফ্রিকার দেশগুলোর মধ্যে এবার অনেক দল নকআউট পর্বে উঠলেও বেশিরভাগই শেষ দিকে গোল খেয়ে বিদায় নিয়েছে। সেই তুলনায় কাবো ভার্দে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সমান তালে লড়াই করেছে। শারীরিক সক্ষমতার পাশাপাশি মানসিক দৃঢ়তারও অসাধারণ পরিচয় দিয়েছে তারা। দুই বার পিছিয়ে পড়েও সমতা ফিরিয়ে আনা তাদের আত্মবিশ্বাসেরই প্রমাণ। শেষ পর্যন্ত বিদায় নিতে হলেও কাবো ভার্দে এই বিশ্বকাপে নিজেদের আলাদা পরিচয় তৈরি করেছে। তাদের সংগ্রাম, আত্মবিশ্বাস এবং হার না মানা মনোভাব আগামী দিনে ছোট দেশগুলোর জন্য অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে। অন্যদিকে, জয় পেলেও আর্জেন্টিনাকে নিজেদের দুর্বলতা নিয়ে অবশ্যই নতুন করে ভাবতে হবে। কারণ পরের পর্বে আরও কঠিন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে এমন ভুল করলে তার মূল্য অনেক বড় হতে পারে।

ব্যর্থ হল ওঝার ভবিষ্যদ্বাণী! বিশ্বকাপকে গুডবাই ঘানার

নিজস্ব প্রতিবেদন: ঘানার স্বঘোষিত ওঝা নানা কোয়াকু বনসামের জন্য দিনটি একেবারেই সুখকর ছিল না। বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার ম্যাচের আগে তিনি দাবি করেছিলেন, লিওনেল মেসিদের হারিয়ে দেবে কেপ ভার্দে। কিন্তু মাঠের লড়াইয়ে সেই ভবিষ্যদ্বাণী সম্পূর্ণ ভুল প্রমাণিত হয়। কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর ৩-২ গোলে জয় তুলে নিয়ে আর্জেন্টিনা নিশ্চিত করে শেষ ষোলোর টিকিট। শুধু তাই নয়, পরে নিজের দেশ ঘানাও কলম্বিয়ার কাছে হেরে বিদায় নেওয়ায় বনসামের দাবির বিশ্বাসযোগ্যতা আরও বড় ধাক্কা খায়। বিশ্বকাপের নকআউট পর্বে কলম্বিয়ার বিরুদ্ধে শুরু থেকেই চাপে ছিল ঘানা। দক্ষিণ আমেরিকার দলটি আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে থাকে এবং ১৪ মিনিটেই এগিয়ে যায়। ডান দিক থেকে ভেসে আসা একটি নিখুঁত ক্রসে হেডে বল জালে জড়িয়ে দেন জন আরিয়াস। সেটিই শেষ পর্যন্ত ম্যাচের একমাত্র গোল হয়ে থাকে। গোল হজম করার পর ঘানা সমতায় ফেরার চেষ্টা করলেও কলম্বিয়ার সংগঠিত রক্ষণ ভাঙতে পারেনি। তবে ম্যাচে বিতর্কেরও কমতি ছিল না। প্রথমার্ধের ১২ মিনিটে জন আরিয়াস ঘানার ইনাকি উইলিয়ামসের গোড়ালিতে বিপজ্জনকভাবে স্টাড তুলে আঘাত করেন। অনেকের মতে, এটি সরাসরি লাল কার্ড পাওয়ার মতো ফাউল ছিল। কিন্তু রেফারি ঘটনাটি দেখে কেবল হলুদ কার্ড দেখান। সেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ম্যাচের পর ফুটবলমহলে আলোচনা শুরু হয়। যদিও সেই বিতর্ক শেষ পর্যন্ত ম্যাচের ফলাফল বদলাতে পারেনি। কলম্বিয়ার এই জয়ের ফলে তারা বিশ্বকাপের শেষ ষোলোয় জায়গা করে নিয়েছে। আগামী ৮ জুলাই প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে তাদের প্রতিপক্ষ হবে সুইজারল্যান্ড। দুই শক্তিশালী দলের এই লড়াই ঘিরে ইতিমধ্যেই সমর্থকদের মধ্যে উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। অন্যদিকে, অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে নাটকীয় জয় পেয়েছে মিশর। ম্যাচের ১৩ মিনিটে এমাম আশৌরের গোলে এগিয়ে যায় আফ্রিকার দলটি। তবে দ্বিতীয়ার্ধের ৫৫ মিনিটে মহম্মদ হানির আত্মঘাতী গোলে সমতায় ফেরে অস্ট্রেলিয়া। নির্ধারিত সময় ও অতিরিক্ত সময়েও আর কোনও গোল না

হওয়ায় ম্যাচ গড়ায় টাইব্রেকারে। সেখানে দুর্দান্ত স্নায়ুর লড়াইয়ে ৪-২ ব্যবধানে জয় ছিনিয়ে নেয় মিশর। ফলে শেষ ষোলোয় মুখোমুখি হতে চলেছে আর্জেন্টিনা ও মিশর। কেপ ভার্দের বিরুদ্ধে কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আত্মবিশ্বাসী মেসিরা এবার নতুন চ্যালেঞ্জের জন্য প্রস্তুত। আগামী ৭ জুলাই রাত সাড়ে ৯টায় অনুষ্ঠিত হবে এই বহুল প্রতীক্ষিত ম্যাচ। দুই দলের লক্ষ্যই থাকবে কোয়ার্টার ফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করা। সব মিলিয়ে একদিনেই বিশ্বকাপের নকআউট পর্বের গুরুত্বপূর্ণ সমীকরণ স্পষ্ট হয়ে গেল। একদিকে ভুল ভবিষ্যদ্বাণীর জন্য আলোচনায় ঘানার ওঝা, অন্যদিকে মাঠের পারফরম্যান্সে নজর কাড়ল আর্জেন্টিনা, কলম্বিয়া এবং মিশর। এখন ফুটবলপ্রেমীদের চোখ শেষ ষোলোর উত্তেজনাপূর্ণ লড়াইয়ের দিকে, যেখানে প্রতিটি ম্যাচই হতে পারে টুর্নামেন্টের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার মঞ্চ।

রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ে শেষ হাসি মিশরের, অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে মেসিদের সামনে সালাহরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: রুদ্ধশ্বাস লড়াই, নির্ধারিত ৯০ মিনিটে ১-১ সমতা, অতিরিক্ত সময়েও অমীমাংসিত ফল। শেষ পর্যন্ত স্নায়ুর পরীক্ষায় বাজিমাত করল মিশর। টাইব্রেকারে ৪-২ ব্যবধানে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে বিশ্বকাপের শেষ ষোলোয় জায়গা নিশ্চিত করল আফ্রিকার দল। প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে তাদের প্রতিপক্ষ হবে আর্জেন্টিনা, যারা কাবো ভার্দেকে হারিয়ে পরের পর্বে উঠেছে। ম্যাচের শুরুটা অবশ্য দারুণ করেছিল অস্ট্রেলিয়া। মাত্র পাঁচ মিনিটেই এগিয়ে যাওয়ার সুবর্ণ সুযোগ তৈরি হয়। বক্সের বাইরে থেকে ক্রিশ্চিয়ান ভলপাতোর শক্তিশালী শট পোস্টে লেগে ফিরে আসে। সেই সময় গোল হলে ম্যাচের ছবিটা অন্যরকমও হতে পারত। কিন্তু সুযোগ নষ্টের মাশুল দিতে হয় তাদের। ১৩ মিনিটে পাল্টা আক্রমণ থেকে এগিয়ে যায় মিশর। প্রতিপক্ষের বক্সে চমৎকার বোঝাপড়ায় আক্রমণ সাজান মহম্মদ সালাহ। প্রথম শটটি অস্ট্রেলিয়ার ডিফেন্ডাররা পুরোপুরি ক্লিয়ার করতে না পারায় ডান দিক থেকে ভেসে আসে আরেকটি ক্রস। সেখানে দুর্দান্ত হেডে বল জালে পাঠান এমাম আশুর। এই গোলেই ম্যাচে এগিয়ে যায় মিশর। গোলের পর আত্মবিশ্বাস আরও বেড়ে যায় আফ্রিকার প্রতিনিধিদের। ওমর মারমুশ ও মোস্তাফা জিকো একাধিক আক্রমণে অস্ট্রেলিয়ার রক্ষণকে ব্যস্ত রাখেন। মাঝমাঠেও দখল নিতে শুরু করে মিশর। প্রথমার্ধের বেশ কিছু সময় অস্ট্রেলিয়া কার্যত নিজেদের অর্ধেই আটকে ছিল। যদিও বিরতির আগে তারা কিছুটা ঘুরে দাঁড়িয়ে কয়েকটি আক্রমণ শানায়, কিন্তু গোলের দেখা পায়নি। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেও মিশরই আক্রমণাত্মক ছিল। মারমুশ একবার রক্ষণ ভেঙে বক্সে ঢুকে পড়লেও তাঁর শট অল্পের জন্য বাইরে চলে যায়। তবে ৫৫ মিনিটে ভাগ্যের সহায়তায় সমতায় ফেরে অস্ট্রেলিয়া। এডেন ও'নিলের একটি ক্রস ক্লিয়ার করতে গিয়ে নিজের জালেই বল জড়িয়ে ফেলেন মহম্মদ হ্যানি। প্রথমে গোলটি হ্যারি সুটারের নামে ধরা হলেও পরে সেটিকে আত্মঘাতী গোল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। সমতায় ফেরার পর ম্যাচের গতি অনেকটাই কমে যায়। দুই দলই মাঝমাঠে বল দখলের লড়াইয়ে ব্যস্ত থাকলেও পরিষ্কার গোলের সুযোগ খুব একটা তৈরি করতে পারেনি। নির্ধারিত সময়ের একেবারে শেষে অবশ্য মিশর জয়ের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল। সালাহর নিখুঁত ক্রস থেকে রাবিয়ার জোরালো হেড অসাধারণ দক্ষতায় রুখে দেন অস্ট্রেলিয়ার গোলরক্ষক প্যাট্রিক বিচ। তাঁর সেই সেভ ম্যাচকে অতিরিক্ত সময়ে নিয়ে যায়। অতিরিক্ত ৩০ মিনিটে দুই দলই অনেক বেশি সতর্ক ফুটবল খেলে। ঝুঁকি নেওয়ার বদলে টাইব্রেকারের দিকেই নজর ছিল দুই শিবিরের। অতিরিক্ত সময় শেষ হওয়ার ঠিক আগে অস্ট্রেলিয়া কৌশলগত সিদ্ধান্ত নিয়ে গোলপোস্টে পরিবর্তন আনে। প্যাট্রিক বিচের জায়গায় অভিজ্ঞ ম্যাট রায়ানকে নামানো হয়, কিন্তু সেই সিদ্ধান্ত কোনও কাজে আসেনি। টাইব্রেকারে শুরুতেই চাপে পড়ে অস্ট্রেলিয়া। প্রথম শটেই হ্যারি সুটার বল উড়িয়ে দেন বারের উপর দিয়ে। অন্যদিকে মিশরের সাবের নিখুঁত শটে দলকে এগিয়ে দেন। পরে জ্যাকসন ইরভাইন ও হাওয়ার্ড মাবিয়েল গোল করলেও মিশরের হয়ে রাবিয়ে এবং মহম্মদ সালাহ কোনও ভুল করেননি। চতুর্থ শটে লুকাস হ্যারিংটনের প্রচেষ্টা আবারও বারে লাগে। এরপর হোসাম আব্দেলমাগুইদের সফল শটেই ৪-২ ব্যবধানে জয় নিশ্চিত করে মিশর। এখন শেষ ষোলোয় আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে কঠিন পরীক্ষার অপেক্ষায় আফ্রিকার দল।